পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন				মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৩	১০	-	-	৬	০২	০৬	২৮.৫৭% - ১০০%	০২	৪.৮৮% - ২৫.৮৭%

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ১৩টি

০২। ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:

বাস্তবায়ন মেয়াদে বর্তমানে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ব্যতীত প্রকল্প প্রণয়ন ও ঠিকাদার নিয়োগে বিলম্ব, ক্রয় কার্য প্রক্রিয়াকরণে সময়ক্ষেপন, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি ইত্যাদি। তাছাড়া সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা বৃদ্ধি না পেলেও প্রকল্প প্রণয়নকালে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত না করা, বারবার ভৌত কাজের ডিজাইন পরিবর্তন ও সিডিউল রেট/নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি হেতু ভৌত কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের পরিমাণ হ্রাস করে প্রকল্প সংশোধন, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে অনেক প্রকল্প মূল পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

ক্র:নং:	সমস্যা	সুপারিশ
০১।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা Feasibility study ব্যতিত জিওবি প্রকল্প গ্রহণ করা;	সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিরিখে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
০২।	DPP/TPPতে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা;	DPP/TPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ক্র:নং:	সমস্যা	সুপারিশ
৩।	বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি করা;	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলির বিষয়টি পরিহার করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে পরিচালকের বদলির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রকল্প পরিচালক বদলি সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ/অনুমোদন ক্রমে বদলি করতে হবে;
৪।	পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না দেওয়া;	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন মোতাবেক প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৫।	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকা;	ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা রাখতে হবে;
৬।	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা;	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে;
৭।	কোন কোন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিসি ব্লকের কিছু কিছু স্থানে ফাঁকা থাকা, ব্লক সরে যাওয়া, অব্যবহৃত ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।	প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সিসি ব্লকের সকল ফাঁকা স্থান কংক্রিট দিয়ে বন্ধ করা প্রয়োজন তা না হলে নদীর পানিতে সিসি ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যে উদ্দেশ্যে সিসি ব্লক স্থাপন করা হয়েছে তা পুরোপুরি ব্যর্থ হবে। এছাড়া সরে যাওয়া ব্লক ডিপিপি অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে এবং অব্যবহৃত ব্লকসমূহ স্তুপ আকারে জমা রাখতে হবে যেন আপদকালীন সময়ে তা জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;
৮।	ভূমি অধিগ্রহণে সময়মত উদ্যোগ গ্রহণের অভাব এবং সময়ক্ষেপণ করা ;	যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা নিশ্চিত করা;
৯।	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটের অপ্রতুলতা;	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটে সংস্থান রাখতে হবে;
১০।	সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা;	বছরভিত্তিক এক্সটার্নাল অডিট করে তা প্রকল্প মেয়াদেই নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
১১	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়া;	প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে;
১২।	আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা;	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বামতীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামকস্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০২০)

০১| প্রকল্পের নাম : **জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বামতীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামকস্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**

০২। প্রকল্পের অবস্থান : জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার হারগিলা নামক এলাকা।

০৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

০৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন, ২০২০ পর্যন্ত)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত				
(১)	(২)	(৩)	(৬)	(৭)	(৮)
টাকা- ৩৫৪৮.৯১ জিওবি- ৩৫৪৮.৯১ নিজস্ব- -	৩০৭০.০৭	**২৪০৬.৩০**	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়

তথ্যসূত্রঃ পিসিআর

০৬। প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমান	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০২০পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয় :						
১।	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	৩.০০	১০০%	২.৫৯ (৮৬.৩৩%)
২।	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	থোক	থোক	১.৫০	১০০%	১.৪৯ (৯৯.৩৩%)
৩।	স্টেশনারি, সিল এন্ড ষ্ট্যাম্পস্	থোক	থোক	১.৫০	১০০%	১.৪৯ (৯৯.৩৩%)
৪।	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, ইত্যাদির সদস্যগণের সন্মানী	থোক	থোক	৪.৮০	১০০%	২.৩৫ (৪৮.৯৬%)
৫।	জরিপ (ব্যাথিমেট্রি ও ব্যাঙ্ক লাইন))	থোক	থোক	২.০০	১০০%	২.০০ (১০০%)
	উপ-মোট (রাজস্ব)			**১২.৮০**		**৯.৯২**

(খ) মূলধন :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমান	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০২০ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	নির্মাণ ও পূর্ত কাজ :					
৬।	উলিয়া বাজারের সন্নিকটে যমুনা নদীর প্রবাহ ডাইভারশানের লক্ষ্যে ড্রেজিং কাজ (৯৭৬০০৯ ঘনমিটার)	কি:মি:	৬.২০	১৩৫৩.০৬	৬.২০ কি:মি: (১০০%)	৯৪৮.২৪ (৭০.০৮%)
৭।	ক্রসড্যাম নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ (ক) পুনর্বাসন-৫২৫ মিঃ (খ) নির্মাণ-৬৭৫ মিঃ	মি:	১২০০.০০	১৬৮৪.২১	১২০০.০০ মি: (১০০%)	১৪৪৮.১৪ (৮৫.৯৮%)
	উপ-মোট (মূলধন) ব্যয়			**৩০৩৭.২৭**		**২৩৯৬.৩৮ (৭৮.৯০%)**
(গ)	**ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি**			১০.০০		**০.০০**
(ঘ)	**প্রাইস কন্টিনজেন্সি**			১০.০০		**০.০০**
	সর্ব মোট (ক+খ+গ+ঘ):			৩০৭০.০৭		**২৪০৬.৩০ (৭৮.৩৭%)**

০৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ**

করোনাকালীন সময়ে ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা ৯.৭৬ লক্ষ ঘনমিটার এর স্থলে ৭.১০ লক্ষ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করা হয়। ফলে এই আইটেমে টাকা অব্যয়িত থাকে। তবে, উল্লেখ্য ড্রেজিংয়ের জন্য নির্ধারিত এলাইনমেন্ট বরাবর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬.২০ কিঃমিঃ এর পুরো চেইনেজেই ড্রেজিং বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ড্রেজিংয়ের লক্ষ্য সাধিত হয়েছে।

০৮| **প্রকল্পের পটভূমি ঃ**

বাংলাদেশের বড় নদ-নদীগুলির ভাঙ্গন একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে এবং এর ফলে নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগণের জীবনযাত্রার ওপর মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে। সাধারণ বন্যা কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের জন্য উপকারী হলেও ভাঙ্গন ও সে সাথে নদীর প্রশস্ততা বৃদ্ধির ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসহ উচ্চ উৎপাদনক্ষম কৃষি জমি ও বসতি হুমকির মধ্যে পড়ে। জলবায়ু পরিবর্তনহেতু এ ধরনের পরিবর্তনের ধারা আরোও মারাত্মক আকার ধারণ করে। অনিয়ন্ত্রিত ও ক্রমবর্ধমান নদীভাঙ্গনের কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন ছাড়াও বন্যার ফলে ক্ষয়ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এতে করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে বিনিয়োগ যেমন বাধাগ্রস্ত হয় তেমনি উর্বর জমির উৎপাদন ক্ষমতা মারাত্মক ব্যাহত হয়।

যমুনা নদীর মূল সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ হলো এর ক্রমাগত চ্যানেল পরিবর্তন। এ কারণে যমুনা নদীতে স্থির ও সুনির্দিষ্ট নদীতল গড়ে উঠে না। প্রতি বর্ষাতেই নতুন চ্যানেলের সৃষ্টি হয় এবং পুরাতন চ্যানেল পরিত্যক্ত হয়। ফলে যমুনা নদীতে অনেক সমান্তরাল চ্যানেল তৈরি হয় এবং অনিশ্চিত ও সার্বক্ষণিক পরিবর্তনশীল প্রবাহের স্থান ও ভাঙ্গনস্থল পরিবর্তিত হচ্ছে। এ কারণেই ব্রহ্মপুত্র/যমুনা নদীকে অনির্দেশ্য নদী নামে পরিচিত। নদীর এ প্রকারের আচরণের মূল কারণ

নদীতলের মাটির গঠন প্রকৃতি। এ ছাড়া যমুনা নদী বিশ্বের নদীগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ পলি বহন করে থাকে। এর ফলে নদীবক্ষে অসংখ্য চরের সৃষ্টি হয় এবং চ্যানেলসমূহের অবস্থানও সর্বদা পরিবর্তনশীল।

হারগিলা বাজারের সম্মুখভাগে বেশ কয়েকটি স্থানে চর স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। উক্ত চরে বসতি স্থাপনসহ ফসল উৎপাদন শুরু হয়েছে। মূল ভূ-খন্ড ও বিশাল চরের মধ্যে শুধু যমুনা নদীর একটি মৃত চ্যানেল বিদ্যমান আছে। এ চ্যানেলের বেশ কয়েকটি স্থানের ভূমিতল উঁচু হয়ে গেছে। মৃত চ্যানেলটি যাতে পুনরায় সক্রিয় না হয় এবং সম্মুখের চরের সাথে মূল ভূ-খন্ডের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ক্রসড্যাম নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী, জামালপুর-২ সংসদীয় আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়, বাপাউবো অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা প্রকল্প এলাকা গত ১২ জুন ২০১৪ তারিখ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় মন্ত্রী বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে অতিদ্রুত প্রকল্প প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নভেম্বর, ২০১৫ মাসে ৫৫৫ মিটার ক্রসড্যাম নির্মাণের সংস্থান রেখে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ২০১৬ সালের বন্যায় চর এলাকায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং প্রস্তাবিত ক্রসড্যামের দৈর্ঘ্য পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। গত ১২/০৩/২০১৭খ্রিঃ তারিখে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ওপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তথা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্রসড্যামের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা আবশ্যক মর্মে জানানো হলে প্রকল্পটি রিভিজিট করে ক্রসড্যামের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে সিদ্ধান্তের আলোকে কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে ১২০০ মিটার দৈর্ঘ্যে ক্রসড্যামের সংস্থান রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়।

০৯| প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার হারগিলা বাজার সন্নিহিত যমুনা নদীর মৃতপ্রায় চ্যানেলের উপর ১২০০ মিটার দীর্ঘ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে যমুনা নদীর ভাঙন হতে প্রায় ১২০০০ হেক্টর এলাকাকে রক্ষা করা;
- যমুনা নদীর বক্ষ হতে প্রায় ৮০০ হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করা; এবং
- দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১০। **অনুমোদিত ডিপিপি-তে সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য ঃ** (লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অগ্রগতি	মন্তব্য
২০১৭-১৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	--
২০১৮-১৯	১১৯৭.৩৬	১২০৭.০০	১২০৭.০০	১১৯৭.৩৬	৪১.০০%	
২০১৯-২০	১৮৭২.৭১	১৪৭৫.০০	১৪৭১.০০	১২০৮.৯৪	৫৯.০০%	--
মোটঃ	৩০৭০.০৭	২৬৮২.০০	২৬৭৮.০০	২৪০৬.৩০	**১০০.০০%**	**--**

১১। **প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধন** ঃ

প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ''জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বামতীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামকস্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটি ৩৫৪৮.৯১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী'২০১৮ হতে জুন'২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। ১০-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। জুন, ২০২০ তারিখে ৩০৭০.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক

প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয় । সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি'২০১৮ হতে জুন'২০২০ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখা হয়।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরন	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্বকাল
জনাব নবকুমার চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী	অতিরিক্ত	০৮/০৪/২০১৮	০৮/০৪/২০১৮ থেকে ০৮/০৯/২০১৯ পর্যন্ত
জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ নির্বাহী প্রকৌশলী	অতিরিক্ত	১৫/০৯/২০১৯	১৫/০৯/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত

১৩। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান অনুসরণ করে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন হয়েছে হয়েছে মর্মে নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়। প্রকল্পের আওতায় ১টি প্যাকেজে ক্রসড্যাম নির্মাণ কাজ এবং অন্য ১টি প্যাকেজে ড্রেজিং কাজ করা হয়েছে। ই-জিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মোতাবেক ১২০০ মিঃ ক্রসড্যাম নির্মাণ/পুনর্বাসন কাজের টেন্ডার আহবান করা হয়। টেন্ডারে ০৪ জন ঠিকাদার অংশগ্রহণ করেন। Lowest Responsive হওয়ায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান তমা কনস্ট্রাকশনকে কাজের NoA প্রদান করা হয়। কাজের চুক্তিমূল্য ছিল ১৬২৩.৩১ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, ই-জিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মোতাবেক ড্রেজিং কাজের টেন্ডার আহবান করা হয়। টেন্ডারে ০১ জন ঠিকাদার অংশগ্রহণ করেন। Lowest Responsive হওয়ায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান WEL-MBE JV কে কাজের NoA প্রদান করা হয়। কাজের চুক্তিমূল্য ছিল ১৬৪৫.৮৭ লক্ষ টাকা।

১৪। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ ঃ** ১২০০ মিটার দীর্ঘ ক্রসড্যাম নির্মাণের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হলেও উলিয়া বাজারের সন্নিকটে যমুনা নদীর প্রবাহ ডাইভারশানের লক্ষ্যে ড্রেজিং এর উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয় নি।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার হারগিলা বাজার সন্নিহিত যমুনা নদীর মৃতপ্রায় চ্যানেলের উপর ১২০০ মিটার দীর্ঘ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে যমুনা নদীর ভাঙন হতে প্রায় ১২০০০ হেক্টর এলাকাকে রক্ষা করা এবং যমুনা নদীর বক্ষ হতে প্রায় ৮০০ হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করা।	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হওয়ায় জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার হারগিলা বাজার সন্নিহিত যমুনা নদীর মৃতপ্রায় Chut Channel যা বর্ষাকালে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে নদীভাঙ্গন সৃষ্টি করতো তা পলি জমে নিষ্ক্রয় হয়ে পড়েছে। ফলে, প্রকল্প এলাকায় নদীভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, ক্রসড্যামের উজানে এবং অব্যবহিত ভাটিতে পলি জমে প্রায় ৮০০ হেক্টর এর অধিক জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হযেছে। তবে ড্রেজিং কাজ ৯.৭৬ লক্ষ ঘনমিটার এর স্থলে ৭.১০ লক্ষ ঘনমিটার মাটি ড্রেজিং করা হয়।

১৬। **অডিট ঃ** রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর ১টি অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়েছে। আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

১৭। <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

প্রকল্পের কার্যক্রম বিগত ০৩-০৪ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত আইএমইডি'র পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জামালপুর জেলার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা প্রদান করেন।

১৮. <u>প্রকল্প পর্যবেক্ষণঃ</u>

১৮.১ প্রকল্পটি বিগত ০৮.০৪.২০১৮ তারিখ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ৩৫৪৮.৯১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল ধরা হয় জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত। পরবর্তীতে সংশোধিত প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১ম সংশোধনীর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে বাস্তবায়নকাল একই রেখে প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করে ৩০৭০.০৭ লক্ষ টাকা। নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, একই তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভা করে অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারি করে। আবার একই তারিখ প্রকল্প সমাপ্ত করে। এতে গরমিল প্রতীয়মান হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতিমালাগুলো নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের যথাযথভাবে অনুসরণ করা উচিত। নতুবা সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে।

১৮.২ ক্রসড্যাম নির্মাণ /পুনর্বাসনসহ প্রতিরক্ষা কাজঃ সরেজমিন পরিমাপ করে গড় উচ্চতা ৮ মিটার পাওয়া গেলেও গড় প্রস্থ ৭০ মিটার কম-বেশি পাওয়া গেছে। ক্রসড্যামের দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ মিটার । পরিমাপ করে পুনর্বাসন বাঁধ ৫২৫ মিটার এবং নতুন বাঁধ ৬৭৫ মিটার পাওয়া গেছে। এই বাঁধের মূল উদ্দেশ্য ছিল হারগিলা গ্রাম ও আত্তাপাড়া গ্রামকে যমুনা নদীর বন্যা ও ভাংগন থেকে রক্ষা করা। সংলগ্ন আবাদি জমিতে পলি বৃদ্ধি করে ফলন বাড়ানো এবং ভূমি ক্ষয় রোধ করা। আপাতভাবে মনে হয়েছে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তবে বাঁধটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরি। তবে বাঁধের Ending part (২৫°০´১৯″N এবং ৮৯°৪২´৪৩″E) এ অনেকগুলো জিও ব্যাগ প্রোটেকশানের জন্য রাখা আছে। ব্যাগগুলোর ওপর প্রতিনিয়ত সূর্যের আলো পড়ছে। জিও ব্যাগের longevity বৃদ্ধিকল্পে ব্যাগের ওপর মাটি দিয়ে ঘাস লাগালে বাঁধের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

১৮.৩ উলিয়া বাজারের সন্নিকটে যমুনা নদীর প্রবাহ ডাইভারশানের লক্ষ্যে ড্রেজিং কাজঃ মূল ডিপিপি'তে ড্রেজিং কাজ ছিল ৩.৫ কিঃমিঃ এবং ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৮৩১.৯ লক্ষ টাকা। পরবর্তীকে প্রকল্পটি সংশোধন করে ড্রেজিং ধরা হয় ৬.২০ কিঃমিঃ এবং ব্যয় ধরা হয় ১৩৫৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ড্রেজিংয়ের গভীরতা কমিয়ে দেয়া হয়। নৌকাযোগে পুরো ড্রেজিং এলাকা পরিদর্শন করে পানির গভীরতা পরিমাপ করা হয়। ২৫°১´২২″N এবং ৮৯°৪২´২২″E এ এপ্যাল আইফোনের এ্যাপস দ্বারা পরিমাপ করে গভীরতা ১.৯ মিটার আবার কোথাও ১ মিটার পাওয়া গেছে। ২৫°১´৪২″N এবং ৮৯°৪২´১২″E পানির গভীরতা ২ মিটারের কমবেশি পাওয়া গেছে। ২৫°০´৪৩″N এবং ৮৯°৪১´৫৩″E পানির গভীরতা ২.২ মিটার পাওয়া গেছে। ড্রেজিং ডিজাইনে নদীর Bed level ১২০ মিটার এবং গভীরতা ১০ m নির্ধারিত ছিল। বাস্তবে Bed level ১২০ মিটার পাওয়া গেলেও গভীরতা ১০ মিটার পাওয়া যায় নি। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, যমুনা নদীতে ব্যাপক বন্যা ও পানিপ্রবাহের কারণে প্রচুর পলি পড়েছে। যার কারণে গভীরতা হ্রাস পেয়েছে। আশপাশের লোক পশু চিকিৎসক ডাঃ শওকত (গ্রামঃ- চর দিঘাইল, জিগারতলী) জানান যে, ড্রেজিং আরো ০১ বৎসর আগে হয়েছে। কিছু বালি পশ্চিম তীরে ফেলেছে আবার কিছু বালি নদীর বুক বরাবর ফেলেছে । নাব্যতা বাড়ানোর জন্য এ কাজ করেছে। সংলগ্ন নৌকার মাঝি রুবেল (গ্রামঃ টগা) বলেন ড্রেজিং করে বালু পশ্চিম পাড়ে বালির টিবিতে রেখেছে। তবে কিছু বালি ড্রেজারের লোকেরা নদীতে ও ফেলেছে। আরো প্রায় দেড় বছর বালি কেটেছে। অনেক বালি মানুষ নিয়ে গেছে।

১৯. সুপারিশসমূহঃ

১৯.১ প্রকল্পটিতে একই তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভা করে অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারি করে। আবার একই তারিখ অর্থাৎ ৩০জুন, ২০২০ তারিখ প্রকল্প সমাপ্ত করে। এতে গরমিল প্রতীয়মান হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়নের নীতিমালাগুলো নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন সমীচীন হবে (অনুঃ ১৮.১);

১৯.২ ক্রসড্যাম নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ প্রতিরক্ষা কাজে বাঁধের Ending part (২৫°০´১৯″N এবং ৮৯°৪২´৪৩″E) জিও ব্যাগগুলো প্রোটেকশনের জন্য উন্মুক্তভাবে খোলা আকাশের নীচে রাখা আছে। ব্যাগগুলোর উপর প্রতিনিয়ত সূর্যের আলো

পড়ছে। জিও ব্যাগের longevity বৃদ্ধিকল্পে ব্যাগের উপর মাটি দিয়ে ঘাস লাগিয়ে বাঁধের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে (অনুঃ ১৮.২);

১৯.৩ ভবিষ্যতে চ্যানেল থেকে বালু ড্রেজিং করার পর নদীর বালি যাতে নদীতে না ফেলে এ বিষয়ে যথাযথ তদারকি জোরদার করতে হবে (অনুঃ ১৮.৩);

১৯.৪ স্বচ্ছতা নিরূপণের লক্ষ্যে চৈত্র/বৈশাখ মাসে পানি শুকালে টাস্কফোর্স দ্বারা পরিমাপ করত পলি পতনের হার পর্যবেক্ষণ করে বিস্তারিত Measurement নিয়ে ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল/জামানত পরিশোধ করতে হবে (অনুঃ ১৯.৩);

২০.৫ প্রকল্পে ২০১৮-১৯ সালের কোন অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি। সরকারের ব্যয়িত অর্থের আর্থিক স্বচ্ছতা নিরূপণের লক্ষ্যে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (অনুঃ ১৭)।

২১. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থিরচিত্রঃ




ক্রসড্যাম নির্মাণ /পুনর্বাসনসহ স্কিমের উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করে বাঁধ নির্মাণকাল বের করা হচ্ছে।



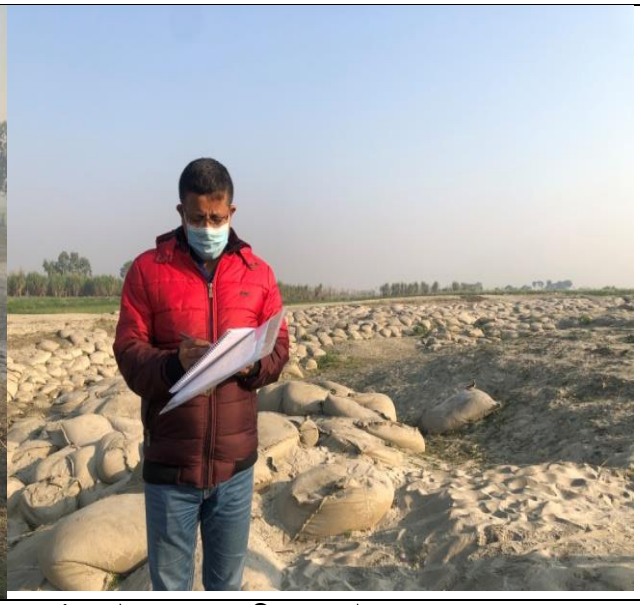
ক্রসড্যামের প্রস্থ নিরূপণের কাজ করা হচ্ছে।



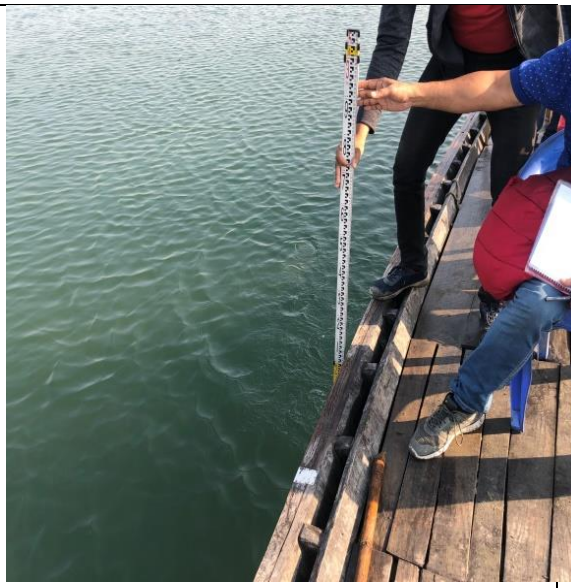
বাঁধের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে ডিপিপি'র সাথে মিলানো হচ্ছে।



ক্রসড্যামের ডিজাইন দেখা হচ্ছে।



বাঁধের উন্মুক্ত প্রান্তের জিও ব্যাগ উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে।

	
(১.২ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ক্রসড্যাম) যা প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত	উলিয়া বাজারের সন্নিকটে যমুনা নদীর ড্রেজিংএ পানির গভীরতা মেপে দেখা হচ্ছে।
	
চ্যানেলে গভীরতা গড় ২ মিটারের মত পাওয়া গেল।	যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে ড্রেজিং করা বালির স্তুপ।

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০২০)

০১। প্রকল্পের নাম : **নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প**

০২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

০৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

০৪। প্রকল্পের অবস্থান : নেয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুর্বণচর উপজেলায়

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০২০ পর্যন্ত)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিরিক্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত				
টাকা- ৮৮৬২.৩৬ জিওবি- ৮৮৬২.৩৬ নিজস্ব- -	৮৮৬২.৩৬	৭৮০১.৭৭	জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০	-	-

তথ্যসূত্রঃ পিসিআর

০৬। প্রকল্পের অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০২০পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয় :						
১।	জরিপ ও অনুসন্ধান	থোক	থোক	৫.০০	১০০%	১০০.০০%
২।	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	৬.০০	১০০%	২.৯৯ ৪৯.৮৩%
৩।	গ্যাস এন্ড ফুয়েল	থোক	থোক	৩.০০	১০০%	১.৯২ ৬৪%
৪।	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	২.০০	১০০%	১.০০

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০২০পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
						৫০%
৫।	স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	২.০০	১০০%	২.০০ ১০০.০০%
৬।	বিভিন্ন কমিটির সম্মানি	থোক	থোক	৫.০০	১০০%	৩.০০ ৫০.০০%
৭।	মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন কমিটির সম্মানি	থোক	থোক	১০.০০	১০০%	৮.৬১ ৮৬.১০%
৮।	প্রচার ও প্রকাশনা	থোক	থোক	২.০০	১০০%	০.৫০ ৫০%
৯।	মোটরযান মেরামত	থোক	থোক	৩.০০	১০০%	২.০০ ৬৬.৬৬%
	উপমোট রাজস্ব ব্যয়:			৩৮.০০		২৭.৫২ ৭২.৪২%
(খ) মূলধন ব্যয়						
	নির্মাণ কাজ:					
১০।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এলাকা মেঘনা নদীর বাম তীরে কিমি. ০.০০ হতে কিমি.৬.০৪২ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মূল্যবান স্থাপনাসমূহ নদী ভাংগন থেকে রক্ষার জন্য জিও ব্যাগ দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ কাজ।	৬.০৪২কিমি.	৬.০৪২ কিমি.	৭৭৭৪.২৫	১০০%	৭৭৭৪.২৫ ১০০%
১১।	নদী তীর সংরক্ষণ কাজের স্থান হতে ৫০০ মি. দূরবর্তী স্থানে (কিমি.০.০০ হতে কিমি.৬.০৪২) পর্যন্ত ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে ৫,৯৩,৮২৪ ঘন মিটার ডুবো চর অপসারণ।	৫৯৩৮২৪ ঘ.মি	৫৯৩৮২৪ ঘ.মি	৯৫০.১১	-	কাজ হয় নাই
	উপমোট (মূলধন ব্যয়):			**৮৭২৪.৩৬**		৭৭৭৪.২৫ ৮৯.১০%

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	সংখ্যা/ পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন, ২০২০পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক		**০.০০**		**০.০০**
(ঘ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক		**০.০০**		**০.০০**
	সর্বমোট (ক+খ):			**৮৭৬২.৩৬**		৭৮০১.৭৭ ৮৯.০৩%

০৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী "নদী তীর সংরক্ষণ কাজের স্থান হতে ৫০০ মি. দূরবর্তী স্থানে (কিমি.০.০০ হতে কিমি.৬.০৪২) পর্যন্ত ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে ৫,৯৩,৮২৪ ঘন মিটার ডুবো চর অপসারণ" কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়নি । নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সূবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) মেঘনা নদীর ভাঙ্গণ হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প এর আওতায় ডিপিপিতে সংস্থানকৃত ড্রেজিং কাজের যৌক্তিকতা/প্রয়োজন আছে কি-না তা যাচাই এর নিমিত্ত বাপাউবো কর্তৃক ছয় সদস্য একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির মতামত/সুপারিশের ভিত্তিতে ড্রেজিং কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়নি। কমিটি মতামত/সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়েছে:

ক) প্রকল্প এলাকার নদীর দুই পাড় ভাঙ্গণ প্রবণ । ড্রেজিং করা হলে ভাঙ্গানের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওযার সম্ভাবনা রয়েছে।

খ) মেঘনা নদীর মাধ্যমে প্রতিবছর প্রায় ১.২০ বিলিয়ন টন পলি লোয়ার মেঘনায় ও বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। সেক্ষেত্রে লোয়ার মেঘনা নদীতে বা এর কোন চ্যানেলে বা এর মোহনায় ড্রেজিং করা হলে তা অল্প সময়ের মধ্যে ড্রেজড এলাকায় পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

গ) মেঘনার মোহনায় সৃষ্ট উড়ির চর, জাহাজ্যার চর ও সন্দীপকে মূল ভূ-খন্ডের সাথে ক্রস-ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে সংযুক্ত করে ভূমি পুনরুদ্ধার করার জন্য সরকারের বৃহৎ পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় মূল ভূ-খন্ডের সাথে চরগুলো সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে উড়ির চর-নোয়াখালী, সন্দীপ-উড়ির চর, স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর)-সন্দীপ এবং স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর)-নোয়াখালী মোট ৪টি ক্রস-ড্যাম নির্মাণ করা হবে। আলোচ্য নদী/চ্যানেলে স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর)-নোয়াখালী ক্রস ড্যাম নির্মাণ করা হবে। ফলে উক্ত চ্যানেলে ড্রেজিং না করাই যুক্তিযুক্ত বলে কমিটি অভিমত প্রকাশ করেছে। ড্রেজিং কাজ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট কাজসমূহ সম্পাদন পূর্বক প্রকল্প সমাপ্তি করা যেতে পারে বলে কমিটির মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে মর্মে নথিপত্র বিশ্লেষণ ও সরেজমিন পরিদর্শন করে বুঝা গেল।

০৮। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলায় স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) প্রকল্পটি অবস্থিত। দ্বীপটি বঙ্গোপসাগর এবং মেঘনা নদীর মোহনা দ্বারা বেষ্টিত। দ্বীপটির আয়তন ১৬১৯৪ হেক্টর। এটি উড়ির চরের দক্ষিনে, সন্দীপের পশ্চিমে এবং নাঙ্গুলিয়া চরের পূর্বে অবস্থিত। চরটি নব্বই দশকের শেষের দিক হতে দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। চরটির উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিমের কিছু অংশের মাটি দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচেছ এবং দক্ষিণ দিকে বেড়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ দিকে দ্রুত বর্ধমান দ্বীপটি একটি সম্ভাবনাময় দ্বীপ ভবিষ্যতে যার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দ্বীপটিকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইতোমধ্যেই প্রশিক্ষণ, কৃষিকাজ, ডেইরী ফার্ম, মৎস্য খামার, বনায়ন ইত্যাদি কাজে দ্বীপটিকে ব্যবহার করে আসছে।

দ্বীপটি এখনো গঠন পর্যায়ে রয়েছে এবং মেঘনা নদীর শক্তিশালী স্রোতের কারণে এটি অরক্ষিত অবস্থায় আছে। অবিলম্বে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা না নিলে নদী ভাঙ্গণ রোধ করা সম্ভব হবে না। নদী ভাঙ্গণ রোধ করা না হলে আগামী দুই বছরের মধ্যে অনেক ভূমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

০৯| **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- নদী ভাঙ্গণ হতে সেনাক্যাম্প এবং ভূমি রক্ষা করা ।
- প্রকল্প এলাকার ভিতর হাইড্রলিক অবস্থার উন্নতি সাধন।
- প্রকল্প এলাকাটি সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং কৃষিকাজের উপযোগী করা।
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- নদী ভাঙ্গণ হতে সামরিক ও বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষা করা।
- অবকাঠামো নির্মাণের সময় ভূমিহীন, দরিদ্র, অসহায় মানুষ, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে করে প্রকল্প এলাকায় ভালো পরিবেশ বজায় থাকে।

১০। অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যঃ (লক্ষ টাকা)

অর্থবছর	**ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান**	**এডিপি বরাদ্দ**	**অবমুক্তি**	**ব্যয়**	**অগ্রগতি**	**মন্তব্য**
২০১৭-১৮	২১৮৯.৬৯	-	-	-	-	
২০১৮-১৯	৪৪৩১.৯৮	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.৯৯%	
২০১৯-২০	২২৪০.৬৯	৭৩২২.০০	৭৩১২.২৫	৭৩০১.৭৭	৮৭.০৪%	
মোটঃ	৮৮৬২.৩৬	**২২৮৪১.০০**	**৭৮১২.**২৫	**৭৮০১.**৭৭	**৮৮.০৩%**	**--**

১১। **প্রকল্প অনুমোদন :** নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যা চর) মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটি **৮৮৬২.৩৬** লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০ খ্রি. মেয়াদে ২০/০৩/২০১৮খ্রি. তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরন	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্বকাল
জনাব মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী	সম্পূর্ণ সময়কাল	২৬/০৬/২০১৮	২৬/০৬/২০১৮ থেকে প্রকল্প শেষ পর্যন্ত

১৩। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১২ বিধান অনুসরণ করে অর্পিত কাজ হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে ০৫/০২/২০১৯খ্রি: তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২০ ইসিবি, ৩৪ ইন্জিনিয়ারস ব্রিগেড কর্তৃক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৪| **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণঃ** প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রায় ৯০% অর্জিত হয়েছে। ৫,৯৩,৮২৪ ঘন মিটার ডুবো চর ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়নি।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্জন
➢ নদী ভাঙ্গণ হতে সেনাক্যাম্প এবং ভূমি রক্ষা করা । ➢ প্রকল্প এলাকার ভিতর হাইড্রলিক অবস্থার উন্নতি সাধন। ➢ প্রকল্প এলাকাটি সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং কৃষিকাজের উপযোগী করা। ➢ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ➢ নদী ভাঙ্গান হতে সামরিক ও বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষা করা। ➢ অবকাঠামো নির্মাণের সময় ভূমিহীন, দরিদ্র, অসহায় মানুষ, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে করে প্রকল্প এলাকায় ভালো পরিবেশ বজায় থাকে।	➢ নদী ভাঙ্গণ রোধ হয়েছে। ➢ নদী ভাঙ্গণ রোধ হওয়ায় হাইড্রলিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ➢ ভাঙ্গণ বন্ধ হওয়ায় এলাকাটি ক্রমান্বয়ে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ এবং কৃষিকাজের উপযোগী হচ্ছে। ➢ ভাঙ্গণ বন্ধ হওয়ায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ➢ নদী ভাঙ্গণ হতে সামরিক ও বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষা করা হচ্ছে। ➢ অবকাঠামো নির্মাণের সময় ভূমিহীন, দরিদ্র, অসহায় মানুষ, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৬| **অডিটঃ ২০১৭-১৮** সালের অডিট হয়েছে। কোন আপত্তি নেই। তবে ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ সালের অডিট এখনো হয়নি।

১৭. প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পের কার্যক্রম বিগত ১৫ - ১৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত আইএমইডি'র পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নোয়াখালী জেলার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী ও বাংলাদেশ সেনাবহিনীর প্রকৌশলী, সেনাসদস্যসহ বাপাউবো'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা প্রদান করেন।

১৮। **<u>প্রকল্প পর্যবেক্ষণঃ</u>**

১৮.১ প্রকল্পটি বিগত ২০.০৩.২০১৮ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ৮৮৬২.৩৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল ধরা হয় জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে নির্দিষ্ট মেয়াদেই প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পের কোন ধরনের Time over run ও Cost-over run হয়নি। এটি প্রকল্পের একটি ভাল দিক বটে। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের এ ধারা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

১৮.২ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ সালের কোন অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। আর্থিক স্বচ্ছতা নিরুপণের জন্য অডিট কার্যক্রম করা প্রয়োজন।

১৮.৩ প্রকল্পের আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজের স্থান হতে প্রায় ৫০০ মিটার দূরবর্তী স্থানে ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে ৫,৯৩,৮২৪ ঘনমিটার ডুবো চর অপসারণ কাজটি ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এলাকাটি মেঘনা নদীর

মোহনায় হওয়ায় তা করা হয় নি। অব্যয়িত ১০ লক্ষ টাকা ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ এর পে অর্ডার নং ১৪৪১০৭১ তারিখঃ ১০.০৫.২০২০ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড ফেনীকে প্রদান করা হয়েছে।

১৮.৪ সরেজমিনে গজফিতা ও Handy GPS দ্বারা পরিমাপ করে নদীতীর সংরক্ষণ ৬.০৪২ কিঃমিঃ পাওয়া গেছে। তবে স্থানে স্থানে বাঁধটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

১৮.৫ Exit Plan মোতাবেক কিছু ভাঙ্গান অংশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে মেরামত করতে হবে নতুবা ভবিষ্যতে বড় ধরণের ভাঙ্গান সৃষ্টি হতে পারে।

১৮.৬ বাঁধটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরি। বাঁধের সুরক্ষার জন্য অনেকগুলো জিও ব্যাগ প্রোটেকশানের জন্য রাখা আছে। ব্যাগগুলোর ওপর প্রতিনিয়ত সূর্যের আলো পড়ছে। জিও ব্যাগের Longevity বৃদ্ধিকল্পে ব্যাগের ওপর মাটি দিয়ে ঘাস লাগালে বাঁধের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।

১৯. <u>সুপারিশসমূহঃ</u>

১৯.১ প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে নির্দিষ্ট মেয়াদেই প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের কোন ধরনের Time over run ও Cost-over run হয়নি। এটি প্রকল্পের একটি ভাল দিক বটে। ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে (অনুঃ ১৮.১);

১৯.২ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ সালের কোন অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। আর্থিক স্বচ্ছতা নিরুপণের জন্য অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে (অনুঃ ১৮.২);

১৯.৩ ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও প্রকল্পের আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজের স্থান হতে প্রায় ৫০০ মিটার দূরবর্তী স্থানে ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে ৫,৯৩,৮২৪ ঘনমিটার ডুবো চর অপসারণ কাজটি করা হয়নি। যদিও বলা হয়েছে টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এই অংগটি বাদ দেয়া হয়েছে। ডিপিপি'র যাতে কোন ধরণের ব্যত্যয় না ঘটে তাই ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের সময় সংস্থাকে আরো দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে (অনুঃ ১৮.৩);

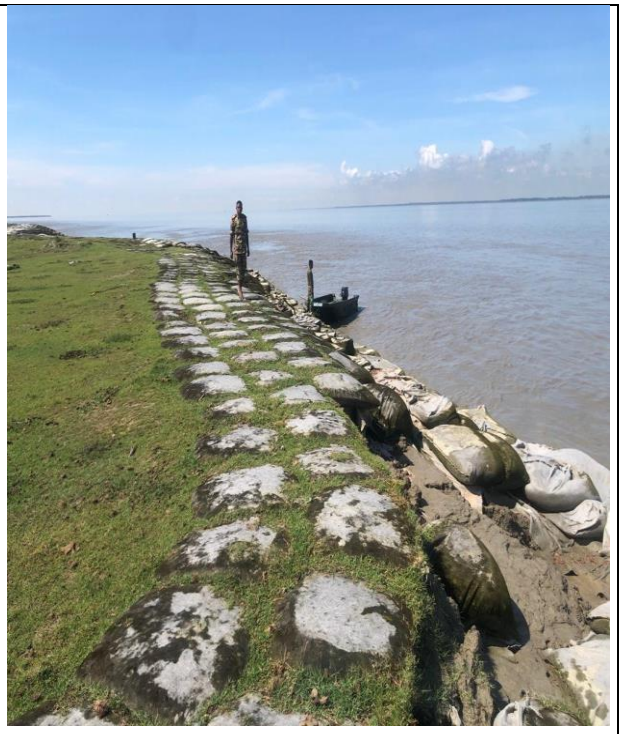
১৯.৪ সরেজমিনে গজফিতা ও Handy GPS দ্বারা পরিমাপ করে নদীতীর সংরক্ষণ ৬.০৪২ কিঃমিঃ পাওয়া গেছে। যাহা ডিপিপি'র সাথে মিলিয়ে সঠিক পাওয়া গেছে তবে স্থানে স্থানে বাঁধটি সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাই ডিপিপি'র Exit Plan মোতাবেক কিছু ভাংগা অংশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে মেরামত করে দিতে হবে যাতে করে বাঁধাইকৃত অংশে কোন বড় ধরণের ফাটলের সৃষ্টি না হয় (অনুঃ ১৮.৪ ও ১৮.৫);

১৯.৫ বাঁধের সুরক্ষার জন্য যে সকল জিও ব্যাগ প্রোটেকশানের জন্য রাখা সেগুলোর ওপর প্রতিনিয়ত সূর্যের আলো পড়ছে। জিও ব্যাগের Longevity বৃদ্ধিকল্পে ব্যাগের ওপর মাটি দিয়ে ঘাস লাগিয়ে বাঁধের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুঃ ১৮.৬)।

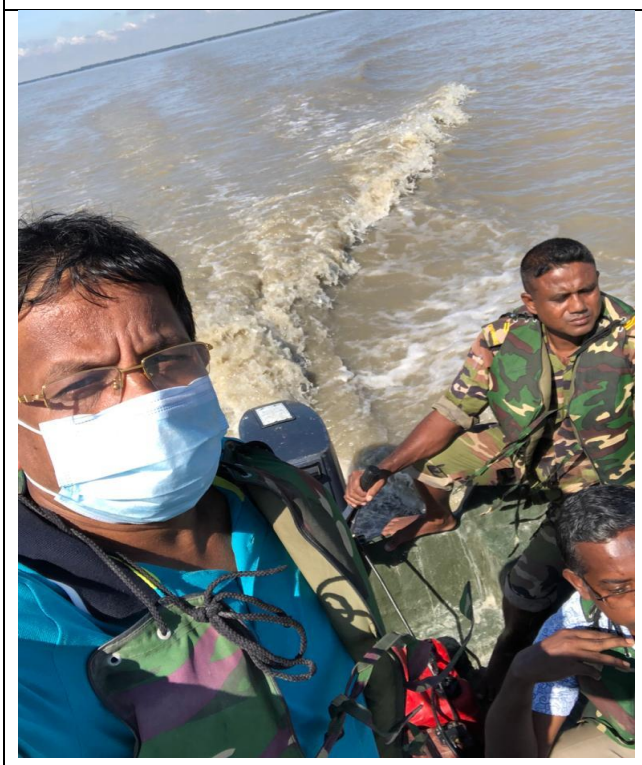
২০. প্রকল্প পরিদর্শনের খন্ড চিত্রঃ

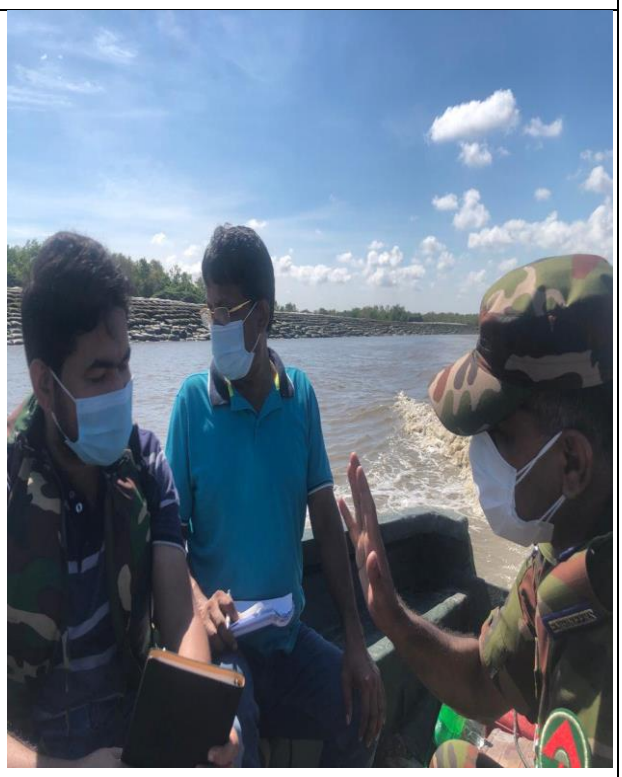


জাহাজ্যার চর সরেজমিনে পরিদর্শনের চিত্র।



জিও ব্যাগের স্থানে স্থানে ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ।





দু'তীর পরিদর্শন ও পরিমাপ করে ডিপিপি' র সাথে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০২০)

১। প্রকল্পেরনাম : **যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।**

২। প্রকল্পের অবস্থান : সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলা।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৬৫৪৬.৪২	৪৬৪৬০.০০	৪২৯৯৪.৩০	জুলাই,২০১৭ থেকে জুন,২০২০	--	জুলাই,২০১৭ থেকে জুন,২০২০	ব্যয় কম হয়েছে ৩৫৫২.১২ (৭.৬৩%)	--

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমান	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক)	**রাজস্ব ব্যয়:**					
১	কর্মচারী বেতন (আউটসোর্সিং)	থোক	১ দফা	৪০.০০	১০০%	৩০.৪৬ (৭৬.১৫%)
সরবরাহ ও সেবা:						
২	গ্যাস ও জ্বালানি	থোক	১ দফা	১০.০০	১০০%	৭.২৪ (৭২.৪০%)
৩	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	১ দফা	১২.০০	১০০%	১০.১৪ (৮৪.৫০%)
৪	স্ট্যাম্প ও সীল	থোক	১ দফা	৫.০০	১০০%	৫.০০ (১০০%)
৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১ দফা	৩.০০	১০০%	৩.০০ (১০০%)
৬	শ্রমিক মজুরি	থোক	১ দফা	১০.০০	১০০%	১০.০০ (১০০%)
৭	সম্মানী ভাতা (টিইসি, পিএসসি, পিআইসি ইত্যাদি)	থোক	১ দফা	৫.০০	১০০%	৪.৮১ (৯৬.২০%)

ক্র: নং	ডিপিপি/ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমান	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**
৮	সম্মানী ভাতা (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন)	থোক	১ দফা	১০.০০	১০০%	৯.৯৯ (৯৯.৯০%)
মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন						
৯	যানবাহন	থোক	১ দফা	৫.০০	১০০%	৫.০০ (১০০%)
খ)	**মূলধন ব্যয়:**					
সম্পদ সংগ্রহ						
১০	মটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	সংখ্যা	২টি	৩.০০	২টি (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
১১	ডেস্কটপ কম্পিউটার (২টি), ল্যাপটপ (২টি) ও লেজার প্রিন্টার (২টি) এবং আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	৬টি	৩.০০	৬টি (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
১২	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার-১টি)	সংখ্যা	১টি	১.৫০	১টি (১০০%)	১.৫০ (১০০%)
জমি অধিগ্রহণ:						
১৩	জমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	১৩.৫০ হেক্টর	২৮০.০০	১৩.৫০ হেক্টর (১০০%)	২৮০.০০ (১০০%)
নির্মাণ ও পূর্ত:						
১৪	স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ	কি.মি.	৫.৯৫৫ কি.মি.	৩৩৮৯৯.৭৭	৫.৯৫৫ কি.মি. (১০০%)	৩২১৪৭.৮৭ (৯৪.৮৩%)
১৫	বিআরই বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	কি.মি.	৪০.০০ কি.মি.	৭১৬.৮৭	৪০.০০ কি.মি. (১০০%)	৭১৪.৮২ (৯৯.৭১%)
১৬	স্পার পুনর্বাসন	সংখ্যা	৪ টি	৫৪৬৪.৪৪	৪টি ১০০%	৫২৮৭.৩৩ (৯৬.৭৫%)
১৭	চর অপসারণ/নদী ড্রেজিং (১৬৯.২০ লক্ষ ঘন মিটার)	কি.মি.	৪.০০ কি.মি.	৫৯৯১.৪২	৪.০০ কি.মি. (১০০%)	৪৪৭১.১৪ (৭৪.৬২%)
সর্বমোট =				**৪৬৪৬০.০০**	**১০০%**	**৪২৯৯৪.৩০ (৯২.৫৪%)**

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে জানা যায়।

৮। **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- PCR পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ।

৯। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ:</u>

৯.১। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ যমুনা নদীর ভাঙ্গন এবং প্রকল্প এলাকার ২,৪৯,৭৯২.০০ হেক্টর জমি আকস্মিক বন্যা হতে রক্ষা;
- যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ঘর-বাড়ি, কৃষি জমি, রাস্তা-ঘাট, স্কুল, মসজিদ, বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি স্থাপনা রক্ষা করা;
- নদীর গভীরতম স্রোতধারা নদীতীর থেকে দূরে রাখার চেষ্টার মাধ্যমে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা;
- নদী ভাঙ্গানের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার মাধ্যমে এলাকার সাধারণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; এবং
- নদীতীর রক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার পরিবেশ এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা।

৯.২। প্রকল্পের পটভূমিঃ প্রকল্পটি সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর পশ্চিম/ডান তীরে অবস্থিত। সিরাজগঞ্জ কৃষি এবং হাতে বোনা তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। প্রকল্প এলাকায় বিপুল পরিমান কৃষি জমিসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- উপজেলা হেড কোয়ার্টার, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ টেকনোলজী, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ, হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রিজ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদি রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় জমির ফসল বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য যমুনা নদীর ডান তীরে সিরাজগঞ্জের এ অংশে ষাটের দশকে Brahmaputra Right Embankment (BRE) নির্মাণ করা হয়। যার ফলে প্রতি বছর বন্যার হাত হতে ২৩০০০০ হেক্টর চাষযোগ্য জমি রক্ষা করা সম্ভব হয়। যমুনার নদীর ভাঙ্গানের কারণে BRE ইতোমধ্যে কয়েকবার সরিয়ে নেয়া হয়েছে। BRE আঞ্চলিক মহাসড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় ভাঙ্গানের কারণে বাঁধ সরিয়ে নেয়ার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। অব্যাহত নদী ভাঙ্গানের ফলে কাজীপুর উপজেলাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-বগুড়া মহাসড়ক এবং প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ যমুনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গানের হুমকীর সন্মুখীন। প্রকল্প এলাকার আবাদি জমি, শষ্য ও সম্পদ নদী ভাঙ্গানের হারানো কারণে ভূমিহীনের এবং গৃহহীনের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নদী ভাঙ্গানের ফলে বিআরই বাঁধের পাশে অবস্থিত ঘর-বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলা এবং এর আশেপাশের এলাকায় নদী ভাঙ্গন তীব্র আকার ধারন করলে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রকল্পটি গৃহীত হয় এবং বাস্তবায়ন করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৪৬৫৪৬.৪২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০১৭ হতে জুন,২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৩/০৯/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বিভিন্ন কারণে বাস্তবায়ন কাল অপরিবর্তীত রেখে ৪৬৪৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ পূর্বক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন করা হয়।

১১। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ** গত ২৮/০১/২০২১ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর সেক্টর-৪ এর মহাপরিচালক, জনাব মোঃ আফজল হোসেন কর্তৃক প্রকল্পটি সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনাব তারিক আবদুল্লাহ আল ফায়াজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া পওর সার্কেল, বাপাউবো, বগুড়া এবং জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।
















চিত্র-১-৮: প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ = ৫.৯৫৫ কি.মি.
- বিআরই বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ = ৪০.০০ কি.মি.
- স্পার পুনর্বাসন = ৪ টি
- চর অপসারণ/নদী ড্রেজিং = ৪.০০ কি.মি. (১৬৯.২০ লক্ষ ঘন মিটার)

১৩। **প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের বর্তমান অবস্থাঃ**

১৩.১। **স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজঃ** প্রকল্পটির আওতায় ৫.৯৫৫ কি:মি: নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ করা হয়েছে। সর্বমোট নিম্মোক্ত প্যাকেজসমূহের আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছেঃ-

নদী তীর সংরক্ষণ কাজের স্থান।
▪ যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৩.৩০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪৩.৭০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৩.৭০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪৪.১০০ পর্যন্ত= ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৪.১০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪৪.৫০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৪.৫০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪৪.৯০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫০.৯০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫১.৩০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫১.৩০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫১.৭০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫১.৭০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫২.১০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫২.১০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫২.৫০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫২.৫০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫২.৯০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫২.৯০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫৩.৩০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৮.৯৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৪৯.৩৪৫ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৯.৩৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৪৯.৭৪৫ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।

নদী তীর সংরক্ষণ কাজের স্থান।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৯.৭৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৫০.১৪৫ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫০.১৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৫০.৪৪৫ পর্যন্ত = ৩০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫০.৪৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৫০.৭৪৫ পর্যন্ত = ৩০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫০.৭৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৫০.৯০০ পর্যন্ত = ১৫৫ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।

প্রায় সবকয়টি প্যাকেজের কাজই পরিদর্শন করা হয়েছে। ডিপিপি পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, তীর প্রতিরক্ষা কাজের সকল প্যাকেজের ডিজাইন একই রকম। ডিজাইন মোতাবেক জিও ব্যাগ ডাম্পিং করে তারপর ব্লক ডাম্পিং করা হয়েছে। লন্চিং এপ্রোন ৩০ মিটার, ১:৩ স্লোপ রক্ষা করে ব্লক প্লেসিং করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। ২০২০ সালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পরও প্রতিরক্ষা কাজের সবটুকুই ভাল রয়েছে দেখা গেল। তবে ২/৩টি স্থানের সামান্য কিছু ব্লক ডেবে গেছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের মাধ্যেমে সেগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। এসকল স্থানে নদীতীর সংরক্ষণ করায় নদীর তীর ভাঙ্গন অনেকাংশে রোধ হয়েছে মর্মে এলাকার জনগণ জানায়। তবে প্রকল্প এলাকার নদীতীর সংরক্ষণ কাজের দুই অংশের ভিতরে প্রায় ৬.০০ কি.মি. দৈর্ঘ্যে কোনো প্রকার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ না থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকা কিছুটা নদীভাঙ্গনের কবলে পড়ার আশংকা রয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী ও স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ তাদের মতামত ব্যাক্ত করেন।

১৩.২। <u>বিআরই বাঁধ পুনরাকৃতিকরণঃ</u> প্রকল্পটির আওতায় ৪০.০০ কি:মি: বাঁধ পুনর্বাসনের কাজ করা করা হয়েছে। নিম্মোক্ত প্যাকেজসমূহের আওতায় বাঁধ পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছেঃ-

▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৩৯.০০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪৮.০০০ পর্যন্ত = ৯.০০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনর্বাসন কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫১.২০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫৩.২০০ পর্যন্ত = ২.০০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনর্বাসন কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫৬.০০০ হতে কিঃ মিঃ ১৬৫.০০০ পর্যন্ত = ৯.০০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনর্বাসন কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৭৭.০০০ হতে কিঃ মিঃ ১৯৬.০০০ পর্যন্ত = ১৯.০০০ কিঃ মিঃ এবং কিঃ মিঃ ২০২.০০০ হতে কিঃ মিঃ ২০৩.০০০ পর্যন্ত = ১.০০০ কিঃ মিঃ সর্বমোট ২০.০০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনর্বাসন কাজ।

প্রায় সবকয়টি প্যাকেজের কাজই পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে প্রচুর রেইন কাটিং দেখা গেছে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের মাধ্যেমে সেগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। পরিদর্শনকালে আরো দেখা যায় যে, পাইকরতলী রোড হতে রতনকান্দি পর্যন্ত প্রায় ৯.০০ কি:মি: পুনরাকৃতিকৃত বাঁধে এলজিইডি ২০১৮ সালে কার্পেটিং করেছে।

১৩.৩। <u>স্পার পুনর্বাসনঃ</u> প্রকল্পটির আওতায় ৪টি স্পার পুনর্বাসনের কাজ করা করা হয়েছে। নিম্মোক্ত প্যাকেজসমূহের আওতায় স্পার পুনর্বাসন/ সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছেঃ-

▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৫৭.৭৬০ তে সিমলা স্পার-২ শক্তিশালীকরণ ও পুনর্বাসন কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৪১.৭৬০ তে মেঘাই স্পার-১ শক্তিশালীকরণ ও পুনর্বাসন কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৬.০০০ তে সিংড়াবাড়ী স্পার-১ শক্তিশালীকরণ ও পুনর্বাসন কাজ।
▪ বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৮.০০০ তে সিংড়াবাড়ী স্পার-২ শক্তিশালীকরণ ও পুনর্বাসন কাজ।

সবকয়টি প্যাকেজের কাজই পরিদর্শন করা হয়েছে। স্পারগুলো পুনর্বাসন করায় সেগুলো পূর্বের তুলনায় আরো মজবুত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায যে, ১৫০ মিটার আরসিসি স্পারের উভয় পাশ্বে ২০ মিটার

করে ব্লক ডাম্পিং করা হয়েছে। এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায় বর্ষা মৌসুমে প্রবল স্রোতের কারণে ইতিপূর্বে নির্মিত স্পারগুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং তীর ভেঙ্গে Bank Line Shift হয়ে যাচ্ছিল। স্পার শক্তিশালী/পুর্নবাসন করার ফলে তীর ঙেঙ্গে যাওয়ার আশংকা দুর হয়েছে। এলাকাবাসীর মধ্যে নিরাপত্তা বোধ ফিরে এসেছে মর্মে জানা যায়।

১৩.৪। **চর অপসারণ/নদী ড্রেজিং:** প্রকল্পটির আওতায় ৪:০০ কি:মি: চর অপসারণ/নদী ড্রেজিং করা হয়েছে। নিম্মোক্ত প্যাকেজসমূহের আওতায় চর অপসারণ/নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছেঃ-

▪ যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন মিটারেজ ০.০০ হতে মিটারেজ ৮০০০.০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে ২০০০ মিটার চর অপসারণ/নদী খনন কাজ।
▪ মিটারেজ ৯৭৫০.০০ হতে মিটারেজ ১৮০০০.০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে ২০০০ মিটার চর অপসারণ/নদী খনন কাজ।

মেঘাই স্পার-১ এর সামনে একটি চর এবং সিংড়াবাড়ী স্পার-২ এর সামনে ২.০০ কি:মি: করে চর অপসারণসহ নদী ড্রেজিং করা হয়েছে। ড্রেজিংয়ের পূর্বের এবং পরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় পূর্বের দৃশ্যমান চর অপসারণ করা হয়েছে। ড্রেজিং স্পয়েল দিয়ে ৩৫০ মিটার লম্বা ও ৩০ মিটার চওড়া একটি ক্রস বাঁধ তৈরী করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দাবী করেন। এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায় চর অপসারণের মাটি দিয়ে এই বাঁধ আকৃতির স্থাপনা করা হয়েছে। এছাড়া মেঘাই হতে খুদবান্দি পর্যন্ত নদীর পশ্চিম তীরের নীচু জমি এবং নদীর তীরে ফেলা হয়েছে মর্মে এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায়।

১৩.৫। **ভুমি অধিগ্রহণ** : ডিপিপিতে ১৩.৫০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের সংস্থান ছিল। বালুকা মৌজায় এলএ কেস নং-০২/২০১৭-১৮ মূলে ৫.৯৬ হেক্টর এবং শুভগাছা মৌজায় এলএ কেস নং-০৩/২০১৭-১৮ মূলে ২.০২ হেক্টর অর্থাৎ মোট ৭.৯৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। উক্ত জমিতে রাজস্ব বাজেট হতে ২০১৭ সালের বন্যায় সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার বাহুকা ও শুভগাছা এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ভেঙ্গে যাওয়া ২.০০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩.৫। **মোটর সাইকেল:** প্রকল্পের আওতায় ২টি মোটরসাইকেল ক্রয় করা হয় এবং মোটরসাইকেল ২টি সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে ভালো ও সচল অবস্থায় রয়েছে। যা দপ্তরের টিওএন্ডই ভুক্ত করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।

১৪। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি:** প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৪৬০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৪২৯৯৪.৩০ লক্ষ টাকা (৯২.৫৪%) এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%।

১৫। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:** প্রকল্পের আওতায় কর্মচারী বেতন (আউটসোর্সিং) বাবদ ৪০.০০ লক্ষ টাকা মূল ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার মধ্যে ৩০.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং অদক্ষ শ্রমিক বাবদ ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আউট সোসিং-এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ড্রাইভার, অফিস সহায়ক, নিরাপত্তা প্রহরী, পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ মোট ৭ (সাত) জন অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। প্রকল্প সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী কর্মচারীদেরকে অব্যহতি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জ এবং বগুড়া পওর সার্কেল, বাপাউবো, বগুড়া দপ্তরের বিদ্যমান জনবল দিয়ে বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৬। **অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:** অডিট আপত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি যাচাই ও পর্যালোচনা করে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি পাওয়া যায়:

সময়	অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিরবণ	দাখিলকৃত ব্রডসিট জবাব এবং বর্তমান অবস্থা।
২০১৭-১৮ (২০/০২/২০১৯ হতে ০১/০৩/২০১৯ পর্যন্ত সময়ে চলমান)	(১) একই চেইনেজে/কি:মি: এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ২টি প্রকল্পের দ্বৈততার মাধ্যমে (২য়) কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে সরকারের ৪,১২,৩১,৪২৭/- টাকা অপচয়।	(১) বর্ণিত কাজসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। ১ম বার জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় মে/২০১৪ সালে বাস্তবায়িত হয়। ২০১৫ এবং ২০১৬ সালের বন্যায় বাঁধের ঢালের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাঁধের রি-সেকশনিং ও শক্তিশালিকরণ কাজ ১৩/০২/২০১৮ তারিখ হতে শুরু করে ২০/০৬/২০১৮ তারিখের মধ্যে মেরামত করা হয়েছে। ৩১/১২/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্রডসিট জবাব দেওয়া হয়েছে। আপত্তিটি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	(২) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ডিপিপিতে নির্ধারিত আর্থিক সংস্থান (সীমা) অপেক্ষা অতিরিক্ত ৪৬,২৮,৫৬,৮১৯/- টাকা অনিয়মিত ব্যয়।	(২) আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ ছিল জুন/২০২০ পর্যন্ত। মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের ভিত্তিতে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। যা অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় সীমাকে অতিক্রম করেনি। ব্রডসিট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। আপত্তিটি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	(৩) প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদনের পূর্বেই ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অগ্রিম অর্থ পরিশোধে জড়িত ২,১০,০০,০০০/- টাকা।	(৩) বিধিবিধান মেনে জেলা প্রশাসক হতে প্রাপ্ত প্রাক্কলন যথাযথ কর্তপক্ষ কর্তক অনুমোদিত হবার পর অর্থ পরিশোধ করা হয়। ব্রডসিট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।আপত্তিটি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২০১৯-২০২০ (প্রকল্পের শুরু থেকে ২০১৯-২০২০ সন পর্যন্ত নিরীক্ষা ০৩/০১/২০২১ হতে ১১-০১-২০২১ পর্যন্ত সময়ে চলমান)	(১) ডেজিং কাজের স্পয়েল আর্থ ব্যবহার না করে কেরিড আর্থের সরবরাহ মূল্য পরিশোধ করায় বোর্ড ৯৯,১৪,৩৩৫/- টাকা সাশ্রয় হতে বঞ্চিত।	ড্রেজিংকতৃ বালু দিয়ে ভাঙ্গন কবলিত নদীতীরে বালু ভরাটের মাধ্যমে পরিকল্পনা মাফিক একটি ৩২০ কি:মি: X ৪০ মিটার ক্রসবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। সিংড়াবাড়ী স্পার-২ এর স্যাংক পুনরাকৃতিকরণে কারিগরি দিক বিবেচনায় ক্যারিড আর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন।
	(২) যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে সিরাজগঞ্জ জেলা সংরক্ষণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ডিপিপি/আরডিপিপিতে উল্লিখিত ব্যয় অপেক্ষা ৪,৯৮,২৫,৭৪৮.৬১	ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ডিপিপি'তে সংস্থান ছিল ২.৮০ কোটি টাকা কিন্তু জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে অধিগ্রহণ বাবদ মূল্য চাওয়া হয় ৭.৭৮ কোটি টাকা। অধিগ্রহনের অবশিষ্ট/অতিরিক্ত ৪,৯৮,২৫,৭৪৮.৬১ টাকা যথাযথ কর্তপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ডের অনুন্নয়ন রাজস্ব

	টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।	খাত থেকে প্রদান করা হয়েছে। আপত্তিটি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	(৩) চর অপসারণ/নদী ড্রেজিং কাজের ডিসপোজাল মাটির দৃশ্যতো কোন প্রমাণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধের কারণে ১৮,১৭,৪১,৫৭০/- টাকার অপচয়।	ড্রেজিং প্যাকেজের মাধ্যমে ড্রেজিংকৃত বালু পরিকল্পিতভাবে মেগাই স্পার-১ এর ভাটিতে এবং ভাঙ্গন কবলিত মেঘাই হতে খুদবান্দি পর্যন্ত নদীর পশ্চিম তীরের নীচু জমি এবং নদীর তীরে ফেলা হয়। চর অপসারণে ফলে নদীর মূল প্রবাহ দুরে সরে যাওয়ার কারণে প্রকল্প এলাকার নদীভাঙ্গন হ্রাস পেয়েছে। আপত্তিটি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে নিম্মোক্ত ০২ (দুই) জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন:

কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
সৈয়দ হাসান ইমাম পিইঞ্জ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১৩-১১-২০১৭ হতে ২৩-০১-২০১৯
তারিক আবদুল্লাহ আল ফায়াজ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৩-০১-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২০

১৭। **Procurement of Works-এর উপর তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহবান এবং মূল্যায়ন, NOA এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে। প্রক্রিয়মেন্ট সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র যাচাই করা হয়। প্রকল্প এর আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

প্যাকেজসমূহ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			চুক্তির অনুযায়ী	প্রকৃত	
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৩.৩০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪৩.৭০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণকাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-০১, দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৭৩	২৭-১১-২০১৭ ২০৭১.১০	০৭-০২-২০১৮ ১৮৬৩.৯৯	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ৯৭.৫৮ %

প্যাকেজসমূহ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			চুক্তির অনুযায়ী	প্রকৃত	
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণপ্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৩.৭০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪৪.১০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণকাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-০২, দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৭৪	২৭-১১-২০১৭ ২০৭১.২৯	১২-০২-২০১৮ ১৮৬৪.১৬	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণপ্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৪.১০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪৪.৫০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণকাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-০৩, দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৭৫	২৭-১১-২০১৭ ২০৭১.২৪	০৮-০২-২০১৮ ১৮৬৪.১২	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণপ্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৪.৫০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪৪.৯০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণকাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-০৪, দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৭৬	২৭-১১-২০১৭ ২০৭১.১৩	০৮-০২-২০১৮ ১৮৬৪.০২	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণপ্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫০.৯০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫১.৩০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণকাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-০৫, দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৭৮	২৭-১১-২০১৭ ২০৭১.২৩	১২-০২-২০১৮ ১৮৬৪.১৭ (২০৫২.৪৪)	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণপ্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫১.৩০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫১.৭০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণকাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-০৬, দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৭৯	২৭-১১-২০১৭ ২০৭১.৩০	০৮-০২-২০১৮ ১৮৬৪.১০ (১৯৭৬.৮৭)	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫১.৭০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫২.১০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর	২৭-১১-২০১৭ ২০৭১.২৭	১২-০২-২০১৮ ১৮৬৪.১৪	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ১০০%

প্যাকেজসমূহ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			চুক্তির অনুযায়ী	প্রকৃত	
সংরক্ষণকাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-০৭, দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৮০		(২০০৫.৮৩)			
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণপ্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫২.১০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫২.৫০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-০৮, দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৮১	২৭-১১-২০১৭ ২০৭১.৩২	০২-০২-২০১৮ ১৮৬৪.১৮ (১৯৪৯.৩৩)	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ৯৯.২৯ %
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫২.৫০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫২.৯০০ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-০৯, দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৮২	২৭-১১-২০১৭ ২০৭০.৫৭	১২-০২-২০১৮ ১৮৬৩.৫১	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫২.৯০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫৩.৩০০ পর্যমত্ম = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-১০, দরপত্র আইডি নং-১৪১৭৮৩	২৭-১১-২০১৭ ২০৭০.৯০	২৫-০২-২০১৮ ১৮৬৩.৮১	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৩৯.০০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪৮.০০০ পর্যন্ত = ৯.০০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনর্বাসন কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-১১, দরপত্র আইডি নং-১৪৩৮৪৪	০৪-১২-২০১৭ ৪৫৮.১৩	১৩-০২-২০১৮ ৪১২.৩১	২০-০৬-১৮	২০-০৬-১৮	অগ্রগতি ৮২.২৯ %
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫১.২০০ হতে কিঃ মিঃ ১৫৩.২০০ পর্যন্ত = ২.০০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনর্বাসন কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-১২, দরপত্র আইডি নং-১৪৩৮৪৫	০৪-১২-২০১৭ ৯২.৮১	১২-০৩-২০১৮ ৮৩.৫২	২০-০৬-১৮	২০-০৬-১৮	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা	০৪-১২-	২০-০২-	২০-০৬-	২০-০৬-	অগ্রগতি ৬০.০৯

প্যাকেজসমূহ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			চুক্তির অনুযায়ী	প্রকৃত	
সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫৬.০০০ হতে কিঃ মিঃ ১৬৫.০০০ পর্যন্ত = ৯.০০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনর্বাসন কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-১৩, দরপত্র আইডি নং-১৪৩৮৪৬	২০১৭ ৩৪৯.৮৩	২০১৮ ৩১৪.৮৪	১৮	১৮	%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৭৭.০০০ হতে কিঃ মিঃ ১৯৬.০০০ পর্যন্ত = ১৯.০০০ কিঃ মিঃ এবং কিঃ মিঃ ২০২.০০০ হতে কিঃ মিঃ ২০৩.০০০ পর্যন্ত = ১.০০০ কিঃ মিঃ সর্বমোট ২০.০০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনর্বাসন কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-১৪, দরপত্র আইডি নং-১৪৩৮৪৭	০৪-১২-২০১৭ ১৪৯.৮৫	২০-০২-২০১৮ ১৩৪.৮৬	২০-০৬-১৮	২০-০৬-১৮	অগ্রগতি ৯৭.৮৬ %
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫৭.৭৬০ তে সিমলা স্পার-২ শক্তিশালীকরণ ও পুনর্বাসন কাজ। প্যাকেজ নং-কেএসএসআর-১৫, দরপত্র আইডি নং-১৪৩৮৪৮	০৪-১২-২০১৭ ৫০০.৫৭	২০-০২-২০১৮ ৪৫০.৫২	২৮-০৬-১৮	২৮-০৬-১৮	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪১.৭৬০ তে মেঘাই স্পার-১ শক্তিশালীকরণ ও পুনর্বাসন কাজ। প্যাকেজ নং-কেএমএসআর-১৬, দরপত্র আইডি নং-১৭৭০১৩	১৮-০৩-২০১৮ ৯৭৬.৬৫	০৬-০৬-২০১৮ ৮৭৮.৯৮	৩১-০৩-১৯	৩১-০৩-১৯	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৮.৯৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৪৯.৩৪৫ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-২০, দরপত্র আইডি নং-২৯৪১৪৯	১২-০৩-২০১৯ ২৬২৯.৩৯	১৭-০৬-২০১৯ ২৩৬৬.৪৬ (২৬২৯.৩৮)	১৩-০৬-২০	১৩-০৬-২০	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৯.৩৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৪৯.৭৪৫ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর	১২-০৩-২০১৯ ২৬২৮.৩৮	১৭-০৬-২০১৯ ২৩৬৫.৫৪	১৩-০৬-২০	১৩-০৬-২০	অগ্রগতি ১০০%

প্যাকেজসমূহ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			চুক্তির অনুযায়ী	প্রকৃত	
সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-২১, দরপত্র আইডি নং-২৯৪৮০১		(২৬২৮.২৩)			
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৯.৭৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৫০.১৪৫ পর্যন্ত = ৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-২২, দরপত্র আইডি নং-২৯৫২০২	১২-০৩-২০১৯ ২৬২৮.৯১	১৭-০৬-২০১৯ ২৩৬৬.০২ (২৬২৮.৮৯)	১৭-০৬-২০	১৭-০৬-২০	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫০.১৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৫০.৪৪৫ পর্যন্ত = ৩০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-২৩, দরপত্র আইডি নং-২৯৪৫৭২	১২-০৩-২০১৯ ১৯৭২.১৪	১৭-০৬-২০১৯ ১৭৭৪.৯২ (১৯৭০.০৯)	১৯-০৬-২০	১৯-০৬-২০	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫০.৪৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৫০.৭৪৫ পর্যন্ত = ৩০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-২৪, দরপত্র আইডি নং-২৯৫২০৩	১২-০৩-২০১৯ ১৯৭৩.০৫	১৭-০৬-২০১৯ ১৭৭৫.৭৪ (১৯৭৩.০১)	১৯-০৬-২০	১৯-০৬-২০	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৫০.৭৪৫ হতে কিঃ মিঃ ১৫০.৯০০ পর্যন্ত = ১৫৫ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-কেপিডব্লিউ-২৫, দরপত্র আইডি নং-২৯৫২০৪	১২-০৩-২০১৯ ১০০২.২২	১৭-০৬-২০১৯ ৯০১.৯৯ (১০০২.০৫)	১৯-০৬-২০	১৯-০৬-২০	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৬.০০০ তে সিংড়াবাড়ী স্পার-১ শক্তিশালীকরণ ও পুনর্বাসন কাজ। প্যাকেজ নং-কেএসএসআর-১/২৬, দরপত্র আইডি নং-২৯৫৫৮৯	১২-০৩-২০১৯ ২০২৮.৪৪	১৬-০৬-২০১৯ ১৮২৫.৬০ (১৯৮৮.৩৮)	১১-০৬-২০	১১-০৬-২০	অগ্রগতি ১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর	১২-০৩-	১৭-০৬-	২৭-০৬-	২৭-০৬-	অগ্রগতি

প্যাকেজসমূহ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তিমূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			চুক্তির অনুযায়ী	প্রকৃত	
উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন বিআরই কিঃ মিঃ ১৪৮.০০০ তে সিংড়াবাড়ী স্পার-২ শক্তিশালীকরণ ও পুনর্বাসন কাজ। প্যাকেজ নং-কেএসএসআর-২/২৭, দরপত্র আইডি নং-২৯৫৫৯০	২০১৯ ২১০৬.৪৯	২০১৯ ১৮৯৫.৮৪ (২১০৬.৪২)	২০	২০	১০০%
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন মিটারেজ ০.০০ হতে মিটারেজ ৮০০০.০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে ২০০০ মিটার চর অপসারণ/নদী খনন কাজ। প্যাকেজ নং-কেডিডব্লিউএন-১৯ দরপত্র আইডি নং-৩২৯৪১৭	০৯-০৬-২০১৯ ২৯৮২.১২	০৩-১১-২০১৯ ২৬৮৩.৯১	৩০-০৪-২০	৩০-০৪-২০	অগ্রগতি ৭০.০০ %
যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্ধি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন মিটারেজ ৯৭৫০.০০ হতে মিটারেজ ১৮০০০.০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে ২০০০ মিটার চর অপসারণ/নদী খনন কাজ। প্যাকেজ নং-কেডিডব্লিউএন-২৮ দরপত্র আইডি নং-৩৬৩৯৮১	Original- ০৯-০৬-২০১৯ Re-tender- ২৫-০৯-২০১৯ ২৯৮২.১২	০১-১২-২০১৯ ২৬৮৩.৯১	৩০-০৫-২০	৩০-০৫-২০	অগ্রগতি ১০০%

১৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত:** প্রকল্প পরিদর্শকালে স্থানীয় কিছু জনগণের সাথে মত বিনিময়ের সময় তাঁরা জানান যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তারা উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডানতীরে খুদবান্দি-সিংড়াবাড়ী-শুভগাছা এলাকার ঘর-বাড়ি, আবাদি জমি, প্রকল্প এলাকার রাস্তা-ঘাট এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামো যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে অনেকাংশেই রক্ষা পেয়েছে। নদী ভাঙ্গনের আশংকা থেকে নিরাপত্তা বোধ ফিরে এসেছে।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
➢ ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ যমুনা নদীর ভাঙ্গন এবং প্রকল্প এলাকার ২,৪৯,৭৯২.০০ হেক্টর জমি আকস্মিক বন্যা হতে রক্ষা।	➢ ৫.৯৫৫ কি:মি: নদীতীর সংরক্ষণ কাজ ও ৪০ কি:মি: বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ৪টি স্পার পুর্নবাসন ও চর-অপসারণর ফলে প্রকল্প এলাকায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধ হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকার জনগণের ২,৪৯,৭৯২.০০ হেক্টর জমি আকস্মিক বন্যা হতে রক্ষা পেয়েছে।

পরিকল্পিত	অর্জিত
➢ যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে ঘর-বাড়ি, কৃষি জমি, রাস্তা-ঘাট, স্কুল, মসজিদ, বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি স্থাপনা রক্ষা করা।	➢ প্রকল্প এলাকার জনগণের বসতভিটা, ভূমি ও সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
➢ নদীর গভীরতম স্রোতধারা নদীতীর থেকে দূরে রাখার চেষ্টার মাধ্যমে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা।	➢ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ এবং চর অপসারণের ফলে নদীর গতিপথ আপতত টেকসই এবং স্থায়ী করা সম্ভব হয়েছে।
➢ নদী ভাঙ্গনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার মাধ্যমে এলাকার সাধারণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।	➢ নদী ভাঙ্গন প্রবণতা রোধ হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে এবং জনসাধারণের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ ফিরে এসেছে।
➢ নদীতীর রক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার পরিবেশ এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা।	➢ পরিবেশের বিরূপ প্রভাব প্রশমন করা এবং প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

২০। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ:** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে তাই এটি একটি সফল প্রকল্প হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে।

২১। সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

২১.১। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রধান ৪টি অঙ্গের (১) স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ = ৫.৯৫৫ কি.মি; (২) বিআরই বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ = ৪০.০০ কি.মি.; (৩) স্পার পুনর্বাসন = ৪ টি এবং (৪) চর অপসারণ/নদী ড্রেজিং = ৪.০০ কি.মি. কাজ পরিদর্শনকালে পুনরাকৃতিকরণ বাঁধের কিছু অংশে রেইনকাট ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ অংশই ভালো অবস্থায় রয়েছে দেখা গেছে;

২১.২। প্রাকৃতিক কারণে ও ২০২০ সালের বন্যার কারণে তীর প্রতিরক্ষা কাজের সামান্য কিছু ব্লক ডেবে গেছে তবে সম্পাদিত কাজের গুণগতমান ভাল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

২১.৩। প্রকল্প এলাকার নদীতীর সংরক্ষণ কাজের দুই অংশের ভিতরে প্রায় ৬.০০ কি.মি. দৈর্ঘ্যে কোনো প্রকার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ না থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকা কিছুটা নদীভাঙ্গনের কবলে পড়ার আশংকা রয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়েছে;

২১.৪। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে কম ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে;

২১.৫। প্রায় সকল প্যাকেজেই চুক্তির নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ঠিকাদার প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছে;

২১.৬। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ২টি মোটরসাইকেল সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে ভালো ও সচল অবস্থায় রয়েছে। যা দপ্তরের টিওএন্ডই ভুক্ত করা রয়েছে; এবং

২১.৭। নানাবিধ সীমাবদ্ধতার করণে খননকৃত মাটির পরিমাণ যাচাই/মাপা সম্ভব হয়নি।

২২। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি।

২৩। সুপারিশ/মতামতঃ

২৩.১। প্রকল্প এলাকার নদীতীর সংরক্ষণ কাজের দুই অংশের ভিতরে প্রায় ৬.০০ কি.মি. দৈর্ঘ্যে কোনো প্রকার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ না থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকা কিছুটা নদীভাঙ্গনের কবলে পড়ার আশংকা রয়েছে।

২৩.২। সংরক্ষিত নদী তীরে এলাকার জনগণ যাতে নৌকা ভিড়ানোর সময় খুটি গেড়ে বা অন্যকোন ভাবে সম্পাদিত কাজ ক্ষতিগ্রস্ত না করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

২৩.৩। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩টি অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৫২,৫০,৮৮,২৪৬/- টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৩টি অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ২৪,১৪,৮১,৬৫৩/- টাকা। অডিট নিষ্পত্তির অগ্রগতি আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

২৩.৪। ক্রয়কৃত যানবহান ও সরঞ্জামাদি সংস্থার TO&E ভূক্ত করতে হবে; এবং

২৬.৫। সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭ নং কাজীরচর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙ্গন হতে রক্ষা শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

১.০ প্রকল্পের নাম : বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭ নং কাজীরচর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙ্গন হতে রক্ষা।

২.০ প্রকল্পের অবস্থান : উপজেলা- মুলাদী, জেলা- বরিশাল।

৩.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৪.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় : (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্তব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (জিওবি)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (জিওবি)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১০৮০.৯০	১০৮০.৯০	১০০৩.৯৯	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০	-	-

- বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত।

৬.০ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:

৬.১ পটভূমি: প্রকল্পটি বরিশাল জেলা সদর থেকে উত্তর-পূর্বে দিকে ৩০ কি.মি. দূরে মুলাদী উপজেলার ৭নং কাজিরচর ইউনিয়নে অবস্থিত। এ ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে কয়লা খাল প্রবাহিত। খালের এক প্রান্ত নয়া ভাঙ্গানি এবং অপর প্রান্ত আড়িয়ালখা নদীর সাথে সংযুক্ত। বিগত কয়েক বছরে জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়। ফলে কয়লা খালের পানি প্রবাহের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে খালের উভয় তীরে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। পাড় ভাঙ্গার এ সমস্যা দূর করার জন্য স্থানীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে "বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭ নং কাজীরচর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙ্গন হতে রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে খালের দু'পাশে ব্লক দিয়ে পাড় বাধাঁই করে খালটি'র উভয়পাশে থাকা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মার্কেট, গ্রামীন ব্যাংকসহ বিভিন্ন স্থাপনা বাড়িঘর জায়গা জমি ভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.২ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-

ক) প্রকল্প এলাকার ভাঙ্গন রোধ করা এবং সরকারি-বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

খ) বাহাদুরপুর গ্রাম, বাজার, উক্ত এলাকায় অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংক, প্রাথমিক/উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, ভিটেমাটি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি কয়লা খালের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা এবং

গ) আনুমানিক ৪৮০৯.০০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষা করা।

৭.০ পরিদর্শিত এলাকা: বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার কাজিরচর ইউনিয়ন।

৮.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ: বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৯.০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড/সাবকোড বর্ণনা	অংগভিত্তিক কাজের বিবরণ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) রাজস্ব							
১	৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	২.০০		২.০০	
২	৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	০.৩৫		০.৩০	
৩	৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০		২.০০	
৪	৪৮২৮	স্টেশনারি, সিল, স্ট্যাম্পস	থোক	০.৫০		০.৫০	
৫	৪৮৫১	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	২.০০		২.০০	
৬	৪৮৮৩	সম্মানী/ফি/ভাতা	থোক	২.০০		১.৯৫	
৭	৪৮৮৬	জরিপ ও অনুসন্ধান	থোক	০.৫০		০.৫০	
৮	৪৯০১	বিদ্যমান যানবাহন মেরামত	থোক	১.৫০		১.৫০	
	উপ-মোট (রাজস্ব)			১০.৮৫	১০০%	১০.৭৫	১০০%
(খ) মূলধন							
৯	৭০৮১	খালের পাড় বাঁধাই কাজ (কিঃমিঃ ১.৫০ থেকে কিঃমিঃ ৩.১০ = ১.৬০ X ২) = ৩.২০ কিঃমিঃ।	৩.২০ কিঃমিঃ	১০৬০.০৫	১০০%	৯৯৩.২৪	১০০%
	উপ-মোট (মূলধন)			১০৬০.০৫	১০০%	৯৯৩.২৪	১০০%
১০	-	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	৫.০০	১০০%	০.০০	০%
১১	-	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি	থোক	৫.০০	১০০%	০.০০	০%
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =				১০৮০.৯০	১০০%	১০০৩.৯৯	১০০%

১০.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত বরাদ্দ	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয়
২০১৭-২০১৮	৩৫১.৫৬	০.০০	-	-
২০১৮-২০১৯	৩৫১.০৬	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৪৭.৯৯
২০১৯-২০২০	৩৭৮.২৮	২৫৬.১০	২৫৬.১০	২৫৬.০০
মোট=	১০৮০.৯০	১০৫৬.১০	১০৫৬.১০	১০০৩.৯৯

(পিসিআর অনুযায়ী প্রদত্ত)

১১.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বের ধরণ	মেয়াদকাল
০১	জনাব মোহাম্মদ আবু সাইদ নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পওর বিভাগ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।	অতিরিক্ত	০৩/০৭/২০১৮ হতে ০৮/০৯/২০১৯
০২	জনাব উজ্জল কুমার সেন নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পওর বিভাগ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল। মোবাইল: ০১৯১১৪৫৯৪৩২	অতিরিক্ত	৩১/১২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২০

১২.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিশ্লেষণ: প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ কয়লা খালের উভয় পাড় কংক্রিট ব্লক দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে। এর মধ্যে প্লেসিংকৃত ব্লকের সংখ্যা ১,২৬,৯২৪টি এবং ডাম্পিংকৃত ব্লকের সংখ্যা ৫২১১৫টি। প্লেসিংকৃত ব্লকের সাইজ ২০X৪০X৪০ সে.মি. আর ডাম্পিংকৃত ব্লকের সাইজ ৩৫X৩৫X৩৫ সে.মি.। ৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৩.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে :

(ক) মূল ডিপিপি ও মনিটরিং রিপোর্ট পর্যালোচনা;
(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;
(গ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন ও উপস্থিত উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা এবং
(ঘ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন:

উদ্দেশ্যে	অর্জন
প্রকল্প এলাকার ভাঙ্গন রোধ করা এবং সরকারি-বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।	কয়লা খালের উভয় পাড় ব্লক দিয়ে বাঁধাই করায় ভাঙ্গন রোধ হয়েছে। এর ফলে সরকারি-বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।
বাহাদুরপুর গ্রাম, বাজার, উক্ত এলাকায় অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংক, প্রাথমিক/উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, ভিটেমাটি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি কয়লা খালের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা।	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাহাদুরপুর গ্রাম, বাজার, উক্ত এলাকায় অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংক, প্রাথমিক/উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, ভিটেমাটি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি কয়লা খালের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পেয়েছে।
আনুমানিক ৪৮০৯.০০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষা করা।	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুমানিক ৪৮০৯.০০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে।

১৫.০ প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব:

(ক) **প্রত্যক্ষ প্রভাব:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মুলাদি উপজেলার ৭নং কাজিরচর ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামকে কয়লা খালের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা গিয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকায় ১৬০ হেক্টর কৃষিজমি, কাজিরচর ইউনিয়নে থাকা গ্রামীন ব্যাংক ভবন, মার্কেট, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাড়িঘর জায়গা জমিসহ মোট ৪৮০৯ লক্ষ টাকার সম্পত্তি কয়লা নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পেয়েছে।

(খ) **পরোক্ষ প্রভাব:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে খালের উভয় তীরের ভূমি ক্ষয় এবং ভাঙ্গনের ভয়াবহতার ঝুকি হ্রাস করেছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে, জনসাধারণ নির্বিঘ্নে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হতে পারছে। বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন অবকাঠামোর নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থায়িত্ব বেড়েছে, স্থানীয় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ভূমিহীন এবং গৃহহীন হওয়ার প্রবণতা কমেছে; ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার; আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৬.০ অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য :

ক) মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসিআর এ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কোন অডিট আপত্তি পাওয়া যায়নি মর্মে উল্লেখ আছে। অডিট দপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত পত্র দেখতে চাইলে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে জানানো হয় যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নিরীক্ষা দপ্তর থেকে অডিট করা হলেও অডিটরগণ সিলেকটিভ কিছু প্রকল্প দেখে আপত্তি দিয়েছেন। অডিটকালে বিবেচ্য প্রকল্পটির কোন হিসাব অডিটরগণ দেখেন নাই।

খ) বর্তমানে ০৩/১০/২০২১ তারিখ থেকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্য্যালয়, বরিশাল এর ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটির বিগত সময়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম চলমান অডিটের আওতায় এনে তা সম্পন্ন করতঃ প্রাপ্ত অডিট আপত্তির বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে আইএমই বিভাগকে জানাতে নির্বাহী প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৭.০। মনিটরিং : সমাপ্ত প্রকল্পটিতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের নিম্ন বর্নিত কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেছেন:

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শন এলাকা
১	জনাব উপমা আক্তার, উপপরিচালক	৩১/০১/২০২০	মুলাদী উপজেলার প্রকল্প এলাকা

১৮.০ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি: (Procurement of Goods, Works and Consultancy Services): প্রকল্পের ক্রয়পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩টি কার্যের জন্য মোট ৩টি প্যাকেজে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য যে ক্রয়পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্য এবং সেবা খাতে কোন প্যাকেজ ছিল না। এগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ:

Description of procurement (as per bid document)	Tender Cost (in lakh Taka)		Tender		Date of completion	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/L.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
(A) Capital Component (Construction Works): OTM						
Bank protection work of Bahadurpur village in 7 no. kazirchar union from	347.66	343.94	19.07.2018	17.09.2018	30.06.2020	30.06.2020

Description of procurement (as per bid document)	Tender Cost (in lakh Taka)		Tender		Date of completion	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/L.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
erosion of the Koyla canal at Muladi Upazila in Barisal District from km 1.500 to km 2.025 = 0.525km X 2= 1.050km Under Barisal O&M Division, BWDB, Barisal During the Year 2018-19 & 2019-20. **Package No: M-W-01 Tender ID No: 213060**						
Bank protection work of Bahadurpur village in 7 no. kazirchar union from erosion of the Koyla canal at MuladiUpazila in Barisal District from km 2.025 to km 2.550 =	347.66	343.94	19.07.2018	17.09.2018	30.06.2020	30.06.2020

Description of procurement (as per bid document)	Tender Cost (in lakh Taka)		Tender		Date of completion	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/L.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
0.525km X 2= 1.050km Under Barisal O&M Division, BWDB, Barisal During the Year 2018-19 & 2019-20. **Package No: M-W-02 Tender ID No.: 213063**						
Bank protection work of Bahadurpur village in 7 no. kazirchar union from erosion of the Koyla canal at MuladiUpazila in Barisal District from km 2.550 to km 3.100 = 0.550km X 2= 1.100km Under Barisal O&M Division, BWDB, Barisal During the Year 2018-19 & 2019-20.	364.73	359.91	22.07.2018	17.09.2018	30.06.2020	30.06.2020

Description of procurement (as per bid document)	Tender Cost (in lakh Taka)		Tender		Date of completion	
	As per DPP	Contracted value	Invitation date	Contract signing/L.C opening date	As per contract	Actual
1	2	3	4	5	6	7
Package No: M-W-03 Tender ID No.: 213066						

(পিসিআর অনুযায়ী প্রদত্ত)

১৯.০ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ:

১৯.১ নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে কয়লা খালের পানি প্রবাহের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে উভয় তীরে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ায় ঝড়, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পায়। এ প্রেক্ষিতে "বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭ নং কাজীরচর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙ্গন হতে রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বরিশাল জেলার মুলাদি উপজেলার ৭নং কাজিরচর ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামের কয়লা খালের উভয় পাড় ভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯.২ প্রকল্পের আওতায় মূলত: কয়লা খালের উভয় পাড় কংক্রিট ব্লক দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে। এর মধ্যে প্লেসিংকৃত ব্লকের পাশাপাশি কিছু ব্লক ডাম্পিং করা হয়েছে। ভাটার সময় ডাম্পিংকৃত ব্লকগুলো দেখা যায়। প্লেসিংকৃত ব্লকের অনেক জায়গায় পলিমাটির লেয়ার দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে প্লেসিংকৃত ব্লকগুলো যথাস্থানে নেই, কিছু ব্লক মাটিতে ডেবে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপস্থিত পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ জানান ব্লকগুলো যথাযথভাবে প্লেসিং করা হয়েছিল তবে খালের পাশে থাকা রাস্তার পাশে গর্ত এবং নিচু জায়গা রয়েছে, এসব জায়গায় বৃষ্টির পানি জমা হয় এবং তা থেকে চুইয়ে খালে পানি আসার সময় ব্লকের নিচে থাকা মাটি/বালি ক্ষয়ে যাওয়ার ফলে ব্লকের লেভেল সমান থাকছে না। এজন্য বিপরীত দিকে থাকা গর্তগুলো ভরাট করতে হবে এবং পানি জমতে দেয়া যাবে না।

১৯.৩ প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে কয়লা খালের দু'পাশে ১৬০ হেক্টর কৃষিজমি ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পেয়েছে। তাছাড়া খালের উভয় তীরে থাকা ৪৮০৯ লক্ষ টাকার সরকারি বেসরকারি শিক্ষা ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খালের ভাঙ্গন থেকে ঝুকিমুক্ত হয়েছে।

১৯.৪ প্রকল্পের ক্রয়কার্য মোট ৩টি প্যাকেজে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। ৩টি ক্ষেত্রেই একজন ঠিকাদার, মেসার্স রূপালি কন্সট্রাকশন, বরিশাল নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড (NoA) পান। ৩টি ক্ষেত্রেই চুক্তি মোতাবেক কার্য সমাপ্তির তারিখ একই (৩০/০৬/২০২০) আবার কাজ সমাপ্তির প্রকৃত তারিখও একই (৩০/০৬/২০২০), যা স্বাভাবিক প্রতীয়মান হয়নি। এ বিষয়ে উপস্থিত পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ জানান যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ৩টি ক্ষেত্রেই ৪টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ হয়। এগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন রেসপনসিভ দরদাতা মেসার্স রূপালি কন্সট্রাকশন হওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। প্রকল্পের ৩টি প্যাকেজের কাজই ৩০/০৬/২০২০ তারিখের পূর্বে শেষ হয়েছে তবে ঠিকাদারের বিল ৩০/০৬/২০২০ তারিখে দেয়ার কারণে সবগুলো প্যাকেজে কাজ সমাপ্তির তারিখ একই দেখানো হয়েছে।

১৯.৫ প্রকল্প এলাকার বাহাদুরপুর গ্রাম এবং ডিক্রিরচর গ্রামের সুবিধাভোগিদের সাথে আলোচনায় জানা যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পূর্বে খালের উভয় তীর ভাঙ্গনের ফলে কোন রাস্তা রাখা যেত না। ভাঙ্গন বন্ধ হওয়ায় খালের উভয় পাশে বর্তমানে এলজিইডি কর্তৃক পাকা রাস্তা হয়েছে। এর ফলে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি বেড়েছে, গ্রামের বেকার যুবরা রিক্সা/ভ্যান চালানোসহ অন্যান্য খাতে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারছে। খালের দু'পাশে ব্লক থাকায় এবং দু'পাশেই রাস্তা করায় আশে পাশের জায়গার স্থায়িত্ব বেড়েছে, এতে জমির দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সব মিলিয়ে আশে পাশের জনসাধারণের জীবনমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯.৬ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীন দারিদ্রের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে নদী ভাঙ্গন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কয়লা খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন বন্ধ হয়েছে যা স্থানীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২০.০। চিত্রসহ ছবির বর্ণনা :

চিত্র	বর্ণনা
	"বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭ নং কাজীরচর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙ্গন হতে রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল এর নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপবিভাগীয় প্রকৌশলীসহ।
	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কংক্রিটের ব্লক দিয়ে বাধাঁই করা কয়লা খালের একাংশ।
	প্রকল্পের আওতায় ব্লক দিয়ে বাধাঁই করা কয়লা খালের বিভিন্ন অংশ।

	"বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭ নং কাজীরচর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙ্গন হতে রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এর প্রভাব নিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা।
	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বাধেঁর অনেক অংশে প্লেসিংকৃত ব্লকগুলো যথাযথ স্থানে নেই, কিছু ব্লক মাটিতে ডেবে গিয়েছে।

২১.০। মতামত/সুপারিশ:

২১.১ ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের সময় বাধেঁর বিপরীত পাশে সংযুক্ত গর্ত, নিচু জায়গা ভরাট করে নিতে হবে;

২১.২ বৃষ্টির পানি যাতে জমে না থাকে সেজন্য পানি নির্গমনের জন্য পর্যাপ্ত ড্রেইনেজ সিস্টেম রাখতে হবে;

২১.৩ খালের উভয় পাশে প্লেসিংকৃত ব্লকের মেনটেইনেন্স স্থানীয়ভাবে অথবা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করতে হবে;

২১.৪ এ প্রকল্পের মাধ্যমে কয়লা খালের উভয় পাড় কংক্রিট ব্লক দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে। এ ধরণের ছোট খালের ক্ষেত্রে ব্লক ডাম্পিং বাদ দিতে হবে;

২১.৫ প্রকল্পটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত উভয় পাশের সংরক্ষণ কাজের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য স্থানীয় অংশীজনকে এর রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে;

২১.৬ উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরশহর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০২০)

১। প্রকল্পের নাম : **মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরশহর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)।**

২। প্রকল্পের অবস্থান : ইউনিয়নঃ **চর মাদ্রাজ, উপজেলাঃ চরফ্যাশন, জেলাঃ ভোলা**

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট(প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০৯০৪.০০	২৭৭৯৭.৫৮	২৬৩১০.৮৪	জুলাই'২০১৬ হতে জুন'২০১৯	জুলাই'২০১৬ হতে জুন'২০২০	জুলাই'২০১৬ হতে জুন'২০২০	৫৪০৬.৮৪ (+)২৫.৮৭%	১২ মাস (+)৩৩.৩৩%

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন:

প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ (লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)রাজস্ব ব্যয়:						
	সরবরাহ ও সেবাঃ					
(১)	জরিপ এবং অনুসন্ধান	থোক	থোক	৮.০০	১০০%	৮.০০ (১০০%)
(২)	পেট্রল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	১১.০০	১০০%	১১.০০ (১০০%)
(৩)	স্টেশনারি, সীল এবং স্ট্যাম্প	থোক	থোক	৬.০০	১০০%	৬.০০ (১০০%)
(৪)	বিজ্ঞাপন এবং প্রকাশনা	থোক	থোক	৪.০০	১০০%	৪.০০ (১০০%)
(৫)	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	থোক	থোক	৮.০০	১০০%	৮.০০ (১০০%)
(৬)	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও প্রগ্রেস মনিটরিং	থোক	থোক	১২.০০	১০০%	১২.০০

প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ (লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
						(১০০%)
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ					
(৭)	মোটর যান (৩টি কার ও ১টি মটরসাইকেল)	থোক	থোক	৫.০০	১০০%	৫.০০ (১০০%)
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়):			৫৪.০০		৫৪.০০ (১০০%)
(খ) মুলধন সংগ্রহঃ						
	সম্পদ সংগ্রহ					
(৮)	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	২টি	৩.৫০	২টি (১০০%)	৩.৫০ (১০০%)
(৯)	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	১টি	০.৫০	১টি (১০০%)	০.৫০(১০০%)
	ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুইপমেন্ট					
	(ক) এডিসিপি	সংখ্যা	১টি	৩৫.০০	১টি (১০০%)	৩৫.০০ (১০০%)
	(খ) লেভেলিং মেশিন	সংখ্যা	১টি	১.০০	১টি (১০০%)	১.০০(১০০%)
	কম্পিউটার এবং যন্ত্রপাতি					
	(ক) ডেস্কটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	২টি	১.৫০	২টি (১০০%)	১.৫০ (১০০%)
	(খ) লেজার প্রিন্টার	সংখ্যা	২টি	১.৫০	২টি (১০০%)	১.৫০ (১০০%)
	(গ)ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১টি	২.০০	১টি (১০০%)	২.০০ (১০০%)
(১২)	**পূর্ত কাজঃ**					
	(ক) নদীতীর সংরক্ষণ (কিঃমিঃ ৯১.০০০ হতে কিঃমিঃ ৯৪.০০০) = মোট ৩.০০০ কিঃমিঃ)	কিঃ মিঃ	৩.০০০ কিঃমিঃ	২১৬১৩.০৮	৩.০০০ (১০০%)	২১১৪১.৭৫ (৯৭.৮২%)
	(খ) বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ (কিঃমিঃ ৯১.০০০ হতে কিঃমিঃ ৯৪.০০০) = মোট ৩.০০০ কিঃমিঃ)	কিঃ মিঃ	৩.০০০ কিঃমিঃ	৫৫৪০.৫০	৩.০০০ (১০০%)	৫০৭০.৩০ (৯১.৫১%)
	(গ) নদী ড্রেজিং	লঃঘঃ মিঃ	১.০০০ কিঃমিঃ (২.৬৬ লঃঘঃমিঃ)	৩৯৫.০০	বাপাউবো কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি ড্রেজিং কাজটি ফলপ্রসূ হবে না মর্মে মতামত প্রদান করেন। এতদপ্রেক্ষিতে ড্রেজিং কাজ	

প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ (লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
					করা হয়নি। এতে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ব্যহত হয়নি। প্রতিবেদন PCR-এ সংযুক্ত করা আছে।	
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):			২৭৫৯৩.৫৮		২৬২৫৬.৮৪ (৯৫.১৬%)
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি		-	-	৫০.০০	-	০.০০
(ঘ) প্রাইস কন্টিজেন্সি		-	-	১০০.০০	-	০.০০
সর্ব-মোট (ক+খ+গ+ঘ):				২৭৭৯৭.৫৮	৯৮% (*)	২৬৩১০.৮৪ (৯৪.৬৫%)

(*) কারিগরি কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ড্রেজিং কাজটি বাস্তবায়ন না করায় প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ১০০% কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি।

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ বাপাউবো কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটি আরডিপিপিতে সংস্থানকৃত মেঘনা নদীতে ১.০০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন না করার সুপারিশ প্রদান এবং তৎপ্রেক্ষিতে ড্রেজিং কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়নি। কারিগির কমিটির প্রতিবেদন PCR-এ সংযুক্ত করা হয়েছে। ড্রেজিং অঙ্গ ব্যতীত প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গের কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে জানা যায়।

৮। **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদেরমতামত গ্রহণ।

৯। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ:</u>

৯.১। প্রকল্পেরমূল উদ্দেশ্যঃ

- ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন চরফ্যাশন পৌর এলাকার সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, বসতবাড়ি, রাস্তা-ঘাট, কৃষি জমি মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা। এতে চরফ্যাশন উপজেলার প্রায় ১১৪৬৫০.০০ লক্ষ টাকার সম্পদ রক্ষা পাবে; এবং
- বিদ্যমান পোল্ডার সমূহের সুরক্ষার মাধ্যমে লবনাক্ত পানি প্রবেশ রোধ করে প্রকল্প এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষি ভিত্তিক কুটির শিল্পের প্রসারের মধ্যমে প্রকল্প এলাকার দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।

৯.২। **<u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u>** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত “চরফ্যাশন-মনপুরা শহর রক্ষা” প্রকল্পের আওতায় সমাপ্তকৃত তীর প্রতিরক্ষা কাজের ভাটিতে পোল্ডার নং ৫৬/৫৭ এর চেইনেজ কিঃমিঃ ৯১.০০ হতে কিঃমিঃ ৯৪.০০ পর্যন্ত ৩.০০০ কিঃমিঃ অংশে প্রমত্তা মেঘনার নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয়। ভাঙ্গানের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ চর

মাদ্রাজ ইউনিয়নের পাকা রাস্তা, একটি লঞ্চঘাট, বসতবাড়ি, কৃষি জমি ,কয়েকটি বরফ-কল,হাট-বাজার, স্কুল-কলেজসহ অসংখ্য সরকারী-বেসরকারিস্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।এ সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া, ORIO, Netherlands কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় ভোলা জেলার ৬টি এলাকাকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তন্মধ্যে ৬নং এলাকাটি আলোচ্য প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। উক্ত সমীক্ষা এবং কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

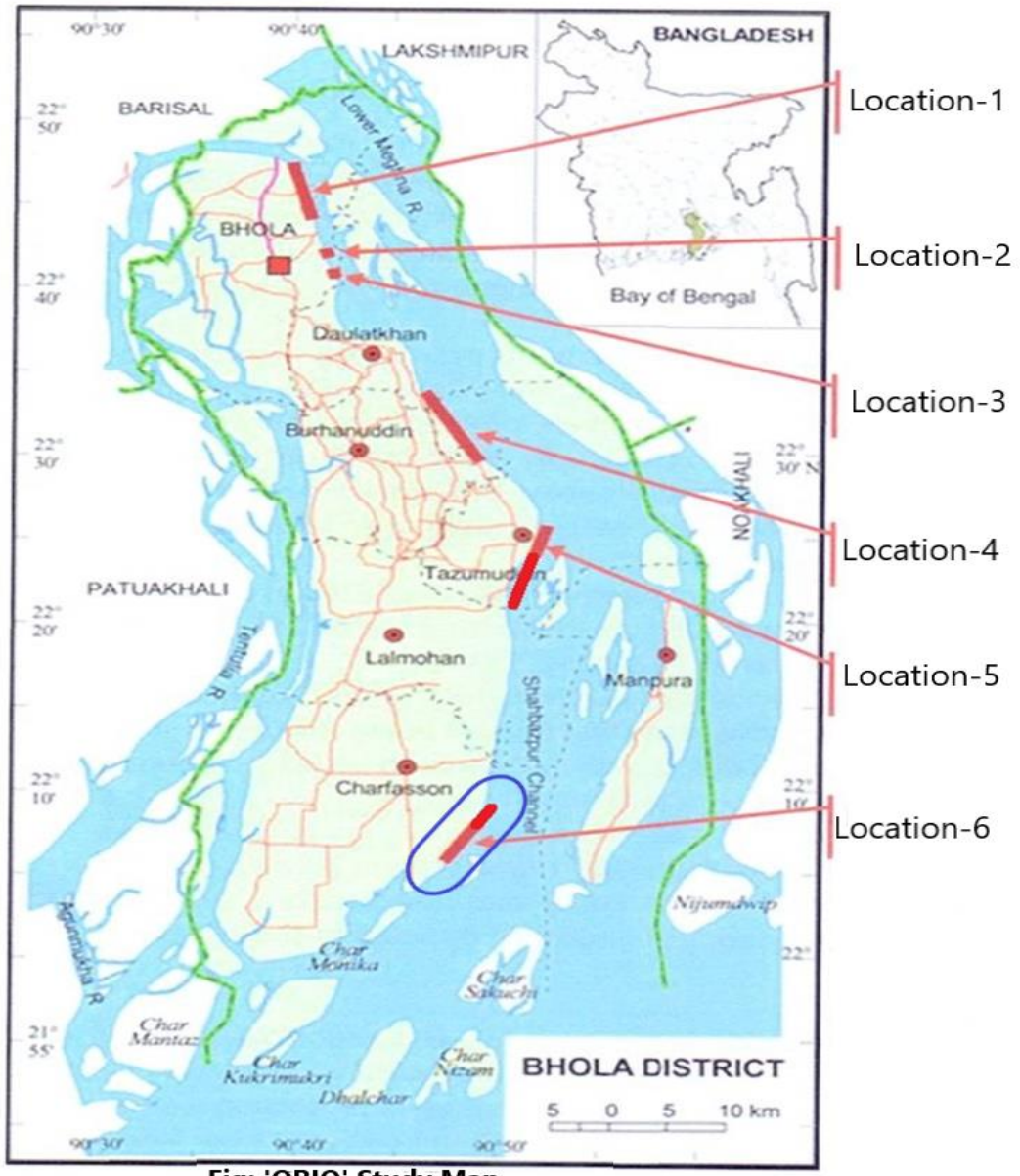


Fig: 'ORIO' Study Map

চিত্রঃ 'ORIO' ফিসিবিলিটি স্টাডি'র আলোকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান সমূহ।

১০। **<u>প্রকল্পের অনুমোদনঃ</u>** "মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরশহর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ১০-০৫-২০১৬তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ২০৯০৪.০০ লক্ষ টাকা এবংবাস্তবায়নকাল জুলাই'২০১৬ হতে জুন'২০১৯। পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি বিগত ০৯-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২৭৭৯৭.৫৮ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত বাস্তবায়নকাল জুলাই'২০১৬ হতে জুন'২০২০।

১১। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ** বিগত ২৪-০৯-২০২১ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যয়ন সেক্টর-৪ এর মহাপরিচালক, জনাব মোঃ আফজল হোসেন কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে মোঃ বাবুল আখতার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল, বাপাউবো, ভোলা এবং হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, চরফ্যাশন, ভোলা সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-১-৪: প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের খন্ড চিত্র।

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রধান অঙ্গসমূহ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সমাপ্ত কাজের পরিমাণ	অবশিষ্ট রয়েছে/ কাজ করা হয়নি
নদীতীর সংরক্ষণ	৩.০০০ কিঃমিঃ	৩.০০০ কিঃমিঃ	শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে
বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ	৩.০০০ কিঃমিঃ	৩.০০০ কিঃমিঃ	শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে

১৩। প্রকল্পেরবাস্তবায়ন উত্তোর কাজেরবর্তমান অবস্থাঃ পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজের নিম্নরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

১৩.১। নদী তীর সংরক্ষণঃ প্রকল্পটির আওতায় সর্বমোট ৩.০০০ কিঃমিঃনদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান ছিল, যা মফিজাবাদ থেকে শুরু হয়ে সাম্রাজের স্লুইস ঘাট পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। কাজ বাস্তবায়নে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক প্রতি মিটারে ৫০ ঘন মিটার হিসেবে সিসি ব্লক ২৮ মিটার প্রস্থে নদী তীর বরাবর টেঞ্চ ডম্পিং/ প্লেসিং করা হয়েছে; যা পরবর্তীতে নদী তার মরফোলজি অনুসারে অটো লাঞ্চিং এর মাধ্যমে স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা হিসেবে ভাঙ্গান প্রতিরোধ করবে। উক্ত কাজে ডাম্পিং ভলিউম হিসেবে ৪৫**X**৪৫**X**৪৫ সেঃমিঃ সাইজের ১৬,৭০,৩৮২ টি এবং পিচিং ব্লক হিসেবে ৪৫**X**৪৫**X**৩০ সেঃমিঃ সাইজের ৬০,৯০৪ টি সিসি ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। এ সকল সিসি ব্লক বাপাউবো টাস্কফোর্স গণনা এবং গুণগতমান যাচাই পরবর্তী তীর সংরক্ষণ কাজে স্থাপন করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। সমাপ্তকৃত পুরো ৩০০০ মিটার অংশ কাজের কোথাও ডেবে/নষ্ট হয়ে যায়নি মর্মে দেখা গেল। সার্বিক ভাবে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.১। **বাঁধের ঢাল সংরক্ষণঃ** প্রকল্পটির আওতায় নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের সমান্তরালে সর্বমোট ৩০০০ মিটার বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ/পুনঃনির্মাণসহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান ছিল। নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সাথে একীভূত করে মোট ১০টি প্যাকজের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) আহ্বানপূর্বক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজ বাস্তবায়নে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক বাঁধের উচ্চতা (+) ৬.০০ মিটার পিডাব্লিউডি, ক্রেস্টের প্রস্থ ৪.৩০ মিটার, River side-**এর** স্লোপ ১:৪ এবং Country side-এর সাইডের স্লোপ ১:২। অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ করা হয়েছে এবং বাঁধের দেশকূলের ঢালের টার্পিং ও বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজে পিচিং ব্লক হিসেবে ৪০**X**৪০**X**২০ সেঃমিঃ সাইজের ৩,০৩,৮০০ টি এবং ওয়েভ ব্রেকার হিসেবে ৪০**X**৪০**X**৪০ সেঃমিঃ সাইজের ১,৩২,৫৯৪ টি সিসি ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল সিসি ব্লকবাপাউবো টাস্কফোর্স গণনা এবং গুণগতমান যাচাই পরবর্তী তীর সংরক্ষণ কাজে স্থাপন করা হয়েছে মর্মে ও জানা যায়। পরিদর্শনকালে পুরো সমাপ্তকৃত ৩০০০ মিটার অংশ কাজের কোথাও ডেবে/নষ্টহয়ে যায় নি মর্মে দেখা গেছে। সার্বিক ভাবে বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণসহ ঢাল সংরক্ষণ কাজটিও সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

১৪। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত মোট ব্যয় ২৭৭৯৭.৫৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৬৩১০.৮৪ লক্ষ টাকা (৯৪.৬৫%) এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৯৮%।

১৫। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:**বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োজিত এবং কর্মরত জনবল প্রকল্প বাস্তবায়নের সরাসরি কাজ করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নতুন কোন জনবল নিয়োগের আবশ্যক হয়নি।

১৫.ক.অডিটসম্পাদনওআপত্তিনিষ্পত্তিসংক্রান্ততথ্য:

ক্রঃ নং	অডিট বছর	আপত্তি	অগ্রগতি/বর্তমান অবস্থা
১।	২০১৭-১৮ (সিএজি ক্রঃ ১২(১))	তৈরিকৃত সিসি ব্লক স্থাপন ও ডাম্পিং এর দূরত্ব ২০০ মিটারের বাইরে বিবেচনায় ধরে শ্রমিকের মজুরি প্রদান।	আপত্তি সিএজি'র ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের অডিট রিপোর্টভূক্ত ক্রমিক নং ১২(১)। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে আলোচনার জন্য নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রমাণকসহ অডিট পরিদপ্তর, বাপাউবো'তে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	২০১৮-১৯ (অগ্রীম অনুঃ ৫৬)	প্রাক্কলনের টেকনিক্যাল রিপোর্ট বহির্ভূত আইটেম সমূহ সংযুক্ত করে বিল পরিশোধ।	আপত্তি ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের পূর্ত অডিট এর অগ্রীম অনুচ্ছেদ নং-৫৬। আপত্তিরনিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	২০১৯-২০ (অগ্রীম অনুঃ ০৮)	চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঠিকা চুক্তির বিবিধ ঝুকির উপর বীমা না করায় সরকারের ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	বীমা প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের জমাকৃত জামানত হতে ২৩,৪৪,৬৭০ টাকা কর্তনপূর্বক চালানের মাধ্যেমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে (প্রমাণক নথিতে রক্ষিত আছে) এবং আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪।	২০১৯-২০ (অগ্রীম অনুঃ ২২)	টাস্কফোর্স গণনার প্রত্যয়ন ও টেস্ট রিপোর্ট ব্যতীত অনিয়মিতভাবে সিসি ব্লকের মূল্য পরিশোধ।	তৈরিকৃত সকল সিসি ব্লক বাপাউবো টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনার প্রত্যয়ন এবং গুণগতমান নিশ্চিতপূর্বক বিল প্রদান করা হয়েছে (প্রমাণক নথিতে রক্ষিত আছে) এবং আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

* সংশ্লিষ্ট অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রকল্পের সাথে একত্রে অডিট হয়েছে এবং আপত্তি দেওয়া হয়েছে। আইটেম ওয়ারী আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি।

১৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিততথ্যঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে (জুলাই'২০১৬ হতে জুন'২০২০ পর্যন্ত) মোট ০৫ জনকর্মকর্তা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকদের তথ্য দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কালীন
১।	মোঃ সাজিদুর রহমান সরদার	প্রধান প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১০-০৮-২০১৬ হতে ২৩-১০-২০১৮
২।	এ কে এম ওয়াহেদ চৌধুরী	প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	২৪-১০-২০১৮ হতে ০৭-১১-২০১৮
৩।	মোঃ জুলফিকার আলী হাওলাদার	প্রধান প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৮-১১-২০১৮ হতে ২০-০৫-২০২০
৪।	মোঃ শফি উদ্দিন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌঃ	খন্ডকালীন	২১-০৫-২০২০ হতে ২৭-০৫-২০২০
৫।	মোঃ হারুন-অর-রশিদ	অতিঃ প্রধান প্রকৌঃ	পূর্ণকালীন	২৮-০৫-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২০

১৭। **Procurement of Works এর উপর তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ভৌত কাজের জন্য সর্বমোট ১১টি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল; যার মধ্যে নদীতীর প্রতিরক্ষা এবং বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজের জন্য ১০টি এবং ১টি ড্রেজিং কাজের জন্য নির্ধারিত। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত কারিগরী কমিটি ড্রেজিং কাজটি ফলপ্রসূ হবে না মর্মে সুপারিশ প্রদান করায় কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়নি (কমিটির রিপোর্ট PCR-এর সাথে সংযুক্ত)। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্টেও ডিটেইল্ড স্টাডি ব্যতিত বিচ্ছিন্নভাবে ড্রেজিং করা সমীচিন হবে না মর্মে সুপারিশ/মতামতেও উল্লেখ করা হয়েছে। নদীতীর প্রতিরক্ষা এবং বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজের সকল প্যাকেজের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ঠিকাদার নির্বাচিত করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহবান এবং মূল্যায়ন, NOA এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্প এর আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের তথ্যঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
১।	Slope Protection of Embankment with Bank Revetment Work at Charfession from Km 91.000 to Km 91.250 = 250.00 m of Polder 56/57 in c/w ''Protection of Charfession Pourasava Town from the Erosion of Meghna River in Bhola District'' during the year 2016-2017 (Package No.Works - 1/2016-2017).	২৫০ মিঃ	মূল: ১৯৭৯.৮৮ ১ম সংশোধিত ২১৬৩.৯৫	২১৬৩.৯৫	৬০/০৬/২০	২০/০৫/২০	২১০৯.৭৪	কাজ সমাপ্ত।
২।	Slope Protection of Embankment with Bank Revetment Work at Charfession from Km 91.250 to Km 91.500 = 250.00 m of Polder 56/57 in c/w ''Protection of Charfession Pourasava	২৫০ মিঃ	মূল: ১৯৮৭.৫০ ১ম সংশোধিত ২১৭০.৭৬	২১৭০.৭৬	৬০/০৬/২০	২৩/০৬/২০	২০৬৯.৩০	কাজ সমাপ্ত।

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
	Town from the Erosion of Meghna River in Bhola District'' during the year 2016-2017 (Package No. Works-2/2016-2017).							
৩।	Slope Protection of Embankment with Bank Revetment Work at Charfession from Km 91.500 to Km 91.800 = 300 m of Polder 56/57 in c/w ''Protection of Charfession Pourasava Town from the Erosion of Meghna River in Bhola District'' during the year 2016-2017 (Package No.Works - 3/2016-2017).	৩০০ মিঃ	মূল: ২৩৮৫.০০ ১ম সংশোধিত ২৫৫৯.৩০	২৫৫৯.৩০	৩০/০৬/২০	১০/০৫/২০	২৪৪১.৫০	কাজ সমাপ্ত।
৪।	Slope Protection of Embankment with Bank Revetment Work at Charfession from Km 91.800 to Km 92.100 = 300 m of Polder 56/57 in c/w ''Protection of Charfession Pourasava Town from the Erosion of Meghna River in Bhola District'' during the year 2016-2017 (Package No.Works - 4/2016-2017).	৩০০ মিঃ	মূল: ২৩৮৫.০০ ১ম সংশোধিত ২৫৯০.৯৩	২৫৯০.৯৪	৩০/০৬/২০	০৭/০৬/২০	২৪৭৮.৮৪	কাজ সমাপ্ত।

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
৫।	Slope Protection of Embankment with Bank Revetment Work at Charfession from Km 92.100 to Km 92.300 = 200.00 m of Polder 56/57 in c/w ''Protection of Charfession Pourasava Town from the Erosion of Meghna River in Bhola District'' during the year 2016-2017 (Package No.Works-5/2016-2017).	২০০ মিঃ	মূল: ১৫৯০.০০ ১ম সংশোধিত ১৭২৭.৫৫	১৭২৭.৫৫	৬০/০৬/২০	২৬/০৬/২০	১৬৫৬.৩৩	কাজ সমাপ্ত।
৬।	“Slope Protection of Embankment with Bank Revetment Work at Charfession from Km 92.300 to Km 92.600 = 300.00 m of Polder 56/57 in c/w ''Protection of Charfession Pourasava Town from the Erosion of Meghna River in Bhola District'' during the year 2016-2017 (Package No.Works-6/2017-2018).	৩০০ মিঃ	মূল: ২৩৮৫.০০ ১ম সংশোধিত ২৭৯৮.২৯	২৭৯৮.২৯	৩০/০৬/২০	১৫/০৪/২০	২৬৫৮.৩৯	কাজ সমাপ্ত।
৭।	Slope Protection of Embankment with Bank Revetment Work at Charfession from Km	৩০০ মিঃ	মূল: ২৩৮৫.০০	২৭৮৭.৫৯	৩০/০৬/২০	১৬/০৬/২০	২৬১৬.৮৪	কাজ সমাপ্ত।

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
	92.600 to Km 92.900 = 300.00 m of Polder 56/57 in c/w ''Protection of Charfession Pourasava Town from the Erosion of Meghna River in Bhola District'' during the year 2016-2017 (Package No.Works - 7/2017-2018).		১ম সংশোধিত ২৭৮৭.৫৯					
৮।	Slope Protection of Embankment with Bank Revetment Work at Charfession from Km 92.900 to Km 93.200 = 300.00 m of Polder 56/57 in c/w ''Protection of Charfession Pourasava Town from the Erosion of Meghna River in Bhola District'' during the year 2016-2017 (Package No.Works-8/2017-2018).	৩০০ মিঃ	মূল: ২৩৮৫.০০ ১ম সংশোধিত ২৭৯০.৯০	২৭৯০.৯০	৩০/০৬/২০	২১/০৬/২০	২৬৫০.৩৪	কাজ সমাপ্ত।
৯।	Slope Protection of Embankment with Bank Revetment Work at Charfession from Km 93.200 to Km 93.500 = 300 m of Polder 56/57 in c/w ''Protection of Charfession Pourasava	৩০০ মিঃ	মূল: ২৩৮৫.০০ ১ম সংশোধিত ২৮৩৪.৮৬	২৮২১.২৪	৩০/০৬/২০	২৮/০৬/২০	২৮১৭.৩৫	কাজ সমাপ্ত।

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
	Town from the Erosion of Mehgna River in Bhola District'' (Package No.Works - 09/2017-2018).							
১০।	Slope Protection of Embankment with Bank Revetment Work at Charfession from Km 93.500 to Km 94.000 = 500.00 m of Polder 56/57 in c/w ''Protection of Charfession Pourasava Town from the Erosion of Mehgna River in Bhola District'' during the year 2016-2017(Package No.Works-10/2017-2018).	৫০০ মিঃ	মূল: ৪২৫.০০ ১ম সংশোধিত ৪৭২৯.৪৫	৪৭২৫.৫৭	৩০/০৬/২০	২৯/০৬/২০	৪৭১৩.২২	কাজ সমাপ্ত।

১৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত:** এলাকার জনগণের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত নদীতীর প্রতিরক্ষা বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার মফিজাবাদ হতে সাম্রাজ মাছঘাট এলাকা ভাঙ্গন রোধ হয়েছে। ফলে অত্র এলাকায় ব্যাক্তি পর্যায়ের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপ্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে প্রকল্প এলাকার সাম্রাজ স্লুইস সংলগ্ন এলাকায় ভোলা জেলার সর্ব বৃহৎ মাছঘাট গড়ে উঠে; যা অত্র এলাকার জন সাধারণের জীবনমানের পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে।

১৯।প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন চরফ্যাশন পৌর এলাকার সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ, স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা, বসতবাড়ি,	নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ অনেকাংশেই সম্ভব হয়েছে। ফলে মেঘনা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গন হতে প্রকল্প এলাকার স্কুল-কলেজ, মসজিদ-

পরিকল্পিত	অর্জিত
রাস্তা-ঘাট, কৃষি জমি মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা। এতে চরফ্যাশন উপজেলার প্রায় ১১৪৬৫০.০০ লক্ষ টাকার সম্পদ রক্ষা পাবে।	মাদ্রাসা, ঘরবাড়ি, রাস্তাসহ অনেক স্থাপনা রক্ষা পেয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গনের ঝুঁকি হ্রাস পাওয়ায় জনগণের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। এইকই সাথে প্রকল্প এলাকায় ব্যাক্তি পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। তাছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর তীর সংরক্ষণ কাজ সন্নিহিত সামরাজ এলাকায় বৃহৎ মৎস্য বিপনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অনেকগুলো মৎস্য আড়ৎসহ বেশ কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে মর্মে জানা যায়।
বিদ্যমান পোল্ডার সমূহের সুরক্ষার মাধ্যমে লবনাক্ত পানি প্রবেশ রোধ করে প্রকল্প এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষি ভিত্তিক কুটির শিল্পের প্রসারের মধ্যমে প্রকল্প এলাকার দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা।	অত্র প্রকল্পের আওতায় বাঁধ পুন:রাকৃতিকরণ/পুন:নির্মাণসহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যমান পোল্ডার সমূহের সুরক্ষার মাধ্যমে লবনাক্ত পানি প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছ। ফলে প্রকল্প এলাকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের আয়-রোজগারের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** কারিগরি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ড্রেজিং কাজটি বাস্তবায়ন না করা হলেও প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ নদীতীর সংরক্ষণ ও বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২১। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

২১.১। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুরো ৩.০০০ কিঃমি অংশ পরিদর্শনকালে ভালো অবস্থায় রয়েছে দেখা গেছে। নদীতীর সংরক্ষণ কাজে সিসি ব্লক দ্বারা ট্রেঞ্চ ডাম্পিং-এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ব্লক সমূহ নদীতীর বরাবর সুশৃংখল ভাবে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক ট্রেঞ্চ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পুরো ৩০০০ মিটার অংশ কাজের কোথাও ডেবে/নষ্ট যায়নি এবং সার্বিক ভাবে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া সম্পাদিত কাজের গুণগতমান ভাল হয়েছে মর্মে ও প্রতীয়মান হয়েছে।

২১.২। প্রকল্পের আরেকটি প্রধান অঙ্গ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজের পুরো ৩.০০০ কিঃমি অংশও পরিদর্শনকালে ভালো অবস্থায় রয়েছে দেখা গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ/নাজুক বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ/পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বাঁধের নদীকূলে সিসি ব্লক স্থাপন ও দেশকূলে বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস এবং অনুন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বৃক্ষরোপণ করা হয়। বাঁধের কোথায়ও স্লোপ ধস/নষ্ট হয়ে যায়নি। সার্বিক ভাবে বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণসহ ঢাল সংরক্ষণ কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া সম্পাদিত কাজের গুণগতমান ভাল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২১.৩। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ১ (এক) বার ডিপিপি সংশোধন করে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়েছে। তবে সংশোধিত ডিপিপির তুলনায় প্রকল্প ব্যয় কম হয়েছে। ডিপিপি'তে বাঁধের ঢালে বৃক্ষ রোপনের সংস্থান না থাকলেও মধ্যবর্তী মূল্যয়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে বন বিভাগের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে বাঁধের ঢালে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরণের গাছ লাগানো হয়েছে মর্মে দেখা গেল।

২১.৪। স্থানীয় জনগণ বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয় জমি স্বেচ্ছায় প্রদান করেন এবং কাজ বাস্তবায়ন কালে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময়কালে জানা যায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে তাদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ ফিরে এসেছে এবং এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১.৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ অর্জিত হয়েছে। তাই এটি একটি সফল প্রকল্প হিসাবে গণ্য করা যায়।

২২। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি মর্মে জানা যায়।

২৩। সুপারিশ/মতামতঃ

২৩.১। প্রকল্পে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

২২.২। সংরক্ষিত নদী তীরে এলাকার জনগণ যাতে বাগান করতে গিয়ে বা নৌকা ভিড়ানোর সময় খুটি গেড়ে বা অন্যকোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিধিকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

২২.৩। ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ সালের আপত্তিকৃত অডিটসমূহের প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি আপত্তি নিস্পত্তি হয়নি। অডিট আপত্তিসমূহের নিস্পত্তির জোর প্রচেষ্টা অব্যহৃত রাখতে হবে।

২৫.৪। পিসিআর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ডিপিপি/আরডিপিপি'র তথ্যের আলোকে পিসিআর এ তথ্য সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে পিসিআর প্রস্তুতকালে আরো যত্নবান হতে হবে;

২৫.৫। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ২টি মোটর সাইকেল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংস্থার TO & E ভূক্ত করতে হবে; এবং

২৫.৬। সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আইএমইডিকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা এবং তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপেজলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা(১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০২০)

১।প্রকল্পের নাম : **ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা এবং তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপেজলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা(১ম সংশোধিত)।**

২। প্রকল্পের অবস্থান : এলাকাঃ রামনেওয়াজ ও ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট সংলগ্ন, উপজেলাঃ চরফ্যাশন ও মনপুরা, জেলাঃ ভোলা ।

৩।বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৪।প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৫।প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট(প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৮০৬৮.৯৩	৩১৩৫৪.৭৩	২৯৪৩৯.৬৭	জানুয়ারী'২০১৭ হতে জুন'২০১৯	জানুয়ারী'২০১৭ হতে জুন'২০২০	জানুয়ারী'২০১৭ হতে জুন'২০২০	১৩৭০.৭৪ (৪.৮৮%)	১২ মাস (৩৭.৫০%)

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন:

প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ (লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ(%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)রাজস্ব ব্যয়:						
	সরবরাহ ও সেবাঃ					
(১)	জরিপ এবং অনুসন্ধান	থোক	থোক	১২.০০	৭৩.৯৬%	৮.৮৭৫ (৭৩.৯৬%)
(২)	পেট্রল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	১২.০০	৭৯.১৭%	৯.৫০ (৭৯.১৭%)
(৩)	স্টেশনারি	থোক	থোক	৬.০০	৯১.৬৭%	৫.৫০ (৯১.৬৭%)
(৪)	মুদ্রণ ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	৬.০০	৭৯.১৭%	৪.৭৫ (৭৯.১৭%)
(৫)	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	থোক	২০.১০	৯৬.৭২%	১৯.৪৪(৯৬.৭২

প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ (লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ(%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
						%)
(৬)	সম্মানী/ফি/রিমুনারেশন	থোক	থোক	১০.০০	৭৬.২৫%	৭.৬২৫(৭৬.২৫ %)
(৭)	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	থোক	১২.০০	৩৫.৯২%	৪.৩১ (৩৫.৯২%)
(৮)	বিদ্যমান যানবাহন মেরামত	থোক	থোক	৬.০০	৮৩.৩৩%	৫.০০ (৮৩.৩৩%)
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়):			৮৪.১০		৬৫.০০ (৭৭.২৯%)
(খ) মুলধন সংগ্রহঃ						
(৯)	পিক-আপ (২৩৫০ সিসি, ৫ দরজা)	সংখ্যা	১টি	৫০.০০	১টি (১০০%)	৪৯.৭৬ (১০০%)
(১০)	মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজে নদীতীর সংরক্ষণ (চেইনেজ কিঃমিঃ ১১.২৯০ হতে কিঃমিঃ ১৪.০৯০)	কিঃ মিঃ	২.৮০০	৭৯৫৪.০৪	২.৮০০ (১০০%)	৭৭৭৭.৬০ (৯৭.৭৮%)
(১১)	রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এরিয়ায় ২টি এন্ড টারমিনেশন প্রতিটি ১০০ মিঃ (চেইনেজ কিমিঃ ১১.২৯০ হতে কিঃমিঃ ১৪.০৯০-তে)	কিঃ মিঃ	০.২০০	১৮৪২.৯৮	০.২০০ (১০০%)	১৭৫১.৮০ (৯৫.০৬%)
(১২)	চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাটে নদীতীর সংরক্ষণ (চেইনেজ কিঃমিঃ ১৬৪.৬৫০ হতে কিঃমিঃ ১৬৬.০০০)	কিঃ মিঃ	১.৩৫০	৩৩৬২.৩১	১.৩৫০ (১০০%)	৩১৯৩.০৫ (৯৪.৯৬%)
(১৩)	ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এরিয়ায় ২টি এন্ড টারমিনেশন প্রতিটি ১০০ মিঃ (চেইনেজ কিঃমিঃ ১৬৪.৬৫০ হতে কিঃমিঃ ১৬৬.০০০-তে)	কিঃ মিঃ	০.২০০	১১৬৫.৭৫	০.২০০ (১০০%)	১১১৯.২৩ (৯৬.০১%)
(১৪)	বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ (পোল্ডার ৫৬/৫৭ -এর চেইনেজ কিঃমিঃ ৮৫.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৯১.০০০ এর মধ্যে এবং পোল্ডার ৫৮/১-এর কিঃমিঃ ১১.০৯০ হতে কিঃমিঃ ১৪.০৯০ এর মধ্যে)	কিঃ মিঃ	৪.৫০০	৬৯১৪.৬০	৪.৫০০ (১০০%)	৬৫০৯.২২ (৯৪.১৪%)
(১৫)	তেঁতুলিয়া নদী ড্রেজিং	কিঃ মিঃ	৭.০০০ কিঃমিঃ (৬৮.১৮ লঃঘঃ মিঃ)	৯৮৩০.৯৫	৭.০০০ কিঃমিঃ *৪৮.০৫ লঃঘঃমিঃ (১০০%)	৮৯৭৪.০১ (৯১.২৮%)
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):			৩১১২০.৬৩		২৯৩৭৪.৬৭
	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি	-	-	৫০.০০	-	০.০০

প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ (লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ(%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	(ঘ) প্রাইস কন্টিজেন্সি	-	-	১০০.০০	-	০.০০
	সর্ব-মোট (ক+খ+গ+ঘ):			৩১৩৫৪.৭৩	১০০%	২৯৪৩৯.৬৭ (৯৩.৮৯%)

(*) অনুমোদিত ডিজাইন ও এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাপাউবো টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রি-ওয়ার্ক এবং পোস্ট-ওয়ার্ক গ্রহণ করা হয়েছে। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ও অস্থায়ী ডুবোচরের মোভমেন্টের ফলে কাজ বাস্তবায়ন সময়ে ডিজাইন মোতাবেক খননযোগ্য মাটির ভলিউম ও আরডিপিপিতে উল্লিখিত মাটির ভলিউম এর তারতম্য ঘটেছে।

৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে মর্মে জানা যায়।

৮। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদেরমতামত গ্রহণ।

৯। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ:</u>

৯.১। প্রকল্পেরমূল উদ্দেশ্যঃ

- মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে মনপুরা উপজেলাধীর রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় ৯৪৩.৩৫ কোটি টাকার সরকারি/বেসরকারি সম্পদ/স্থাপনা রাখার জন্য মনপুরায় ৩০০০ মিটার এবং চরফ্যাশনে ১৫৫০ মিটা নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্পন্ন করা; এবং
- সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনকে বন্যা, লবনাক্ততা, ভূমিক্ষয় ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।

৯.২। <u>প্রকল্পের পটভূমিঃ</u> ভোলা জেলা মেঘনা-তেঁতুলিয়া নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দ্বীপ। লবনাক্ত পানি প্রবেশ রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ড্রেনেজ সুবিধা বিবেচনা করে দ্বীপের চারিদিকে ২৫০.০০০ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ বিভিন্ন কাঠামো রয়েছে। দ্বীপের পূর্ব অংশ জুড়ে রয়েছে প্রমত্তা মেঘনা। মেঘনার করালগ্রাসে প্রতি বছর নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে হাজার হাজার একর জমি এবং মূল্যবান অবকাঠামো। মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট সংলগ্ন পোল্ডার-৫৮/১ এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট সংলগ্ন পোল্ডার-৫৬/৫৭ এর এলাকা জুড়ে ভাঙ্গন মারাত্নক রূপ ধারণ করায় উক্ত এলাকায় ভাঙ্গন রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত বাপাউবো কর্তৃক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারিগরি কমিটির সুপারিশের আলোকে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত ১১ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে ভিডিও

কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এবং ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকায় নদীভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

১০। **<u>প্রকল্পের অনুমোদনঃ</u>** "ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা এবংতেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপেজলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা" শীর্ষকপ্রকল্পটি বিগত ২৪-০১-২০১৭খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ২৮০৬৮.৯৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ০১ জানুয়ারি'২০১৭ হতে ৩০ জুন'২০১৯। পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি বিগত ২৩-১২-২০১৮তারিখে অনুমোদিত হয় প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৩১৩৫৪.৭৩ লক্ষ টাকাএবং সংশোধিত বাস্তবায়নকাল ০১ জানুয়ারি'২০১৭ হতে ৩০ জুন'২০২০।

১১। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ** গত ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর/২০২১ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যয়ন সেক্টর-৪ এর মহাপরিচালক, জনাব মোঃ আফজল হোসেন কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ বাবুল আখতার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা পওর সার্কেল, বাপাউবো, ভোলা এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব হাসান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, চরফ্যাশন, ভোলা সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।









চিত্র-১-৪: প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের খন্ড চিত্র।

১২।**প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

প্রধান অঙ্গসমূহ	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সমাপ্ত কাজের পরিমাণ	অবশিষ্ট রয়েছে/ কাজ করা হয়নি
নদীতীর সংরক্ষণ	৪.১৫০ কিঃমিঃ	৪.১৫০ কিঃমিঃ	শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে
বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ	৪.৫০০ কিঃমিঃ	৪.৫০০ কিঃমিঃ	শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে
লঞ্চঘাট এরিয়ায় এন্ডটারমিনেশন	৪টি (প্রতিটি ১০০ মিঃ)	৪টি (প্রতিটি ১০০ মিঃ)	শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে
তেঁতুলিয়া নদী ড্রেজিং	৭.০০০ কিঃমিঃ (৬৮.১৮ লক্ষ ঘঃ মিঃ)	৭.০০০ কিঃমিঃ (৪৮.০৫ লঃঘঃমিঃ)	অনুমোদিত ডিজাইন ও এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাপাউবো টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রি-ওয়ার্ক এবং পোস্ট-ওয়ার্ক গ্রহণ করা হয়েছে। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ও অস্থায়ী ডুবোচরের মোভমেন্ট এর ফলে কাজ বাস্তবায়ন সময়ে ডিজাইন মোতাবেক খননযোগ্য মাটির ভলিউম ও আরডিপিপিতে উল্লিখিত মাটির ভলিউম এর তারতম্য ঘটে।

১৩। **<u>প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর কাজের বর্তমান অবস্থাঃ</u>** পরিদর্শনকালে প্রকল্পটির বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কাজের নিম্নরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

১৩.১। **<u>নদী তীর সংরক্ষণঃ</u>** মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকায় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত জনগণের

মূল্যবান সম্পত্তি তথা স্থানীয়বাজার, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, ঘর-বাড়ি, কৃষিজ সম্পদ, প্রাণিজ সম্পদ ইত্যাদি রক্ষার উদ্দেশ্যে মেঘনা ও তেঁতুলিয়া নদীর তীরে ২টি স্থানে মোট ৭টি প্যাকেজে ৪.১৫০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজসহ ৪টি এন্ড টার্মিনেশন কাজ (প্রতিটি ১০০মিঃ) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কাজ বাস্তবায়নে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকার ২.৮০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে প্রতি মিটারে ৫০ ঘন মিটার হিসেবে এবং ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকায় ১.৩৫০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে প্রতি মিটারে ৩৫ ঘন মিটার হিসেবে ১৭৫ কেজি বালি ভর্তি জিও ব্যাগ ডাম্পিং এবং প্রতি মিটারে ৫ ঘন মিটারে সিসি ব্লক ম্যাটেরিয়ালের সংস্থান রয়েছে মর্মে জানা যায়। উক্ত কাজে ডাম্পিং ভলিউম হিসেবে বালি ভর্তি ১৭৫ কেজি জিওব্যাগ এবং ৪০x৪০x৪০সেঃমিঃ সাইজের সিসি ব্লক বার্জের মাধ্যমে ডাম্পিং পূর্বককাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। সকল জিওব্যাগও সিসি ব্লক বাপাউবো টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনা এবং গুণগতমান যাচাই পরবর্তী তীর সংরক্ষণ কাজে ডাম্পিং করা হয়েছে মর্মেও জানা যায়। সমাপ্তকৃত পুরো ৪.১৫০ কিঃমিঃ অংশ কাজের কোথাও ডেবে/নষ্ট যায়নি মর্মে দেখা গেল। তবে কয়েকটি স্থানের ব্লক প্লেসিং গ্যাপ পরিলক্ষিত হয়েছে মর্মে দেখা গেল। তবে সার্বিক ভাবে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.১। **<u>বাঁধের ঢাল সংরক্ষণঃ</u>** প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পটির আওতায় মনপুরা উপজেলার পোল্ডার নং-৫৮/১ এর রামনেওয়াজ এলাকায় ১.৫০০ কিঃমিঃ এবং চরফ্যাশন উপজেলার পোল্ডারনং– ৫৬/৫৭ এর আয়েশাবাগ এলাকায় ৩.০০০ কিঃমিঃ; সর্বমোট ৪.৫০০কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণসহ বাঁধের ঢালসংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। নদীতীর সংরক্ষণকাজের সাথে একীভূত করে ৭টি প্যাকজের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) আহ্বানপূর্বক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজ বাস্তবায়নে অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক বাঁধের উচ্চতা (+) ৬.০০ মিটার পিডাব্লিউডি, ক্রেস্টের প্রস্থ ৪.৩০ মিটার, River side-এর স্লোপ ১:৪ এবং Country side-এর সাইডের স্লোপ ১:২। অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণসহ বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়ে প্রমত্তা মেঘনার উত্তাল ঢেউয়ের আঘাত হতে বাঁধ রক্ষার্থে বাঁধের নদীকূলের ঢালে সিসি ব্লক দ্বারা পিচিং করা হয়েছে এবং বাঁধের দেশকূলের ঢালের টার্পিং করা হয়েছে। বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজে পিচিং ব্লক হিসেবে ৪০x৪০x২০ সেঃমিঃ সাইজের এবং ওয়েভ ব্রেকার হিসেবে ৪০x৪০x৪০ সেঃমিঃ সাইজের সিসি ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। তৈরিকৃত সকল সিসি ব্লক বাপাউবো টাস্কফোর্স গণনা এবং গুণগতমান যাচাই পরবর্তী তীর সংরক্ষণ কাজে স্থাপন করা হয়েছে মর্মে ও জানা যায়।পরিদর্শনকালে পুরো সমাপ্তকৃত ৪.৫০০ কিঃ মিঃ অংশ কাজের কোথাও ডেবে/নষ্টহয়ে যায় নি মর্মে দেখা গেছে। সার্বিকভাবে বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণসহ ঢাল সংরক্ষণ কাজটিও সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.২। **<u>এন্ড টার্মিনেশন নির্মাণঃ</u>** অনুমোদিত আরডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পটির আওতায় মনপুরা উপজেলার পোল্ডার নং-৫৮/১ এর রামনেওয়াজ এলাকায় বাস্তবায়িত ২.৮০০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ টেঁকসইকরণের নিমিত্ত দুইপ্রান্তে ১০০ মিটার করে ২টি এন্ড টার্মিনেশন এবং ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট (লঞ্চ ঘাটের উভয় পাশে) এলাকায় বাস্তবায়িত ১.৩৫০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ টেঁকসইকরণের নিমিত্ত দুইপ্রান্তে ১০০ মিটার করে ২টি এন্ড টার্মিনেশন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৪টি এন্ড টার্মিনেশন কাজ ১টি প্যাকজের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) আহ্বানপূর্বক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।সকল জিও ব্যাগও সিসি ব্লক বাপাউবো টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনা এবং গুণগতমান যাচাই পরবর্তী তীর সংরক্ষণ কাজে ডাম্পিং করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।সমাপ্তকৃত এন্ড টার্মিনেশন কাজের কোথাও ডেবে/নষ্ট যায় নি মর্মে দেখা গেল। সার্বিক ভাবে কাজটি সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

১৩.২। **<u>নদী ড্রেজিং:</u>** অনুমোদিত আরডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পটির আওতায় তেঁতুলিয়া নদীতে ৭.০০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান রয়েছে। ২টি প্যাকেজের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) আহ্বানপূর্বক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ও অস্থায়ী ডুবোচরের মোভমেন্ট এর ফলে কাজ বাস্তবায়ন সময়ে ডিজাইন মোতাবেক খননযোগ্য মাটির ভলিউম ও আরডিপিপিতে উল্লিখিত মাটির ভলিউম এর তারতম্য ঘটে।অনুমোদিত ডিজাইন ও এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাপাউবো টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রি-ওয়ার্ক এবং পোস্ট-ওয়ার্ক গ্রহণ করা হয়েছে। (নথিতে রক্ষিত আছে)।

১৪। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত মোট ব্যয় ৩১৩৫৪.৭৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৯৪৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা (৯৩.৮৯%) এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%।

১৫। প্রকল্পের জনবল নিয়োগ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োজিত এবং কর্মরত জনবল প্রকল্প বাস্তবায়নের সরাসরি কাজ করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নতুন কোন জনবল নিয়োগের আবশ্যক হয়নি তবে প্রকল্পের রাজস্ব খাতে হতে অনিয়মিত শ্রমিক মজুরী খাতে ১৯.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১৫.ক.অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রঃ নং	অডিট বছর	আপত্তি	অগ্রগতি/বর্তমান অবস্থা
১।	২০১৭-১৮ (অগ্রীম অনুঃ ১৩)	কাজের কোন ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ছাড়াই বিনা কারণে ডিপিপি মূল্য সংশোধন করে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি।	আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে।
২।	২০১৮-১৯ (অগ্রীম অনুঃ ৫৫)	প্রাক্কলন ও বিওকিউ এর অতিরিক্ত সিসি ব্লক প্রস্তুত।	অনুমোদিত ডিজাইন ও প্রাক্কলন মোতাবেক সিসি ব্লক তৈরি করা হয়েছে এবং আপত্তি নিষ্পত্তি জন্য ব্রডশিট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	২০১৯-২০ (অগ্রীম অনুঃ ০৮)	চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঠিকা চুক্তির বিবিধ ঝুকির উপর বীমা না করায় সরকারের ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	বীমা প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের জমাকৃত জামানতে টাকা হতে কর্তনপূর্বক চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে (প্রমাণক নথিতে রক্ষিত আছে) এবং আপত্তি নিষ্পত্তি জন্য ব্রডশিট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪।	২০১৯-২০ (অগ্রীম অনুঃ ২২)	টাস্কফোর্স গণনার প্রত্যয়ন ও টেস্ট রিপোর্ট ব্যতীত অনিয়মিতভাবে সিসি ব্লকের মূল্য পরিশোধ।	তৈরিকৃত সকল সিসি ব্লক বাপাউবো টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনার প্রত্যয়ন এবং গুণগতমান নিশ্চিতপূর্বক বিল প্রদান করা হয়েছে (প্রমাণক নথিতে রক্ষিত আছে) এবং আপত্তি নিষ্পত্তি জন্য ব্রডশিট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫।	২০১৯-২০ (অগ্রীম অনুঃ ১৫)	অর্থ মন্ত্রনালয়ের আদেশ ব্যতীত প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটিকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	অনুমোদিত ডিপিপি'র আলোকে বিধি মোতাবেক কমিটিকে সম্মানী পরিশোধ করা হয়েছে এবং আপত্তি নিষ্পত্তি জন্য ব্রডশিট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬।	২০১৯-২০ (অগ্রীম অনুঃ ২৯)	গুণগতমানের টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই জিও ব্যাগ ডাম্পিংপূর্বক বিল পরিশোধ।	সকল জিওব্যাগ বাপাউবো টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনার প্রত্যয়ন এবং গুণগতমান নিশ্চিতপূর্বক বিল প্রদান করা হয়েছে (প্রমাণক নথিতে রক্ষিত আছে)। আপত্তি নিষ্পত্তি জন্য ব্রডশিট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭।	২০১৯-২০ (অগ্রীম অনুঃ ১১)	ডিজাইনভূক্ত সিসি ব্লক অপেক্ষা অধিক ব্লক প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত পরবর্তীতে বিল পরিশোধ।	অনুমোদিত ডিজাইন ও প্রাক্কলন মোতাবেক সিসি ব্লক তৈরি করা হয়েছে এবং আপত্তি নিষ্পত্তি জন্য ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

* সংশ্লিষ্ট অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রকল্পের সাথে একত্রে অডিট হয়েছে এবং আপত্তি দেওয়া হয়েছে। আইটেম ওয়ারী আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি।

১৬। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিততথ্যঃ প্রকল্পটিবাস্তবায়নকালে (জানুয়ারি'২০১৭হতে জুন'২০২০ পর্যন্ত) মোট ০৩ জনকর্মকর্তা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকদের তথ্য দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কালীন
১।	মোঃ কাইছার আলম	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৩-০৪-২০১৭ হতে ২২-০৮-২০১৯
২।	মোঃ বাবুল আখতার	নির্বাহী প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	২৩-০৮-২০১৯ হতে ১০-০৯-২০১৯
৩।	হাসান মাহমুদ	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১১-০৯-২০১৯ হতে ৩০-০৬-২০২০

১৭। Procurement of Works এর উপরতথ্যাদিঃ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ভৌত কাজের জন্য সর্বমোট ১০ (দশ)টি প্যাকেজ অন্তর্ভূক্ত ছিল। যার মধ্যে নদীতীর প্রতিরক্ষা এবং বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজের জন্য ৮টি এবং ২টি প্যাকেজ তেঁতুলিয়া নদীতে ড্রেজিং কাজের জন্য নির্ধারিত। নদীতীর প্রতিরক্ষা, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কাজের সকল প্যাকেজের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ঠিকাদার নির্বাচিত করা হয়েছে মর্মে জানা যায়। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহবান এবং মূল্যায়ন, NOA এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রকল্প এর আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের তথ্যঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
১।	Embankment with Bank Revetment Work at Charfession in between Km 85.300 to Km 91.000 = 3000.00 m of Polder No. 56/57 in c/w"Protection of Ramneoaz Launchghat area of Monpura Upazila from the erosion of Meghna River and Gosherhat Launchghat area of Charfession Upazila from the erosion of Tentulia River in Bhola District '' during the year	২৫০ মিঃ	২৯৮২.৬০	৩২৭৬.৪০	৩০-০৬-২০১৮	৩০-০১-২০২০	৩১১১.৯৪	কাজ সমাপ্ত।

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
	2016-2017 (Package No. MESP.01/ 2016-2017).							
২।	River Bank Revetment work at from km 11.290 to 11.890=0.600 Km & Slope Protection of Embankment of 475M under polder No. 58/1 in c/w ''Protection of Ramneoaz Launchghat area of Monpura Upazila from the erosion of Meghna River and Gosherhat Launchghat area of Charfession Upazila from the erosion of Tentulia River in Bhola District during the year 2017-2018 (Package No-RRBP-02/2016-2017).	২৫০ মিঃ	২৩১৯.৬০	২৫৪৫.৩৫	৩০-০৬-২০১৮	৩০-০৩-২০২০	২৪৪০.৬৪	কাজ সমাপ্ত।
৩।	River Bank Revetment work at from km 11.890 to 12.490= 0.600 Km & Slope Protection of Embankment of 475M under polder No. 58/1 in c/w'' Protection of Ramneoaz Launchghat area of Monpura Upazila from the erosion of Meghna River and Gosherhat Launchghat area of Charfession Upazila from the erosion	৩০০ মিঃ	২৩১২.৪৯	২৫৩৭.৪১	৩০-০৬-২০১৮	৩০-০৩-২০২০	২৪২৪.৫৪	কাজ সমাপ্ত।

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
	of Tentulia River in Bhola District during the year 2017-2018 (Package No-RRBP-03/2016-2017).							
৪।	River Bank Revetment work at Ghosherhat from Km 164.650 to 166.000=1.350 Km of polder 56/57 in c/w“Protection of Ramneoaz Launchghat area of Monpura Upazila from the erosion of Meghna River and Gosherhat Launchghat area of Charfession Upazila from the erosion of Tentulia River in Bhola District during the year 2017-2018 (Package No-GRBP-04/2016-2017)	৩০০ মিঃ	৩০৯৩.৪৮	৩৩৬২.৩১	৩০-০৬-২০২০	৩০-০৩-২০২০	৩৩৪৪.৯৭	কাজ সমাপ্ত।
৫।	River Bank Revetment work at from km 12.490 to 13.090= 0.600 Km & Slope Protection of Embankment of 475M under polder No. 58/1 in c/w'' Protection of Ramneoaz Launchghat area of Monpura Upazila from the erosion of Meghna River and Gosherhat Launchghat area of Charfession	২০০ মিঃ	২৩২০.৭৬	২৫৪৮.০৩	৩০-০৬-২০১৮	১৫-০৪-২০২০	২৪৪৩.৩৪	কাজ সমাপ্ত।

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
	Upazila from the erosion of Tentulia River in Bhola District during the year 2017-2018 (Package No-RRBP-05/2017-2018).							
৬।	River Bank Revetment work at from km 13.090 to 13.690= 0.600 Km & Slope Protection of Embankment of 475M under polder No. 58/1 in c/w'' Protection of Ramneoaz Launchghat area of Monpura Upazila from the erosion of Meghna River and Gosherhat Launchghat area of Charfession Upazila from the erosion of Tentulia River in Bhola District during the year 2017-2018 (Package No-RRBP-06/2017-2018)	৩০০ মিঃ	২৩২৬.৯২	২৫৪৫.৮৬	৩০-০৬-২০১৮	১৫-০৪-২০২০	২৪৫৮.০৭	কাজ সমাপ্ত।
৭।	River Bank Revetment work at from km 13.690 to 14.090= 0.400 Km & Slope Protection of Embankment of 100M under polder No.58/1 in c/w ''Protection of Ramneoaz Launchghat area of Monpura Upazila from the erosion of Meghna River and	৩০০ মিঃ	১২৮৯.৮৩	১৪১৫.৫৯	৩০-০৬-২০১৮	৩০-০৪-২০২০	১৩৭৪.৯১	কাজ সমাপ্ত।

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
	Gosherhat Launchghat area of Charfession Upazila from the erosion of Tentulia River in Bhola District during the year 2017-2018 (Package No-RRBP-07/2017-2018).							
৮।	Protection of Termination End point in Ramneoaz at km 11.090 and km 14.090 0f polder No.58/1 and in Ghosherhat at km 164.550 and km 166.000 of polder No. 56/57 (04 Nos) in c/w ''Protection of Ramneoaz Launchghat area of Monpura Upazila from the erosion of Meghna River and Gosherhat Launchghat area of Charfession Upazila from the erosion of Tentulia River in Bhola District during the year 2017-2018 (Package No-ETPP-08/2017-2018).	৩০০ মিঃ	২৭৩৯.৪৪	৩০০৮.৭৩	৩০-০৬-২০১৮	৩০-০৪-২০২০	২৭৫২.৭০	কাজ সমাপ্ত।
৯।	Dredging of Tentulia River from km 162.800 to km 168.150= 5.350 km in c/w ''Protection of Ramneoaz Launchghat area of Monpura Upazila from the erosion of	৫৩৫০ মিঃ	৬৮৭৩.৪৩	৬৭৩৫.৯৬	৩০-০৬-২০২০	১৫-০৬-২০২০	৬৩৯৮.৫৫	কাজ সমাপ্ত।

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
	Meghna River and Gosherhat Launchghat area of Charfession Upazila from the erosion of Tentulia River in Bhola District'' during the year 2018-2019 (Package No: DTR1-L1/2018-2019							
১০।	Dredging of Tentulia River from km 168.150 to km 169.600= 1.450 km in c/w ''Protection of Ramneoaz Launchghat area of Monpura Upazila from the erosion of Meghna River and Gosherhat Launchghat area of Charfession Upazila from the erosion of Tentulia River in Bhola District'' during the year 2018-2019 (Package No: DTR1-L2/2018-2019	১৪৫০ মিঃ	২৭৭৯.৩৬	২৭২৩.৭৮	৩০-০৬-২০২০	১৫-০৬-২০২০	২৫৭১.২৬	কাজ সমাপ্ত।

১৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত:**এলাকার জনগণের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, প্রকল্পটির আওতায় নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষের হাট লঞ্চঘাট এবং মনপুরা উপজেলাধীন রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় ভাঙ্গন রোধ হয়েছে। ফলে অত্র এলাকায় জনগণের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ ফিরে এসেছে। এছাড়া, ব্যাক্তি পর্যায়ের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপ্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে প্রকল্প এলাকার রামনেওয়াজ সংলগ্ন এলাকায় মনপুরা উপজেলার সর্ববৃহৎ মাছঘাট গড়ে উঠে; যা অত্র এলাকার জন সাধারণের জীবনমানের পরিবর্তনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
➢ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে মনপুরা উপজেলাধীর রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় ৯৪৩.৩৫ কোটি টাকার সরকারি/বেসরকারি সম্পদ/স্থাপনা রাখার জন্য মনপুরায় ৩০০০ মিটার এবং চরফ্যাশনে ১৫৫০ মিটা নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্পন্ন করা।	• নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গন অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে মনপুরা উপজেলা এবং তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে চরফ্যাশন উপজেলার বেশকিছু স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, অফিস-আদালত, ঘরবাড়ী রাস্তাসহ অনেক স্থাপনা রক্ষা পেয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গানের ঝুঁকি হ্রাস পাওয়ায় জনগণের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। এইকই সাথে প্রকল্প এলাকায় ব্যাক্তি পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। সর্বোপরি জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে মর্মে জানা যায়। • প্রকল্প এলাকায় বাঁধের ঢাল সংরক্ষনের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লবনাক্ত পানি প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে কৃষি জমির ভাঙ্গন ও ভূমি ক্ষয় রোধ হয়েছে। • তেতুলিয়া নদী ড্রেজিং করে ডুবোচর অপসারণের ফলে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নদী তীর ভাঙ্গানের তীব্রতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে মর্মে জানা যায়।
➢ সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনকে বন্যা, লবনাক্ততা, ভূমিক্ষয় ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।	

২০। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ অনুমোদিত আরডিপিপি মোতাবেক ভৌত কাজসমূহ প্রায় পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২১। <u>সার্বিক পর্যবেক্ষনঃ</u>

২১.১। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুরো ৪.১৫০ কিঃমি অংশ পরিদর্শনকালে ভালো অবস্থায় রয়েছে দেখা গেছে।তীর সংরক্ষণ কাজের স্টক পাইল হিসেবে বাঁধের কোল ঘেঁষে স্ট্যাক আকারে সিসি ব্লক দেখা যায়। মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ মাছ ঘাট এলাকায় বাস্তবায়িত তীর প্রতিরক্ষা কাজ শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত স্টক পাইল সমূহ ব্যবহারে করা যেতে পারে। বাস্তাবায়িত৪.১৫০কিঃ মিঃতীর প্রতিরক্ষা কাজসহ এন্ড টার্মিনেশন কাজের কোথাও ডেবে/নষ্ট যায় নি এবং সার্বিকভাবে কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া সম্পাদিত কাজের গুণগতমান ভাল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২১.২। প্রকল্পের আরেকটি প্রধান অঙ্গ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজের পুরো ৪.৫০০ কিঃমি অংশ ও পরিদর্শনকালে ভালো অবস্থায় রয়েছে দেখা গেছে।ঝুঁকিপূর্ণ/নাজুক বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণের মাধ্যমে বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বাঁধের নদীকূলে সিসি ব্লক স্থাপন ও দেশকূলে বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস এবং অনুন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বৃক্ষরোপণ করা হয়। বাঁধের কোথায়ও স্লোপ ধস/নষ্ট হয়ে যায় নি।সার্বিক ভাবে বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণসহ ঢাল সংরক্ষণ কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া সম্পাদিত কাজের গুণগতমান ভাল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২১.৩। প্রকল্প কাজের আরেকটি অঙ্গ তেঁতুলিয়া নদীতে ড্রেজিং কাজ পরিদর্শন করা হয়। নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর পানি পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ড্রেজিং সংলগ্ন এলাকায় নদী ভাঙ্গানের তীব্রতা হ্রাসের প্রবণতা রয়েছে মর্মে এলাকাবাসীর সাথে আলোচনাকালে জানা যায়।

২১.৪। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ১ (এক) বার ডিপিপি সংশোধন করে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হয়েছে। তবে সংশোধিত ডিপিপির তুলনায় প্রকল্প ব্যয় কম হয়েছে।

২১.৫। স্থানীয় জনগণ বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয় জমি স্বেচ্ছায় প্রদান করেন এবং কাজ বাস্তবায়ন কালে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন।

২১.৬। প্রকল্পের আওতায় চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষের হাট লঞ্চঘাট এলাকায় বাস্তবায়িত তীর প্রতিরক্ষা কাজের উজানে নীল কমল ইউনিয়নে কিছুটা ভাঙ্গন প্রবণতা দৃষ্টি গোচর হয়েছে।

২১.৭। প্রকল্পের আওতায় মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ ঘাট এলকায় বাস্তবায়িত কাজের অর্থাৎ রামনেওয়াজ ঘাটের ৩০০/৪০০ মিটার উজানে প্রায় ৫০০/৭০০ মিটার এলাকার (যেখানে মেঘনার তিনটি চ্যানেল একত্রিত হয়েছে) তীর প্রতিরক্ষা কাজ স্রোতের কারণে ঝুঁকিতে রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২১.৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ অর্জিত হয়েছে। তাই এটিকে একটি সফল প্রকল্প হিসেবে বলা যেতে পারে।

২২। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি মর্মে জানা যায়।

২৩। <u>সুপারিশ/মতামতঃ</u>

২৩.১। প্রকল্পে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

২৩.২। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ সালের আপত্তিকৃত অডিটসমূহের প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি আপত্তি নিস্পত্তি হয়নি। অডিট আপত্তিসমূহের নিস্পত্তির জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

২৩.৩। সংরক্ষিত নদী তীরে এলাকার জনগণ যাতে বাগান করতে গিয়ে বা নৌকা ভিড়ানোর সময় খুটি গেড়ে বা অন্যকোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিধিকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

২৩.৪। চরফ্যাশন উপজেলাধীন ঘোষের হাট লঞ্চঘাট এলাকায় বাস্তবায়িত তীর প্রতিরক্ষা কাজের উজানে ভাঙ্গন কবলিত এলাকা এবং মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ ঘাটের ৩০০/৪০০ মিটার উজানে অর্থাৎ যেখানে মেঘনা নদীর তিনটি চ্যানেল একত্রিত হয়েছে সেই ঝুঁকিপূর্ণ ৫০০/৭০০ মেটার এলাকার বিষয়টি সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে;

২৩.৫। পিসিআর একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ডিপিপি/আরডিপিপি'র তথ্যের আলোকে এবং বাস্তবায়িত কাজের নিরিখে পিসিআর এ তথ্য সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে পিসিআর প্রস্তুতকালে আরো যত্নবান হতে হবে;

২৩.৬। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পিক-আপ (২৩৫০ সিসি, ৫ দরজা) এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংস্থার TO & E ভূক্ত করতে হবে; এবং

২৫.৭। সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আইএমইডিকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects (Project code- 224250800) শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত - মার্চ ২০২০)

১. **প্রকল্পের নামঃ** Post Project Evaluation and Impact Assessment of 10 BWDB Projects (Project code- 224250800):

a) Manu River Project (বাস্তবায়নকালঃ ১৯৭৬-১৯৮৩);
b) River Bank Protection at the Left Bank of Jamuna River from Bahadurabad Ghat to Futani Bazar, Harindhora to Hargila and Pingna Bazar in Jamalpur District (বাস্তবায়নকালঃ ২০১০ থেকে জুন ২০১৭);
c) Chandpur Irrigation Project (বাস্তবায়নকালঃ ১৯৬৩-১৯৮০);
d) Bhairab River Re-excavation Project (বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি ২০১৪-জুন ২০১৭);
e) Water Logging Mitigation Project for Kobadak River (Phase-I) (বাস্তবায়নকালঃ ২০১২-২০১৭);
f) Gorai River Restoration Project (Phase- I & II) (বাস্তবায়নকালঃ ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ **পর্যন্ত ফেজ-১**, **নভে**ম্বর ২০০৯-জুন ২০১৭ **পর্যন্ত ফেজ-২**);
g) New Dakatia-Old Dakatia and Little Feni River Basin Development Project (বাস্তবায়নকালঃ ২০০**৪** -জুন ২০১৭);
h) Dampara Water Management Project (বাস্তবায়নকালঃ ১৯৯৯-২০০১);
i) Mahamaya Chhara Irrigation Project (বাস্তবায়নকালঃ **১৯৯৯**-২০১০);
j) Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh Project (বাস্তবায়নকালঃ **২০১০ -** ২০১৭);

২. **প্রকল্প পরিচালকের নামঃ** লিটন কুমার সরকার

৩. **প্রকল্পের ধরনঃ** সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (পিএফএস)

৪. **বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ** **(লক্ষ টাকায়)**

অনুমোদিত ব্যয় মোট (সম্পূর্ণ জিওবি)	**প্রকৃত ব্যয়**	**সর্বশেষ অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল (মূল)**	**প্রকৃত বাস্তবায়নকাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)**	**অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)**
৩৪৪.০০	৩২৪.৪৫	জানুয়ারি ২০১৮ হতে মার্চ ২০২০ (জানুয়ারি ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৯)	জানুয়ারি ২০১৮ হতে মার্চ ২০২০	-১৯.৫৫ (৫.৬৮%)	মূল অনুমোদিত মেয়াদ হতে ৬ মাস বৃদ্ধি (২৮.৫৭%)

৫.বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	প্রকল্প এলাকা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সংস্থা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ফুলপুর
				নেত্রকোনা	পূর্বধলা
				জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর
			চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ,

					হাইমচর
				লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ
				নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ,
				ফেনী	দাগনভূইঞা,
				কুমিল্লা	কুমিল্লা আদর্শ সদর, লালমাই, লাকসাম, বরুড়া
				চট্টগ্রাম	মীরসরাই
			সিলেট	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর
			খুলনা	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর
				যশোর	চৌগাছা, ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, যশোর সদর
				সাতক্ষীরা	তালা
				কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খোকসা
				খুলনা	পাইকগাছা
			রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর

৬. অনুমোদনের তারিখঃ মূল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি মোট ৩৪৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ মেয়াদে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ১৮-০৪-২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকাল মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ৬ মাস বৃদ্ধি করে ২৯/০৯/২০১৯ তারিখে অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

মূল উদ্দেশ্যঃ ১০টি প্রকল্পের মূল্যায়নের কার্যকারিতার প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রকল্পগুলির লক্ষ্যভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলির সুবিধা এবং অর্জন অন্বেষণ করা।

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ

- প্রকল্পের প্রাক-প্রকল্প পরিস্থিতির জন্য একটি মানদন্ড প্রস্তুতকরণ;
- প্রকল্পগুলির কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য সূচক চিহ্নিতকরণ;
- নির্বাচিত ১০টি প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন;
- প্রকল্প সুবিধা মূল্যায়ন;
- প্রকল্পের বিদ্যমান কর্মক্ষমতাকে প্রাক-প্রকল্প পরিস্থিতির সাথে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে এই মানগুলির বিবরণের সাথে তুলনাকরণ;
- প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ভবিষ্যতে উৎকর্ষসাধনের পথ খুঁজে বের করা;
- বাংলাদেশের জিডিপিতে প্রতিটি প্রকল্পের অবদানের মূল্যায়ন; এবং
- বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নির্বাচিত ১০টি প্রকল্প থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

খ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

৮. অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	পিএফএস অনুযায়ী প্রাক্কলন		মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন	
			আর্থিক (লাখ)	বাস্তব (%)	আর্থিক	বাস্তব (%)
আর্বতক ব্যয়						
১	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	দফা	৪.০০	১০০	০.৮৮	২২%
২	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	দফা	১৫.০০	১০০	৩.৯৪	২৬%
৩	ভ্রমণ ব্যয়	দফা	১.০০	১০০	০.৯৩	৯৩%
৪	স্টেশনারি, সীল ও স্ট্যাম্পস	দফা	২.০০	১০০	২.০০	১০০%
৫	কনসালটেন্সি (কারিগরি পরামর্শ ১২৫ জনমাস)	জনমাস	৩১৯.৫০	১২৫ জনমাস	৩১৪.৭১	১০%
উপমোটঃ			**৩৪১.৫০**	**-**	**৩২২.৪৬**	**-**
মূলধন						
৬	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	২.৫০	ডেস্কটপ-২ প্রিন্টার-২	১.৯৯	১০০%
উপমোটঃ (মূলধন)			২.৫০	-	১.৯৯	-
		সর্বমোটঃ	**৩৪৪.০০**		**৩২৪.৪৫**	

৯. বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি বিশ্লেষণ (কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হলে তার কারণ ও প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা): বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	অনুমোদিত পিএফএস অনুযায়ী			প্রকৃত ব্যয় টাকা	অর্জিত অগ্রগতি
		বরাদ্দ		লক্ষ্যমাত্রা (%)		
		টাকা	প্রকল্প সাহায্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	২০১৭-১৮	**৩৮.৭০**	**-**	**১৫%**	**০.০০**	০
	২০১৮-১৯	**১৩৮.৩০**	-	**৪৫%**	**১২৩.৭৯**	**৬০%**
	২০১৯-২০	২০৮.০০	-	**৪০%**	**২০০.৬৬**	**৩৭%**
	সর্বমোট =	**৩৪৪.০০**		**১০০%**	**৩২৪.৪৫**	**৯৭%**

১০. মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের অনুমোদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ফরমেট পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর);
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত বিভিন্ন প্রতিবেদন;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রণীত প্রতিবেদন।

১১. প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

১২. (ক) পিএফএস-এ মোট প্যাকেজ সংখ্যাঃ ৪টি

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

(লক্ষ টাকা)

প্যাকেজ	(ক) দরপত্র পদ্ধতি (খ) আহবানের তারিখ (গ) প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		ঠিকাদারি/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত		
পণ্য						
G-03 (computers and accessories)	(ক) RFQ (খ) ১৬-০৬-২০১৯ (গ) ২.০০	২৪-০৬-২০১৯ ১.৯৯	২৬-০৬-২০১৯	২৬-০৬-২০১৯	Emission Corporation, Nawab Mansion, 34 Green Rd., Dhaka-1205	-
G-02 (Seminar, Conference)	(ক) RFQ (খ) ১৪-০৫-২০১৯ (গ) ৪.০০	২৫-০৬-২০১৯ ৩.৯৪	২৭-০৬-২০১৯	২৭-০৬-২০১৯	Tom Associates Training 218 Outer Circular Road, Moghbazar, Dhaka	
G-01 (Stationery, Seals & Stamps)	(ক) RFQ (খ) ১৫-১০-২০১৯ (গ) ১.০০	২৫-১১-২০১৯ ০.৯৯	২৮-১১-২০১৯	২৮-১১-২০১৯	Emission Corporation, Nawab Mansion, 34 Green Rd., Dhaka-1205	
	(ক) RFQ (খ) ১৮-০৫-২০২০ (গ) ১.০০	২৮-০৫-২০১৯ ০.৯৯	৩১-০৫-২০২০	৩১-০৫-২০২০	Emission Corporation, Nawab Mansion, 34 Green Rd., Dhaka-	

					1205	
সেবা						
০১	(ক) এসএসএস (সিঙ্গেল সোর্স সিলেকশন) (খ) ১৪-০৬-২০১৮ (গ) ৩১৯.৫০	২৬-০৭-২০১৮ ৩১৪.৭১	২৫-০৯-২০১৯	৩১-০৩-২০২০	সিইজিআইএস	বন্যার কারণে বিলম্ব হয়।

১৩. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্ব কাল	দায়িত্বের ধরন (অতিরিক্ত/মূল)
১।	লিটন কুমার সরকার	প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর	১০-০৭-২০১৮ থেকে ৩১-০৩-২০২০	অতিরিক্ত

১৪. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: পিএফএস এর অনুকূলে গত ১১/১২/২০১৯ তারিখে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এক্সটার্নাল অডিট সম্পাদিত হয়। অডিট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন আপত্তি প্রদান করা হয়নি মর্মে জানা যায়। পিএফএস এর অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এক্সটার্নাল অডিট সম্পাদিত হয়নি।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৫.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের ৮০০ টিরও বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যেমন; সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (FCD) এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ Flood Control, Irrigation and Drainage (FCDI), ভূমি পুনরুদ্ধার, নদী তীর প্রতিরক্ষা, নদী ড্রেজিং ইত্যাদি। প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন ১৯৬০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল এবং এখনও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলির লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচের সুবিধা প্রদান, নদীর তীর রক্ষা ইত্যাদি মাধ্যমে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা।

বিভিন্ন হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের জন্য প্রকল্পগুলির ইঞ্জিনিয়ারিং দিকগুলি আলাদা। দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বিভিন্ন জল নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সঙ্গে নিমজ্জিত বেড়িবাঁধ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বোরো ফসল রক্ষার জন্য কিছু প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আমন ফসলের জন্য বৃষ্টির পানির অভাবের কারণে সম্পূরক সেচ প্রদান করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কিছু প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। অন্যদিকে, সেচযোগ্য এলাকা বৃদ্ধি, আমন ধানের উৎপাদন এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বোরো চাষের সম্প্রসারণের সুবিধার্থে কৃষি ফসলের জমিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য উপকূলীয় বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়।

বিভিন্ন হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলে FCD/I এবং সেচ প্রকল্পগুলি খুব ভালভাবে কাজ করছে এবং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানন্নোয়ন অব্যাহত রয়েছে।

বর্ণিত সমীক্ষায় বাপাউবো এর ১০টি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিপরীতে তার কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। জাতীয় জিডিপিতে প্রকল্পের অবদান, সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং সর্বোপরি প্রকল্পের সার্বিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, লক্ষ্যভিত্তিক পারফরম্যান্স সম্পর্কিত SWOT বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে প্রকল্পগুলির পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্পগুলি গুরুত্ব এবং আকার বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের এবং অঞ্চল থেকে নির্বাচন করা হয়েছে।

১৫.২। পরামর্শক নিয়োগঃ

প্রকল্পের অনুকূলে ৩১৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২৫ জনমাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরার্মশক ফার্ম নিয়োগের সংস্থান ছিল। প্রকল্প দলিল অনুযায়ী একক উৎস ভিত্তিক ক্রয়ের (SSS) মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাস্তবায়নকালীন সময়ে ১২৫ জনমাসে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মোট ১৫ জন পরামর্শককে ৩১৪.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ট্রাস্টি Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS) প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি বিশেষায়িত বিধায় একক উৎসভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

পিএফএস অনুযায়ী						প্রকৃত		
ক্রঃ নং	পরামর্শকের ধরণ	সংখ্যা	কার্যমাস	সম্মানী	প্রদত্ত সম্মানী	সংখ্যা	কার্যমাস	সম্মানী
1.	Team leader/ Water Resources/Civil Engineering	১	৬	২৪,০০০০০/-	২,৪০০,০০০/-	Lump Sum চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত শতাংশে (%) বিল প্রদান করা হয়েছে।		
2.	Deputy Team leader/Water Resources Engineer	১	৯	৩,৫০,০০০/-	২,৬৭৩,২৭০/-			
3.	Environmental Specialist	১	৯	৩,০০০০০/-	২,৬৭৩,২৭০/-			
4.	Agriculturist	১	৯	৩,০০০০০/-	২,৬৭৩,২৭০/-			
5.	Fisheries Expert	১	৯	৩,০০০০০/-	২,৬৭৩,২৭০/-			
6.	Economist	১	৯	৩,০০০০০/-	২,৬৭৩,২৭০/-			
7.	GIS & RS Specialist	১	৯	৩,০০০০০/-	২,৬৭৩,২৭০/-			
8.	Sociologist	১	৬	৩,০০০০০/-	১,৭৮২,১৮০/-			
9.	Junior Specialist, GIS/RS	১	৫	১,৫০,০০০/-	৭,৫০,০০০/-			
10.	Junior Engineer	৩	২৭	১,৫০,০০০/-	৩,৬৯৯,০০০/-			
11.	Enumerator	৩	২৭	১,০০০০০/-	২,৭০০,০০০/-			
	Total	**১৫**	**১২৫**	**২,৮৩,৫০,০০০/-**	**২৭,৩৭০,৮০০/-**			
	Direct Cost			**৩৬,০০০০০/-**	**৪,১০০,০০০/-**			
	Grand Total			**৩,১৯,৫০,০০০/-**	**৩৬,০০০০০/-**			

রিপোর্ট	মূল চুক্তির %	লক্ষ টাকা
ইনসেপশন	১০	৩১.৪৭
ইনটেরিম	৩০	৯৪.৪১
ড্রাফ্ট ফাইনাল	৩০	৯৪.৪১
ফাইনাল	৩০	৯৪.৪১
সর্বমোট =		৩১৪.৭০

১৫.৩। CEGIS পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ১০টি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানতে চাওয়া হলে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব লিটন কুমার সরকার জানান সুপারিশ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে।

১৫.৪। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের PCR মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য কোন কোন প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট/কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন, প্রকল্পের ডিপিপি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

১৫.৫। প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য Questionnarie প্রস্তুত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং উপকারভোগীদের মধ্যে রয়েছে প্রকল্প এলাকার জনপ্রতিনিধি, কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা।

১৫.৬। প্রকল্পসমূহের evaluation and impact assessment এর জন্য water resources (flooding, Drainage, water supply and demand, water quality, irrigation, encrocesment, sedimentation), land resources (land cover, soil quality), Agriculture crop (production + damage + intensity) input use, livestock, Fisheries (habitat + production), Ecological Resources, Socioeconomics, Economic Analysis ইত্যাদি indicator বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি প্রকল্পেই পানি সম্পদ সংক্রান্ত structural design রয়েছে। এক্ষেত্রে design গুলো সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য উপযুক্ত/ত্রুটিপূর্ণ কিনা এ বিষয়টি প্রতিবেদনে আনা হয়নি। শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় বিবেচনায় আনা হয়েছে।

১৫.৭। Overall performance of 10 projects after implemention according to consultant firm CEGIS:

S.L.	Project name	Performance Indicator	Better than 80%	Between 50% & 80%	Less than 50%	Remarks
1.	Manu River Project	Flooding	✓	-	-	Flooding problem reduced than previous
		Drainage	-	✓	-	The inundated area decreased by 1,850 Ha.
		irrigation	-	✓	-	Net benefited area (cultivable) decreased by 2502 ha
		Flood damage	✓	-	-	Reduce
		Standard of living	✓	-	-	Occupation, income, health, has improved.
		Reduce poverty	-	✓	-	Marginal and landless farmers got the chance to be involved in the agricultural production
		Cropping pattern	✓	-	-	Low yield potential by high yielding varieties
		Crop Production	✓	-	-	Annual total rice production, increased to 93,499 tons.
		Cropping Intensity	-	✓	-	Cropping intensity increased by 16%
		Capture Fish habitat	-	✓	-	Capture Fish habitat has augmented by 6,153 ha compared to pre-project scenarios.
		Fish Diversity		✓		Change in riverine fish species
		GDP	-	✓	-	The project has been contributing BDT 138.7 crore to GDP annually in current 2017/18 prices.
2.	Dampara Water	Flooding	✓	-	-	About 73% of gross area has become flood free

S.L.	Project name	Performance Indicator	Better than 80%	Between 50% & 80%	Less than 50%	Remarks
	Management Project	Drainage	-	✓	-	All drainage structures are working successfully
		irrigation	-	✓	-	Base flow as well as groundwater recharge potential increased
		Flood damage	✓	-	-	Reduce
		Standard of living	✓	-	-	Occupation, income, health, has improved
		Reduce poverty	-	✓	-	Marginal and landless farmers involved in the agricultural production
		Cropping pattern	✓	-	-	High yielding varieties is increased.
		Crop Production	✓	-	-	The annual total rice production increased to 71,814 tons
		Cropping Intensity	-	✓	-	Cropping Intensity is increased to 221%
		Capture Fish habitat	-	✓	-	Capture habitat of an area of 264 ha was transformation into culture habitat.
		Fish Diversity		✓		Fish species diversity decreased
3.	New Dakatia-Old Dakatia and Little Feni River Basin Development Project	Erosion			✓	Bank erosion observed in the diversion channels that may create threat to the Musapur 23-vent Regulator and the project as well.
		Biodiversity		✓		Species density have increased
		Poverty		✓		Most of the households come out from below poverty
		Standard of living		✓		People have more access to fresh drinking water.
		Cropping pattern	✓			Farmers are using HYV's and local varieties is reducing.
		Cropping	✓			Cropping intensity increased to 224%
		Fish Habitat	✓			Fish Habitat increased by about 1948 ha.
		Fish Diversity	✓			Fish species is decreased
		GDP	✓			The project is contributing BDT 10.56 Million annually.
4.	Gorai River Restoration	Erosion	-	✓	-	Erosion has decreased a lot in all four reaches than previous.

S.L.	Project name	Performance Indicator	Better than 80%	Between 50% & 80%	Less than 50%	Remarks
	Project (Phase- I & II)	Agricultural Production	✓	-	-	Cropping intensity increased by 127%
		Navigation facility	✓	-	-	The navigation became available
		Fisheries development	✓			Culture fish production increased in 41,690 MT per year.
		Reduction of salinity in the impacted zone of the Sundarban	-	✓	-	The Sundarbans was benefited initially while flowing freshwater through Gorai to the Bay of Bengal via the SRF (Sundarban Reserve Forest).
		River and riparian zone	-	✓	-	Expected outcome of the proposed objective was not fulfilled due to lack of freshwater flow for improving.
		Biodiversity and aesthetics				Habitat condition
		Enhanced groundwater and surface water supply	-	✓	-	Local people stated that they recived highest benefits
		GDP	-	✓	-	The project is contributing Tk 66.8 billion annually to country's GDP
5.	Water Logging Mitigation Project for Kobadak River (Phase-I)	Sedimentation	✓	-	-	Sedimentation problem has been removes or reduced prominently
		Navigation	-	✓	-	Navigation facility is contributing to easy communication for people
		Gher culture	✓	-	-	Increase the gher area is 16137 ha
		Diversity of fish species	-	✓	-	Changing of river fish species due to dredging and tidal action
		Biodiversity	✓	-	-	Plant species composition in terms of diversity is better compared to pre-project situation.
		Provisioning Services	-	✓	-	After completion of water-logging removal project the overall situation has improved

S.L.	Project name	Performance Indicator	Better than 80%	Between 50% & 80%	Less than 50%	Remarks
		Poverty	✓	-	-	Average income is 24,121 taka of this project area
		GDP	-	✓	-	Highest contribution to GDP is made by Boro (HYV) followed by Aman (HYV).
6.	Chandpur Irrigation Project	Flooding	✓	-	-	The project area of about 53,000 ha land converted to flood free zone completely.
		Drainage	-	✓	-	Drainage problem in the project area is moderate
		irrigation				Irrigation facilities to an area of 22,000 ha and supplementary irrigation benefits to an area of 24,500 ha.
		Cropping pattern	✓	-	-	HYV Aman and HYV Boro area increased by 3,123 ha, 47,872 ha and 8,361 ha respectively.
		Crop Production	✓	-	-	Total rice production increased 12,617 tons.
		Cropping Intensity	-	✓	-	67% increase in cropping intensity.
		Livestock	-	✓	-	The livestock and poultry population increased by about 4,624,309.
		Income and expenditure	✓	-	-	Average household annual income in the project area is BDT 240,180.
		Land price	✓	-	-	Land price is BDT 69,271/dec for homestead land BDT 39,554/dec for agricultural land and BDT 1,21,673/dec for commercial land.
		Standard of Living	✓	-	-	Electricity facility, communication system, water and sanitation facility have been improved.
		Fish Habitat	-	✓	-	The net loss of fish habitat area is about 41,819 ha, which is majorly the resultant of floodplain.
		Fish Diversity	-	✓	-	Fish species diversity has decreased due to reduction of capture fish habitat.
		GDP	-	✓	-	The project is contributing Tk.

S.L.	Project name	Performance Indicator	Better than 80%	Between 50% & 80%	Less than 50%	Remarks
						2.5 billion annually.
7.	Mahamaya Chhara Irrigation Project	Flooding	✓	-	-	Flooding problem has been largely reduced
		Drainage	✓	-	-	Water logged area reduced by 28.105 ha.
		Water Supply and Demand	✓	-	-	Salinity is not found in ground water as stated by local people.
		Water Quality	✓			No parameter of water quality is beyond the standard fixed by the Environmental Conservation Rule-1997.
		irrigation				The irrigated area was about 19% NCA and the present irrigated area about 49.92% NCA.
		Crop Production	✓	-	-	After project implementation and extension of irrigation facilities, area and production of rice and high value crops increased.
		Cropping Intensity	✓	-	-	Cropping intensity of the study area was 145% and 229%.
		Fish Production	✓	-	-	Present capture fish production is 1324 MT per year.
		Afforestation and deforestation	-	✓	-	Social forestry practice has increased and meeting demands of the local
		Biodiversity				The status of the plant species composition has improved slightly
		Community Safety and Security	-	✓	-	Safty and security improved at the current situation.
		Settlement	✓	-	-	The housing status improved and affordability of people increased.
		Sanitation Status	✓	-	-	The sanitation status improved
		Drinking Water	✓	-	-	The improved water logging situation
		Communication	✓	-	-	The Mahamaya Lake has become an important tourist spot where people from the different corners come to see

S.L.	Project name	Performance Indicator	Better than 80%	Between 50% & 80%	Less than 50%	Remarks
						the natural beauty.
8.	River Bank Protection at the Left Bank of Jamuna River from Bahadurabad Ghat to Futani Bazar, Harindhora to Hargila and Pingna Bazar in Jamalpur District	Erosion	-	✓	-	• Eroded 950 m at Bahadurabad Hard point; • Eroded 600 m at Guthail Hard point;
		Biodiversity	✓	-	-	Flora and fauna became less vulnerable after bank protection work.
		Vegetation	✓	-	-	Vegetation losses minimized
		Assets and Immovable	✓	-	-	All immovable properties have been protected (BDT 30700 Million)
		Safety and Security	✓	-	-	Ensure peoples life and livelihood security
		Land Price	✓	-	-	Increase land value as 400%.
		Standard of Living	✓	-	-	Affordability of expenses, and accessibility to health services increased.
		Cropping pattern	✓	-	-	Presently cropping pattern is increased from 12 to 14
		Crop Production	✓	-	-	Non rice crop production is increased from 34,941 metric tons to 45,818 metric tons
		Cropping Intensity	-	✓	-	Cropping Intensity is increased from 192% to 213%.
		Fish Habitat	-	✓	-	Habitat condition of the river sections near the bank protection works improved.
		Fish Diversity	-	✓	-	Small fish species comparatively has increased.
		GDP	-	✓	-	BDT 1376.2 Million contributed in GDP in 2017-2018 fiscal year.
9.	Bhairab River Re-excavation Project	Flooding	✓	-	-	Inundation extent of flooding has declined fully in the Bhairab River Re-excavation Project area.
		Storage of water	✓	-	-	Conveyance capacity increased to 4.47 million m3.
		irrigation	-	✓	-	The farmers feel much comfort using shallow tubewell due to the rise of water table.
		Flood damage	✓	-	-	Decreased
		Standard of living	✓	-	-	River water is now good for regular uses

S.L.	Project name	Performance Indicator	Better than 80%	Between 50% & 80%	Less than 50%	Remarks
		Reduce poverty	-	✓	-	Poverty level decreased
		Cropping pattern	✓	-	-	After re-excavation of Bhairab River, area and production of rice was reduced with substantial increase in area and production of high value vegetable crops.
		Crop Production	✓	-	-	Area under rice deceased from 25,980 ha to 19,805 ha.
		Cropping Intensity	✓	-	-	Cropping Intensity is increased to 218%.
		Fish Habitat	✓	-	-	After re-excavation, habitat quality of river has changed
		Fish Production	-	✓	-	No change of fish production.
		GDP	-	✓	-	Project has been contributing BDT 6453.4 Million to GDP annually
10.	Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh Project	Bank erosion	✓			The risk of riverbed scouring along the Sirajganj Hardpoint has been reduced
		Crop Production		✓		After project implementation, total production of rice is 1963 metric tons
		Cropping Intensity		✓		The Cropping Intensity of the project area is 118.4 percent
		Biodiversity			✓	Flora and faunal status as well as biodiversity, are predicted to be improved
		Land developed owing to the reclamation of Business center, industrial park and tourist spot		✓		An Industrial Park and business center are developing in the reclaimed land.
		Housing and settlement	✓			Cultivable land has increased
		Production of Goods and Service		✓		The total value of crop production in the project area amounted to Tk 98.6 million
		Income		✓		The total Net margin from the entire project area is Tk 55.8

S.L.	Project name	Performance Indicator	Better than 80%	Between 50% & 80%	Less than 50%	Remarks
						million
		Employment		✓		Total owened lader employment created in the project area is observed to be 33.6 thousand man-days annually.
		Gross Domestic Production (GDP)		✓		The project is contributing Tk. 70.3 million annually to country's GDP.

১৬। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ জানুয়ারি ২০১৮ হতে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৩২৪.৪৫ লক্ষ টাকা (৯৪.৩২%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন:

Objectives as per PFS	Actual achievement
প্রকল্পের প্রাক-প্রকল্প পরিস্থিতির জন্য একটি মানদন্ড প্রস্তুতকরণ;	প্রাক-প্রকল্প পরিস্থিতির জন্য বেঞ্চমার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে।
প্রকল্পগুলির কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য সূচক চিহ্নিতকরণ;	প্রকল্পগুলির পারফরম্যান্স মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট ইনডিকেটর/সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলির বিপরীতে প্রতিটি প্রকল্পের মূল্যায়ন;	প্রতিটি প্রকল্পকে প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলির বিপরীতে মূল্যায়ন করা হয়েছে।
প্রকল্প সুবিধা মূল্যায়ন;	প্রকল্পের সুবিধা মূল্যায়ন করা হয়েছে।
প্রকল্পের বিদ্যমান কর্মক্ষমতাকে প্রাক-প্রকল্প পরিস্থিতির সাথে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে এই মানগুলির বিবরণের সাথে তুলনাকরণ;	প্রকল্পের কর্মক্ষমতা এবং প্রাক-প্রকল্প পরিস্থিতির মধ্যে একটি তুলনা করা হয়েছে।
প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ভবিষ্যতে উৎকর্ষসাধনের পথ খুঁজে বের করা;	প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য পরামর্শ ও সুপারিশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশের জিডিপিতে প্রতিটি প্রকল্পের অবদানের মূল্যায়ন; এবং	বাংলাদেশের জিডিপিতে প্রতিটি প্রকল্পের সরাসরি অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে।
বাংলাদেশের পানি সম্পদের ভাল ব্যবস্থাপনার জন্য এই প্রকল্পগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা;	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। স্পষ্টতই, এই সমীক্ষা প্রকল্পটি বাংলাদেশের পানিসম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক হবে।

১৮। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

(ক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ১৮/০৬/২০১৯ তারিখে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ২৮/০৬/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়।

(খ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুকূলে সেমিনার ও কনফারেন্স বাবদ ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মোট ৩টি সেমিনার/কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়ার সংস্থান ছিল। কিন্তু বাস্তবে ১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির কারণে সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এতে ব্যয় হয়েছে ৩.৯৪ লক্ষ টাকা। এর প্রভাবে সম্মানী খাতে বরাদ্দকৃত ৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। নির্ধারিত সংখ্যক সেমিনার/কনফারেন্স অনুষ্ঠিত না হওয়ায় প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্টেকহোল্ডারদের মতামত প্রাপ্তি ব্যাহত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

(গ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে বাপাউবো'র মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করে পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে ১০টি সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক প্রতিবছর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এছাড়া পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ প্রকল্পেই মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, অঞ্চল ভিত্তিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রকল্পের অনুকূলে বিভিন্ন জরিপের সংস্থান থাকে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং এর নিরপেক্ষতা ও যৌক্তিকতা বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেহেতু আইএমইডি মূল্যায়নের জন্য বিধিবদ্ধ সংস্থা এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় চাইলে আইএমইডি'র সাথে সমোঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের তালিকা প্রেরণ করতে পারে। এতে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ ব্যতিরেকে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারে। এতে সরকারের সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

(ঘ) এ প্রকল্পসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পে পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে একক উৎস ভিত্তিক ক্রয় (SSS) পদ্ধতিতে পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়। পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ১০৪ (ঘ) (আ) অনুযায়ী ২০.০০ লক্ষ টাকার পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহার যথাযথ। এছাড়া অধিকতর প্রতিযোগিতা এবং পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি Quality Cost Based Selection (QCBS) নির্বাচন করা যৌক্তিক। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে এ ধরণের সমীক্ষা করার ক্ষেত্রে QCBS পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

১৯। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত প্রকল্প এলাকার স্থির চিত্র ও বর্ণনা:



Bhairab River Re-excavation Project



Chandpur Irrigation Project Pump House



Embankment of Dampara Water Management Project



Gorai River Restoration Project



River Bank Protection at the Left Bank of Jamuna River from Bahadurabad Ghat to Futani Bazar, Harindhora to Hargila and Pingna Bazar in Jamalpur District



Water Logging Mitigation Project for Kobadak River (Phase-I)



Mahamaya Chhara Irrigation Project



Manu River Project



New Dakatia-Old Dakatia and Little Feni River Basin Development Project



Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh Project

২০। সুপারিশ/মতামতঃ

(ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে বাপাউবো'র মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ করে পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে ১০টি সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক প্রতিবছর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এছাড়া পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ প্রকল্পেই মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, অঞ্চল ভিত্তিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রকল্পের অনুকূলে বিভিন্ন জরিপের সংস্থান থাকে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ এবং এর নিরপেক্ষতা ও যৌক্তিকতা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

"এক্ষেত্রে আইএমইডি মূল্যায়নের জন্য বিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় চাইলে আইএমইডি'র সাথে সমোঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের তালিকা প্রেরণ করতে পারে। এতে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।"

"অথবা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ ব্যতিরেকে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারে। এতে সরকারের সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।"

(খ) প্রকল্পসমূহের evaluation and impact assessment এর জন্য water resources, land resources, Agriculture crop, livestock, Fisheries, Ecological Resources, Socioeconomics, Economic Analysis ইত্যাদি indicator বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি প্রকল্পেই পানি সম্পদ সংক্রান্ত structural design রয়েছে। এক্ষেত্রে design গুলো সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য উপযুক্ত/ত্রুটিপূর্ণ কিনা এ বিষয়টি প্রতিবেদনে আনা হয়নি। শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় বিবেচনায় আনা হয়েছে;

(গ) CEGIS পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ১০টি প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এ সংক্রান্ত তথ্য আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে;

(ঘ) বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে মোট ৩টি সেমিনার/কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়ার সংস্থান ছিল। কিন্তু বাস্তবে ১টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্ধারিত সংখ্যক সেমিনার/কনফারেন্স অনুষ্ঠিত না হওয়ায় প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্টেকহোল্ডারদের মতামত প্রাপ্তি ব্যাহত হয়েছে এবং প্রতিবেদনটি পূর্ণতা পায়নি;

(ঙ) এ প্রকল্পসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পে পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে একক উৎস ভিত্তিক ক্রয় (SSS) পদ্ধতিতে পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়। পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ১০৪ (ঘ) (আ) অনুযায়ী ২০.০০ লক্ষ টাকার পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যবহার যথাযথ। এছাড়া অধিকতর প্রতিযোগিতা এবং পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি Quality Cost Based Selection (QCBS) নির্বাচন করা যৌক্তিক। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে এ ধরণের সমীক্ষা করার ক্ষেত্রে QCBS পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে;

(চ) পিএফএস এর অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করে তা আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে;

(ছ) পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আইএমইডিকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

=

Feasibility study for re-excavation of small and medium khals, beels in the country শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত - জুন ২০২০)

১। প্রকল্পের নাম : **Feasibility study for re-excavation of small and medium khals, beels in the country.**

২। প্রকল্প পরিচালকের নাম : রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা

৩। প্রকল্পের ধরন : সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (পিএফএস)

৪। বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় টাকা	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মোট (সম্পূর্ণ জিওবি)		মূল	সংশোধিত (সর্বশেষ)			
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৯৮.০০	২৮২.৩৩৫	সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯	সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন ২০২০	সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন ২০২০	-২১৫.৬৬৫ (-৪৩.৩১%)	+০৬ মাস (৩৭.৫০%)

৫। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**	প্রকল্প এলাকা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সংস্থা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)		৮টি বিভাগ	৬৪টি জেলা	৪৯৫টি উপজেলা

৬। অনুমোদনের তারিখঃ : ১৭-১০-২০১৮

৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

মূল উদ্দেশ্যঃ পুনঃখননের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাল, বিল পুনররুদ্ধার, যার মাধ্যমে বন্যা ও জলাবদ্ধতা প্রশমন, সেচ সুবিধা প্রদান, পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ বৃদ্ধি করা যাবে।

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো-

- জীবনযাত্রা, মৎস্য সম্পদ, বাস্তুতন্ত্র (স্থলজ/জলজ) এর বর্তমান পরিস্থিতি পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাল, বিলের বর্তমানে পানির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার মূল্যায়ন;
- জলাভূমির অভয়ারণ্য সংরক্ষণ এবং আশেপাশের জলাশয়ের সুরক্ষার জন্য শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাল, বিলের কার্যকর পুনঃখননের পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি;
- যথাযথ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে খননকৃত মাটি সরানোর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন;
- সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন;
- কৃষি এবং বাস্তুতন্ত্র (জলজ/স্থলজ) এর উপর প্রভাব মূল্যায়ন করা।

খ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

৮. **অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	পিএফএস অনুযায়ী প্রাক্কলন		জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন	
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	(ক) রাজস্ব					
১	পরামর্শক (কোড - ৩২৫৭১০১)	জন-মাস	১৪৩.৭২	১০০%	১২.০৮ (৮.৪১%)	১০.৭১%
২	সার্ভে (কোড - ৩২৫৭১০৪)	১ দফা	৩৫০.০০	১০০%	২৬৮.৮০ (৭৬.৮০%)	৯৫.৬৭%
৩	আপ্যায়ন (কোড - ৩২১১১০৬)	১ দফা	১.২৮	১০০%	০.০০ (০.০০%)	০.০০%
৪	সম্মানী ভাতা (কোড - ৩১১১৩৩২)	১ দফা	৩.০০	১০০%	১.৪৫৫ (৪৮.৫০%)	৪৮.৫০%
	উপ-মোট (ক)		৪৯৮.০০	১০০%	২৮২.৩৩৫ (৫৬.৬৯%)	৭০%
	(খ) মূলধন					
	উপ-মোট (খ)	-	-	-	-	-
	মোট (ক+খ)=		৪৯৮.০০	১০০%	২৮২.৩৩৫ (৫৬.৬৯%)	৭০%

৯। **বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি বিশ্লেষণ:** বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	অনুমোদিত পিএফএস অনুযায়ী			প্রকৃত ব্যয় টাকা	অর্জিত অগ্রগতি
		বরাদ্দ		লক্ষ্যমাত্রা (%)		
		টাকা	প্রকল্প সাহায্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	২০১৮-১৯	২৭৭.০০	-	৬০%	২৩০.৯৯৫	৪৬.৮৬%
২.	২০১৯-২০	২২১.০০	-	৪০%	৫১.৩৪	২৩.১৪%
	সর্বমোট =	৪৯৮.০০	-	১০০%	২৮২.৩৩৫	৭০%

কাঙ্খিত ফলাফল না পাওয়ার কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যাঃ

প্রকল্পটির কার্যক্রম দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত (ক) সার্ভে ও (খ) পরামর্শক সেবা। মাঠ পর্যায়ে সার্ভে কাজ বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি গেলেও পরামর্শক সেবা কার্যক্রমটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যায়নি। পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী গুণগত ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির (QCBS) মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয় এবং প্রকল্পের মূল অনুমোদিত মেয়াদে অর্থাৎ ডিসেম্বর-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি, বিধায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৩৯.১৪.০১১.১৮-৩৯৩ তারিখঃ ১৮-১১-২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর-২০১৮ হতে জুন-২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। সারাদেশে বিরাজমান কোভিড মহামারীর কারণে ২০২০ সালের মার্চ থেকে মোট প্রকল্পের কাজ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে প্রকল্পের সংশোধিত মেয়াদে মধ্যে অর্থাৎ জুন/২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় পরামর্শক সেবাসহ আনুষঙ্গিক কাজসমূহ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। উল্লিখিত

প্রেক্ষাপটে, পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে কাজটি Force Majeure হিসেবে গণ্য করে এর ধারাবাহিকতায় বিরাজমান বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদকাল অতিরিক্ত আরও ৬ (ছয়) মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-২০১৮ হতে ডিসেম্বর-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৩৯.১৪.০১১.১৮-১৭৭ তারিখ: ২৯-০৬-২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের মেয়াদ ২য় বার বর্ধিত করার কোন সুযোগ নাই মর্মে জানানো হয়। সুতরাং প্রকল্পটি ৭০% সামগ্রিক অগ্রগতির ভিত্তিতে অসম্পূর্ণ অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

১০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের অনুমোদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ফরমেট পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত বিভিন্ন প্রতিবেদন;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

প্রকল্পটির কার্যক্রম দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত যেমন-(ক) সার্ভে ও (খ) পরামর্শক সেবা

(ক) সার্ভেঃ জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পুনঃখনন এর জন্য সুপারিশকৃত দেশব্যাপি ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাল, বিলের মাঠ পর্যায়ে সার্ভে করা। উক্ত সার্ভে ডাটা খাল, বিলের পুনরুদ্ধার/পুনরুজ্জীবনকল্পে ডিপিপি প্রণয়ন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে/হবে।

(খ) পরামর্শক সেবাঃ দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাল, বিলের ফিজিবিলিটি স্টাডি তথা সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

১২. **(ক) পিএফএস-এ মোট প্যাকেজ সংখ্যা :** ১ টি (সেবা সংগ্রহ)।

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য :

(লক্ষ টাকা)

প্যাকেজ	(ক) দরপত্র পদ্ধতি (খ) আহবানের তারিখ (গ) প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		ঠিকাদারি/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত		
সেবা						
০১/ ২০১৮-১৯	(ক) গুণগত ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন (QCBS) (খ) ২৪/০১/২০১৯ (গ) ১৪৩.৭২	১৯/১১/২০১৯ ও ১২২.৪৭	১৮/০৬/২০২০	১৮/০৬/২০২০	Kranti associates Ltd. (Kranti), Sub-Consultant with: Strategic Planning and Management Consultants Ltd. (SPMC) and O.S. Foundation & Consulting Engineers Ltd. (OSFCEL), H-548, R-10, Baitul Aman Housing Society,	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী গুণগত ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির (QCBS) অধীন পুরো প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়। এছাড়া সারাদেশে বিরাজমান কোভিড মহামারীর কারণে ২০২০ সালের মার্চ থেকে মোট

					Adabor, Dhaka-1207.	প্রকল্পের কাজ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়।

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্ব কাল	দায়িত্বের ধরন (অতিরিক্ত/মূল)
১।	রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মনিটরিং সার্কেল কাবিখা, বাপাউবো, ঢাকা।	২৮-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-০৬-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত।	অতিরিক্ত

১৪। **অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:** অদ্যাবধি অডিট সম্পাদন হয়নি।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৫.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন নদ-নদী, খাল, জলাশয় তথা চ্যানেল যেমন নদী ও স্রোত, মিঠা পানির হ্রদ এবং জলাভূমি, হাওর, বাওড়, বিল, ঝিল, জলাধার, মৎস্য চাষের পুকুর, বন্যা কবলিত চাষাবাদযোগ্য জমি, এবং বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ জলাভূমি সহ মোহনা এলাকা প্রচুর পরিমাণে পানি ধারণ করে। হাওর, বাওড়, খাল, বিল ও ঝিল স্বচ্ছ পানি এবং মিঠা পানির জলাভূমি হিসেবে চিহ্নিত। মিঠা পানির জলাভূমি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের বড় জলাশয় যেখানে অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন চ্যানেলগুলির মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের পানি জমা হয়। বাংলাদেশে অনেক খাল ও বিল রয়েছে।

বাংলাদেশের জীবন ও জীবিকা মূলত মিঠা পানির জলাভূমির উপর নির্ভর করে। মিঠা পানির জলাভূমিগুলি দেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তুতন্ত্র, অর্থনীতি এবং জীবিকার ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও, কালক্রমে ক্রমাগত সেডিমেন্ট ডিপোজিশন এর কারণে জলাভূমির পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, নদীর প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে, প্লাবনভূমি ও নদীর মধ্যে প্রাকৃতিক সংযোগ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, জলাভূমি অবৈধ দখল হয়েছে এবং ফলস্বরূপ দূষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে নৃতাত্ত্বিক কর্মের মাধ্যমে বেশিরভাগ খাল ও বিল যথেষ্ট সঙ্কুচিত হয়েছে এবং পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, অনেক এলাকায় শুষ্ক মৌসুমের ভূপৃষ্ঠের পানি হ্রাসের কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অগভীর নলকূপের সীমার বাইরে নেমে গেছে, যা ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং সেচ সুবিধা ব্যাহত করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশের উন্নয়নের জন্য ক্যাপিটাল এবং মেইনটেনান্স ড্রেজিং এর মাধ্যমে জলাশয়গুলি পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছেন যার এর ফলে পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, বন্যার প্রশমন এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ নিশ্চিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ইতোমধ্যে দেশের প্রধান নদীগুলিকে পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছে। পলি পড়ে ভরাট হওয়া মিঠা পানির জলাভূমিও পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। সুতরাং পুনরুদ্ধারের জন্য খাল, বিল পুনঃখনন করা অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ায় খাল, বিল এবং ডোবায় শুষ্ক মৌসুমে ধারণকৃত পানি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার, মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং সেচের পানি সরবরাহ করার সুযোগ থাকবে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং দেশ সমৃদ্ধ হবে।

উপরোক্ত বিবেচনায়, এই ফিজিবিলিটি স্টাডি ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাল, বিল পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, সেচের সুবিধা প্রদান, মাছের প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীদের আবাসস্থল সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে।

১৫.২। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১৭/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সমীক্ষা প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মূল অনুমোদিত মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকাল ৬ মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রশাসনিক আদেশ ১৮/১১/২০১৯ তারিখে জারি করা হয়।

১৬। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ২৮২.৩৩৫ লক্ষ টাকা (৫৬.৬৯%) ও বাস্তব অগ্রগতি ৭০%।

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন :**

Objectives as per PFS	Actual achievement
To assess the present situation of livelihood, fisheries resources, ecosystem (land/aquatic) as well as the current water utilization of small and medium khals, beels.	The project is divided into two major components (a) Conducting field survey of selected (by DWRDMC) existing small and medium khals, beels in the country for restoration/ revitalization and the acquired data's will be used for the preparation of a DPP and (b) feasibility study for re-excavation of small and medium khals, beels in the country. These 2 components cover all the objectives of the project. Implementation of the survey work nearly achieved its target, but the consultancy service for feasibility study was lagging too much due to lengthy and time consuming QCBS process according to PPR-2008. So, 1st time extension was allowed by the MoWR. The duration of the project was extended from September 2018 to June 2020 without any increase in cost. But the total project work was hampered greatly from March 2020 onward due to Covid pandemic situation prevailing across the country. On that ground, 2nd time extension of the project was applied from BWDB to MoWR for another six months from July 2020 to December 2020 considered as Force Majeure. But according to letter from MoWR, there was no scope of 2nd time extension for a study. So the project was declared complete with 70% overall progress. Although the project was forcefully completed, most of the objectives have been achieved. A new DPP has been formulated from surveyed information & the DPP has been processed for approval.
To plan for restoration of dry season water availability to conserve wetland sanctuaries and protecting surrounding watersheds.	
To develop planning and design of effective re-excavation of small and medium khals, beels.	
To select suitable location for disposal of excavated earth with proper management plan.	
To assess social and environmental impact.	
To assess impact on agriculture and ecosystem (aquatic/land).	

১৮। পরামর্শক নিয়োগঃ

পিএফএস অনুযায়ী					চুক্তি অনুযায়ী			মন্তব্য
ক্রঃ নং	পরামর্শকের ধরণ	সং খ্যা	কার্যমাস	সম্মানী	সং খ্যা	কার্য মাস	সম্মানী	
১	Team Leader/ Water Resources Planning Specialist	১	৬	২৪০০০০/-	১	৬	১৫৯০০০০/-	Lump Sum চুক্তির ভিত্তিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ইনসেপশন প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত শতাংশে (%) নিম্নোক্ত বিল
২	Environmenta	১	৩	১০৫০০০০/-	১	৩	৭৬৫০০০/-	

	l Specialist							প্রদান করা হয়েছে।
৩	Hydrologist	১	৩	১০৫০০০০/-	১	৩	৭৬৫০০০/-	
৪	Design Engineer	১	৩	১০৫০০০০/-	১	৩	৭৬৫০০০/-	
৫	Socio-Economist	১	৩	১০৫০০০০/-	১	৩	৭৬৫০০০/-	
৬	GIS Specialist	১	২	৭০০০০০/-	১	২	৪০০০০০/-	
৭	Fishery Expert	১	২	৭০০০০০/-	১	২	৫১০০০০/-	
৮	Ecologist	১	২	৭০০০০০/-	১	২	৫১০০০০/-	
৯	Data Analyst	১	৪	৪০০০০০/-	১	৪	৬০০০০০/-	
	Total	৯	২৮	৯১,০০০০০/-	৯	২৮	৬৬,৭০০০০/-	
	Direct Cost			৫২,৭২০০০/-			৩০,৭০০০০/-	
	Grand Total (Including IT & VAT)			১,৪৩,৭২০০০.০০			১,২২,৪৬,৯৭৭.২৭	

রিপোর্ট	মূল চুক্তির %	প্রদান কৃত বিল (লক্ষ টাকা)
ইনসেপশন	১০	১২.০৮
ইনটেরিম	২৫	-
ড্রাফ্ট ফাইনাল (ডিটেইল ডিজাইনস হ)	৩৫	-
ফাইনাল	৩০	-
সর্বমোট =		১২.০৮

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট দাখিল ব্যতীত আর কোন বাস্তব অগ্রগতি না হওয়ায় এবং তৎপ্রেক্ষিতে অন্যান্য রিপোর্ট না পাওয়ায় আর কোন বিল প্রদান করা হয়নি।

১৯। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত** প্রতিবেদন:

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শুধুমাত্র ইনসেপশন রিপোর্ট দাখিল করা হয়। পিএসএফ অনুযায়ী চুক্তির পর ২য় মাসের শেষে Inception Report এর ৩য়, ৫ম এবং ৭ম মাসে progress report, ৮ম মাসে Draft Final report এবং ৯ম মাসে Final report দেওয়ার বিষয়ে উল্লেখ ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চুক্তির পর ২য় মাসে অর্থাৎ জানুয়ারী, ২০২০ খ্রিঃ মাসে Inception Report এর পর আর কোন Report দেয়া হয়নি।

২০। সার্ভেঃ

পিএসএফ এর আওতায় ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সার্ভে এর সংস্থান ছিল। এ কাজটি সম্পাদনের জন্য ২৬৮.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সারদেশে বিদ্যমান খননযোগ্য ছোট নদী, খাল ও জলাশয় যাচাই বাছাই শেষে ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি তালিকা প্রণয়ন করে। উক্ত তালিকা অনুযায়ী বর্ণিত পিএফএস এর আওতায় বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের ৭০টি দপ্তর কর্তৃক জরিপ কাজ সম্পন্ন করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সন্নিবেশ করত প্রস্তাবিত ''৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পে ২১২টি ছোট নদী, ২০০৪টি খাল ও ৯৯টি জলাশয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয় যার মোট দৈর্ঘ্য- ১৩৮৪৩.২৮৯ কিঃমিঃ। উল্লেখ্য যে, উক্ত ডিপিপি'র উপর গত ০২/০২/২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়।

২১। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

২১.১। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াকরণ অনুমোদন সংশোধন ২০১৬ শীর্ষক পরিপত্রের ১৬.১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "কোন প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রস্তাব আইএমইডির সুনির্দিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি/এসপিইসি এর সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে

নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবেন এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদনের ০১ (এক) মাসের মধ্যে একনেক সভাকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে" নিয়ম অনুসরণের বিধান রয়েছে। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিধানটি অনুসরণ করা হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়। বাংলাদেশে প্রথম করোনা মহামারী শুরু হয় ৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে এবং বর্তমানে তা বিদ্যমান আছে। বাংলাদেশে করোনা মহামারীর শুরুর দিকে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতংক বিরাজ করছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে ধাপে ধাপে সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি বন্ধসহ সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করা হয়, বিধায় আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হলেও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। যেহেতু সমীক্ষা প্রকল্পটি ডিপিইসি (বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি) এর সভার মাধ্যমে অনুমোদন হয়েছিল। এক্ষেত্রে কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্তির ক্ষেত্রে ডিপিইসি সভার মাধ্যমে সমাপ্ত ঘোষণা করা উচিত ছিল। এতে পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যতয় পরিলক্ষিত হয়েছে।

২১.২। প্রকল্পের আওতায় QCBS পদ্ধতি অনুসরণ করে EOI (Expression of Interest) হতে Contract Award পর্যন্ত ১০ মাস সময় লাগে। এর কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায় যে, Consultant নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য Expression of interest (EoI) এর বিজ্ঞাপন পত্রিকায়, BWDB এর Website (www.bwdb.gov.bd) এবং CPTU এর Website (www.cptu.gov.bd) এ প্রকাশের জন্য প্রণয়নকৃত খসড়া বিজ্ঞাপন মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয়ের ডায়েরী নং-৭৫৬৭, তারিখঃ ২৫/১১/২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত বিজ্ঞাপনটি ২৮-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে BWDB এর Website, দৈনিক জনকন্ঠ ও The Financial Express পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ''পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮'' এর তফশিল-২ এর ১৬(১১) ধারা মতে ৫০ লক্ষ টাকা বা তদুর্দ্ধের মূল্যের বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে CPTU এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখ্য বিজ্ঞাপনটি CPTU এর Website এ প্রকাশের নিমিত্তে কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবো'র সহিত যোগাযোগ করে তথ্য প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৯-০২-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত CPTU এর রেজিষ্ট্রেশন না পাওয়ায় বিজ্ঞাপনটি (EoI) গ্রহণের তারিখ ২৪-০২-২০১৯ হতে ০৫-০৩-২০১৯ তারিখ পরিবর্তন করতঃ Corrigendum-1 ২০-০২-২০১৯ তারিখের দৈনিক জনকন্ঠ ও The Financial Express পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ০৪-০৩-২০১৯ তারিখেও CPTU এর রেজিষ্ট্রেশন না পাওয়ায় EoI গ্রহণের তারিখ ০৫-০৩-২০১৯ হতে ১৪-০৩-২০১৯ পরিবর্তন করতঃ Corrigendum-2 গত ০৫-০৩-২০১৯ তারিখের দৈনিক জনকন্ঠ ও The financial Express পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে CPTU এর সহিত যোগাযোগ করায় অবশেষে ০৫-০৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে CPTU এর Website এ বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ হয়। ১৪-০৩-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত আগ্রহব্যক্ত করণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট Proposal Opening Committee (POC) কর্তৃক গত ১৪-০৩-২০১৯ তারিখে বর্ণিত আগ্রহব্যক্তকরণ প্রস্তাব (EoI) উন্মুক্ত করা হয়। মোট ১৫টি প্রতিষ্ঠান আগ্রহব্যক্তকরণ প্রস্তাব (EoI) দাখিল করেন। ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট Proposal Evaluation Committee (PEC) কর্তৃক ২৯-০৪-২০১৯ ও ৩০-০৫-২০১৯ তারিখে সভা করে আগ্রহব্যক্তকরণ প্রস্তাব (EoI) মূল্যায়ন পূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন এবং সুপারিশ সহকারে উহার প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় । অংশগ্রহণকৃত মোট ১৫টি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠান Short-Listed হয়। অতিরিক্ত মহা-পরিচালক(পরিকল্পনা), বাপাউবো, ঢাকা মহোদয় কর্তৃক গত ১৬-০৬-২০১৯ তারিখে তা অনুমোদন করা হয়।

১৯/০৬/২০১৯ তারিখে মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত Request for Proposal (RFP) অত্র দপ্তর স্মারক নং ৪২.০১.০০০০.৩৩৩.০৬.০০১.১৯-২১৬তারিখঃ২০/০৬/২০১৯ মোতাবেক ৭ (সাত) টি Short-Listed প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রেরণ করা হয়।

প্রকল্পের আওতায় QCBS পদ্ধতি অনুসরণ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১০৫(২), ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৫ মোতাবেক ToR Finalization, Call for EOI, Receipt of EOI, Evaluate EOI by PEC, Prepare shortlist, Review, shortlist, Finalized shortlist, Approval from HoPE of the shortlist, Prepare RFP, Approval from HoPE of RFP, Send RFP to the short listed firms, Receive proposals, Evaluate Technical Proposal by PEC, Approval from HoPE of Technical Evaluation, Evaluate Financial Proposal by PEC, Determine Combined Evaluation, Negotiation, Approval from HoPE of Negotiation Report, Contract Sign পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়।

২১.৩। চুক্তি অনুযায়ী কাজটি ১৯/১১/২০১৯ তারিখে শুরু ১৮/০৬/২০২০ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজটি ১৮/০৬/২০২০ তারিখে কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করা হয়। কারণ বাংলাদেশে প্রথম করোনা

মহামারী শুরু হয় ৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে এবং বর্তমানে তা বিদ্যমান আছে। বাংলাদেশে করোনা মহামারীর শুরুর দিকে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতংক বিরাজ করছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে ধাপে ধাপে সরকারী-বেসরকারী অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি বন্ধসহ সর্বাত্মক লকডাউন ঘোষণা করা হয়। এহেন পরিস্থিতিতে ২য় দফায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা হলেও, তা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা হয়নি। আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হয়েছে।

২১.৪। পরামর্শক ফার্ম মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রথম করোনা মহামারী শুরুর (৮ মার্চ, ২০২০) তারিখে ডাটা সংগ্রহ সমাপ্ত করে। এক্ষত্রে কোভিড কালীন সময়ে work from home basis এ অন্যান্য report গুলো প্রদান করা যেতো। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক প্রকৃতপক্ষে চুক্তির পর ২য় মাসে অর্থাৎ জানুয়ারী, ২০২০ খ্রিঃ মাসে Inception Report এর পর আর কোন Report দেয়া হয়নি।

২১.৫। প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্ত ঘোষিত হলেও অদ্যাবধি অডিট নিষ্পত্তি হয়নি। বর্তমানে অডিট নিষ্পত্তির জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.৩৩৩.০৬.০০১.১৯-৭৮ তারিখ: ২০-১০-২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক পরিচালক, অডিট পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা বরাবর পত্র মারফত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অডিট দপ্তর থেকে অদ্যাবধি কোন প্রকার অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি।

২১.৬। পিএসএফ অনুযায়ী Consultant remuneration বাবদ ৯১.০০ লক্ষ টাকা ও Direct cost বাবদ ৫২.৭২ লক্ষ টাকা বারাদ্দ ছিল। চুক্তি অনুযায়ী Consultant remuneration বাবদ ৬৬,৭০০০০ টাকা ও Direct cost বাবদ ৩০,৭০০০০ টাকা পরিশোধের শর্ত ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক Inception report দাখিল করায় মূল চুক্তির ১০% অর্থাৎ ১২.০৮ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়।

২১.৭। জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক খাল, বিল, জলাশয় নির্ধারণ করলে পরামর্শক ফার্ম কি কাজ করেছে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সারাদেশে বিদ্যমান খননযোগ্য ছোট নদী, খাল ও জলাশয় যাচাই বাছাই শেষে ডিপিপি প্রণয়ণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি তালিকা প্রণয়ন করে। উক্ত তালিকা অনুযায়ী বর্ণিত পিএফএস এর আওতায় বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের ৭০টি দপ্তর কর্তৃক জরিপ কাজ সম্পন্ন করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সন্নিবেশ করত প্রস্তাবিত ''৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (২য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পে ২১২টি ছোট নদী, ২০০৪টি খাল ও ৯৯টি জলাশয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয় যার মোট দৈর্ঘ্য- ১৩৮৪৩.২৮৯ কিঃমিঃ।

পরামর্শক ফার্মের কাজ শুধুমাত্র খাল, বিল, জলাশয় নির্ধারণ করা ছিল না। প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী বিভিন্ন উৎস হতে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, ডাটা বিশ্লেষণ, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব ডাটা বিশ্লেষণ, কারিগরী দিক বিশ্লেষণ, ডিজাইন প্রণয়ন, প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ, ডিপিপি প্রণয়ন ইত্যাদিও ছিল। পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক শুধুমাত্র Inception report দাখিল করে।

২১.৮। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াকরণ অনুমোদন সংশোধন ২০১৬ শীর্ষক পরিপত্রের ১ (চ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ''পর্যায় ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার সময় পূর্ববর্তী পর্যায়ের (Previous Phase) সমাপ্ত প্রকল্পের উপর আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাযথভাবে পরীক্ষা করে তার আলোকে বিবেচ্য প্রকল্প অনুমাদনের সুপারিশ করা।'' বর্তমানে চলমান ''৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পর্যায় সমাপ্তির পর আইএমইডির মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ করা যোক্তিক হবে।

২২। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত প্রকল্প এলাকার স্থির চিত্র ও বর্ণনা:



চিত্রঃ ঢাকা জেলার ভাটারা উপজেলাধীন সাঁতারকুল খাল (৫কিঃমিঃ)



চিত্রঃ খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলাধীন বাসুখালী খাল (৩ কিঃমিঃ)

২৩। সুপারিশ/মতামতঃ

২৩.১। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াকরণ অনুমোদন সংশোধন ২০১৬ শীর্ষক পরিপত্রের ১৬.১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "কোন প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রস্তাব আইএমইডির সুনির্দিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি/এসপিইসি এর সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করবেন এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদনের ০১ (এক) মাসের মধ্যে একনেক সভাকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে" নিয়ম অনুসরণের বিধান রয়েছে। এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিধানটি অনুসরণ করা হয়নি। যেহেতু সমীক্ষা প্রকল্পটি ডিপিইসি (বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি) এর সভার মাধ্যমে অনুমোদন হয়েছিল। এক্ষেত্রে কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্তির ক্ষেত্রে ডিপিইসি সভার মাধ্যমে সমাপ্ত ঘোষণা করা উচিত ছিল। এতে পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যতয় পরিলক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীতে কোন প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করতে হবে;

২৩.২। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াকরণ অনুমোদন সংশোধন ২০১৬ শীর্ষক পরিপত্রের ১ (চ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ''পর্যায় ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার সময় পূর্ববর্তী পর্যায়ের (Previous Phase) সমাপ্ত প্রকল্পের উপর আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাযথভাবে পরীক্ষা করে তার আলোকে বিবেচ্য প্রকল্প অনুমাদনের সুপারিশ করা।'' বর্তমানে চলমান ''৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের ১ম পর্যায় সমাপ্তির পর আইএমইডির মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২য় পর্যায়ের প্রকল্প গ্রহণ করা যোক্তিক হবে;

২৩.৩। প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্ত ঘোষিত হলেও অদ্যাবধি অডিট নিষ্পত্তি হয়নি। যেহেতু প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে সেহেতু সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে কিনা এ বিষয়টি অডিট কর্তৃক যাচাই করা প্রয়োজন। মার্চ ২০২২ এর মধ্যে অডিট নিষ্পত্তি করে আইএমইডিকে জানাতে হবে;

২৩.৪। পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আইএমইডিকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশণ ও সেচ (১ম সংশোধিত)
শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০২০)

১। প্রকল্পের নাম : **নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশণ ও সেচ (১ম সংশোধিত)**
২। প্রকল্পের অবস্থান : জেলাঃ নওগাঁ, উপজেলাঃ সাপাহার ও পোরশা।
৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (সংশোধিত অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪১৯৫.৭৫	৪০৭০.০৮	৩৮৬৯.৯০	সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন ২০১৯	সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন ২০২০	সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন ২০২০	২০০.১৮ (-৪.৯২%)	(৩৫.২৯%) ১ বছর

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

আরডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	সংশোধিত অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব ব্যয়:**					
	সরবরাহ ও সেবা					
১	পেট্রোল, লুব্রিক্যান্ট	দফা	১	৬.০০	১০০.০০	৫.৯৭ (৯৯.৫০%)
২	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	দফা	১	৪.০০	১০০.০০	৩.৯৯ (৯৯.৭৫%)
৩	স্টেশনারি, সীল ও স্ট্যাম্প	দফা	১	৩.৫০	১০০.০০	৩.৪৯ (৯৯.৭১%)
৪	বিভিন্ন কমিটির সম্মানি (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি ইত্যাদি)	দফা	১	৬.০০	১০০.০০	৫.৬২ (৯৩.৬৭%)
৫	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	দফা	১	৮.০০	১০০.০০	৭.১৪ (৮৯.২৫)
৬	জরিপ ও অনুসন্ধান	দফা	১	৬.০০	১০০.০০	৫.৯৮ (৯৯.৬৭%)
৭	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	দফা	১	৩.৫০	১০০.০০	১.৪৯ (৪২.৫৭%)
৮	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	দফা	১	৫.০০	১০০.০০	৪.৯৯ (৯৯.৮০%)

আরডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	সংশোধিত অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	উপমোট			৪২.০০	১০০.০০	৩৮.৬৭ (৯২.০৭%)
(খ) মুলধন						
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়						
	জীপ গাড়ি	টি	১	৫৮.০০	১০০.০০	৫৪.৩১ (৯৩.৬৪%)
	মটর সাইকেল	টি	২	৪.০০	১০০.০০	৩.৬৭ (৯১.৭৫%)
	স্ট্যান্ড, স্টাফসহ লেভেলিং মেশিন	সেট	১	১.৫০	১০০.০০	১.৪৯ (৯৯.৩৩%)
	লেজার প্রিন্টারসহ ল্যাপটপ	সেট	১	১.৫০	১০০.০০	০.৭৯ (৫২.৬৬%)
	ফটোকপিয়ার মেশিন	টি	১	১.০০	১০০.০০	০.৯৯ (৯৯.০০%)
	বনায়ন	দফা	১	১০.০০	১০০.০০	৯.৯৮ (৯৯.৮০%)
	ভূমি অধিগ্রহণ, স্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন ফিসহ	হেক্টর	৩.৫১	২১৬.৫২	১০০.০০	২০২.৩৫ (৯৩.৪৬%)
নির্মাণ/পূর্ত কাজ						
	হাপানিয়া নামক স্থানে ১৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ (পূর্ত কাজ)	টি	১	২১০৬.৭২	১টি (১০০.০০%)	১৮৪১.৮৯ (৯৭.৩১%)
	রেগুলেটরের ১৪টি গেট প্রস্তুতকরণ, সরবরাহ ও স্থাপন (যান্ত্রিক কাজ)	টি	১৪	২১৪.০২	(১০০.০০%)	২১৩.৯১ (৯৯.৯৪%)
	জবাইবিল খাল পুনঃখনন	কিঃ মিঃ	১৭.৫৫	৫৯৩.৪০	১০ কি: মি: (৯৬.০০%)	৫২৬.৯১ (৮৮.৭৯%)
	বিভিন্ন লোকেশনে ইনলেট নির্মাণ	টি	১০	৩৪.৩৭	১০টি (১০০.০০%)	৩৩.২৭ (৯৬.৭৯%)
	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ	কিঃ মিঃ	১০	৬৬১.২৪	(১০০.০০%)	৬০৫.০১ (৯১.৪৯)
	এ্যাপ্রোচ বাঁধের উভয় দিকে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	মিটার	৮০০	৩৩৬.৮৩	৮০০ মি: (১০০.০০%)	৩৩৬.৬৬ (৯৯.৯৫%)
	উপমোট (মুলধন)			**৪০২৫.০৮**	৯৭.৫৬	**৩৮৩১.২৩ (৯৪.১৩%)**
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	**থোক**		**১.০০**	-	**-**
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	**থোক**		**২.০০**	-	**-**
	সর্বমোট (ক+ খ)			**৪০৭০.০৮**	**৯৮.৬৫**	**৩৮৬৯.৯০ (৯৫.০৮%)**

৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ।

৮। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ:</u>

৮.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ফসল উৎপাদন নিবিড়তা ১৩২.১৪% হতে ১৯৭.৩২% এ উন্নিতকরণ;
- জবাইবিল খালের পানি ধারণ/নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- ১৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণের মাধ্যমে জবাইবিল এবং জবাইবিল সংলগ্ন ১১২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বারান্বিত করা;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

৮.২। প্রকল্পের পটভূমিঃ "নাওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের অবস্থান নওগাঁ হেড কোয়ার্টার হতে প্রায় ৮০ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ-ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। প্রকল্পটির গ্রস এরিয়া ১৪,৫০০ হেক্টর এবং নিট সেচযোগ্য এরিয়া ১১,২০০ হেক্টর। প্রকল্প এলাকায় জবাইবিল নামক একটি বড় বিল রয়েছে। উল্লেখিত বিলের সংগে প্রায় ১৮,০০০ কিঃ মিঃ জবাইবিল খালের সংযোগ রয়েছে, যা ভাটিতে পুনর্ভবা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। জবাইবিল খালের মাধ্যমে জবাইবিলের বন্যার পানি পুনর্ভবা নদীতে নিষ্কাশিত হয়। বিলটি ধান উৎপাদনের ভান্ডার হিসেবে পরিচিত। জবাইবিল খালের উপর কোন পানি নিয়ন্ত্রক কাঠামো না থাকায় বিলের পানি পুনর্ভবা নদীতে নেমে যায়। ফলে শুষ্ক মৌসুমে কৃষকগণের সেচের পানির অভাবে ধান উৎপাদন ব্যাহত হয়। বর্ষাকালে পুনর্ভবা নদীর পানি জবাইবিল খাল দ্বারা প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি করে এবং বালু ভরাট হয়ে বিল এলাকার ফসলি জমি নষ্ট করে। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান প্রায় ১৪.০০ কিঃ মিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধটি নিচুঁ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছরই প্রকল্প এলাকার ফসলি জমি এবং ঘরবাড়ি বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে বাপাউবো কর্তৃক কারিগরি কমিটি গঠন ও কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়।

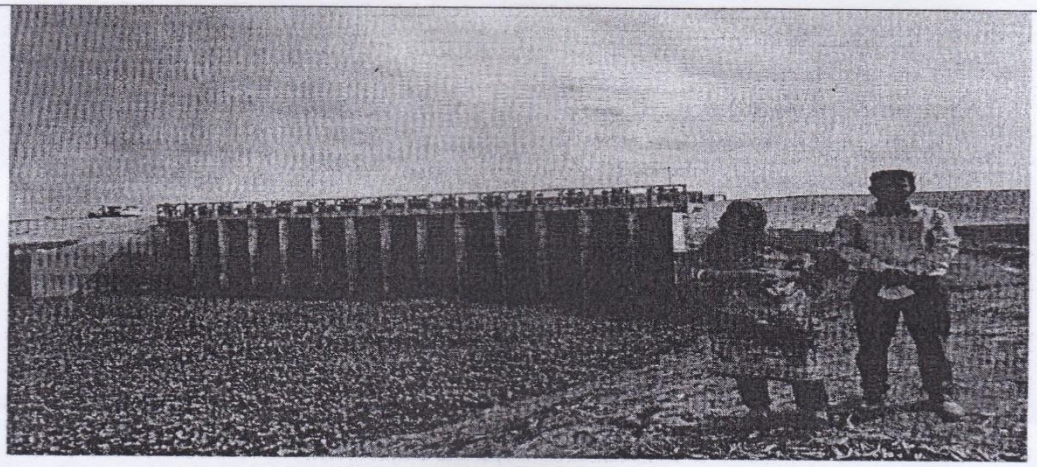
৮.৩। প্রকল্পের অনুমোদনঃ মূল প্রকল্পটি মোট ৪১৯৫.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে ১৫/১২/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২১/১২/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদন আদেশ জারি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় ১২৫.০০ লক্ষ টাকা হ্রাসপূর্বক মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পের ১ম সংশোধন ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন করা হয়।

৮.৪। প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ জবাইবিল খাল পুনঃখনন, ইনলেট নির্মাণ, এ্যাপ্রোচ বাঁধের স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ এর ডিজাইন সংশোধন, জবাইবিল খালের দৈর্ঘ্য কমে যাওয়া, জমি অধিগ্রহণ সমস্যা, প্রকল্প এলাটি নিচু হওয়ার জন্য কার্য এলাকা পানিতে ডুবে থাকা, ডিজাইন দেরিতে পাওয়ার কারণে দরপত্র আহবানে বিলম্ব, ২০১৭ সালের ব্যাপক বন্যা, আগাম, দীর্ঘস্থায়ী ও অতিবৃষ্টির কারণে প্রকল্পটি সংশোধিত হয়েছে। এছাড়া মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ১৪.০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিলো। তন্মধ্যে ৪.০০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যে বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত পাকা রাস্তা থাকায় উক্ত ৪.০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়ন প্রয়োজন হয়নি এবং সে অনুযায়ী ১৪.০০ কিঃ মিঃ এর পরিবর্তে ১০.০০ কিঃ মিঃ বাঁধ পনুরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান রেখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। এছাড়া মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে ২০.০০ কিঃ মিঃ জবাইবিল খাল

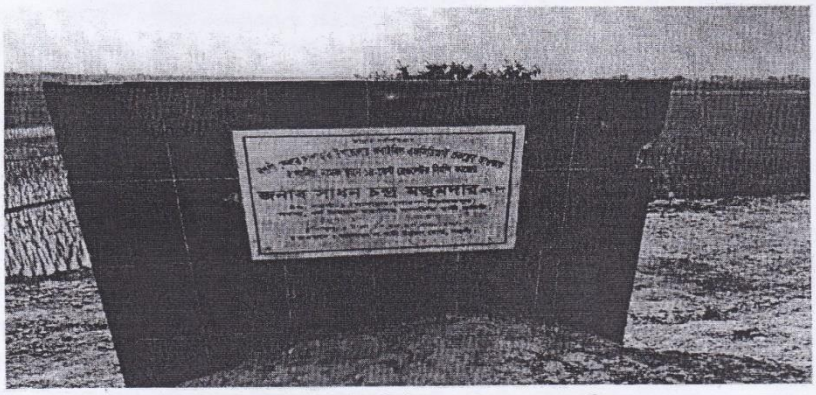
পুনঃখননের নির্ধারিত ছিলো-যার মধ্যে ১.০০ কিঃ মিঃ বিএমডিএ কর্তৃক খনন হয় এবং ১.৪৫ কিঃ মিঃ সীমান্ত এলাকার নিকটবর্তী হওয়ায় খনন কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে (২০-১-১.৪৫) ১৭.৫৫ কিঃ মিঃ জবাইবিল খাল পুনঃখননের সংস্থান রাখা হয়।

৯। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ গত ১২/০৪/২০২১ তারিখে আইএমইডি'র উপপরিচালক জনাব উপমা আকতার কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

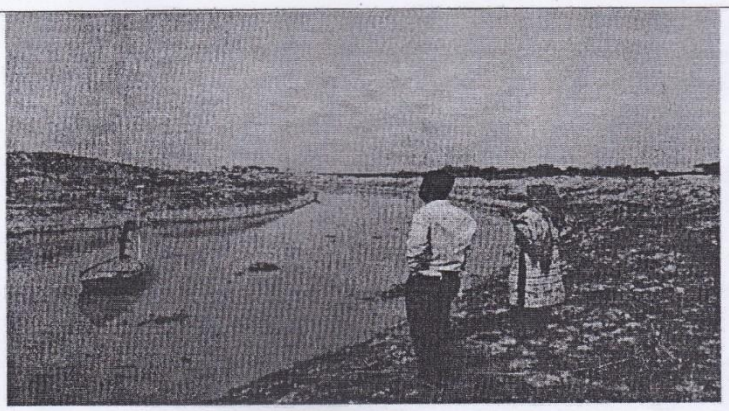
প্রকল্প পরিদর্শনের খন্ড চিত্র



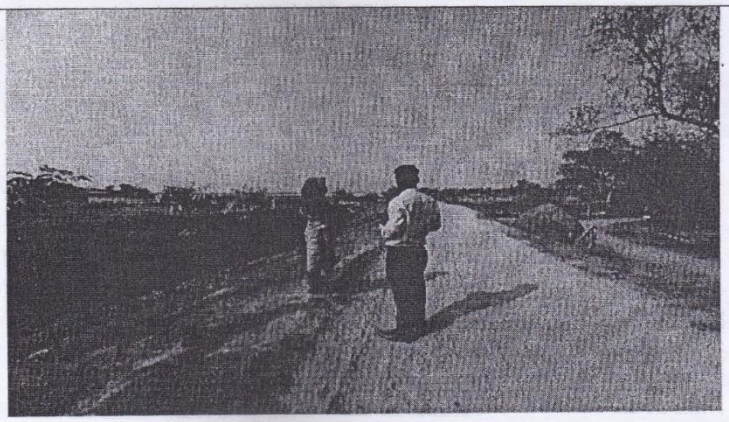
চিত্রঃ রেগুলেটর পরিদর্শনের খন্ড চিত্র।



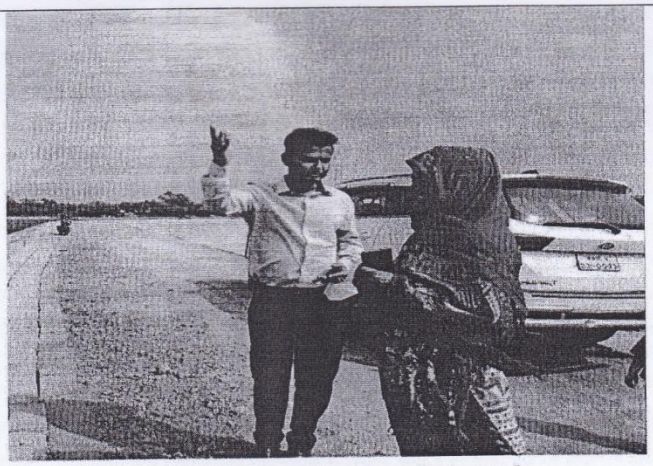
চিত্রঃ প্রকল্পের রেগুলেটর নির্মাণ কাজ উদ্বোধনের খন্ড চিত্র।



চিত্রঃ জবাইবিল খাল পরিদর্শনের খন্ড চিত্র।



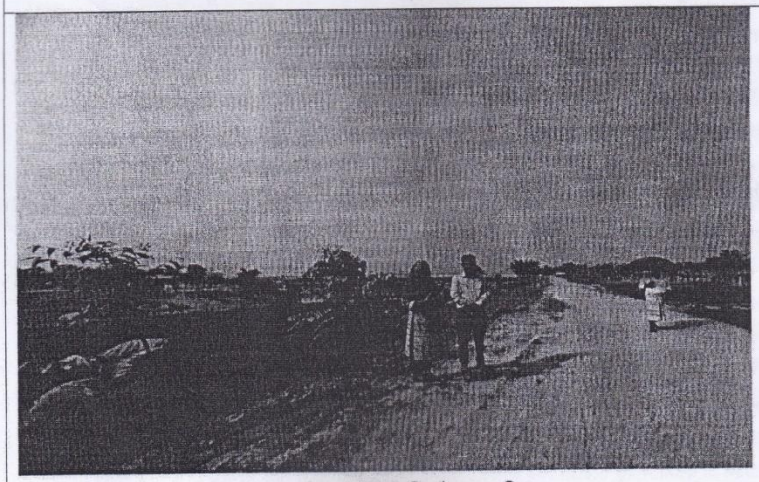
চিত্রঃ বাঁধ পরিদর্শনের খন্ড চিত্র।



চিত্রঃ **এ্যাপ্রোচ বাঁধের স্লোপ প্রোটেকশন কাজ** পরিদর্শনের খন্ড চিত্র।



চিত্রঃ **ইনলেট** পরিদর্শনের খন্ড চিত্র।



চিত্রঃ **বনায়ন** পরিদর্শনের খন্ড চিত্র।

১০। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ১৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ-১টি;
- খাল পুনঃখনন-১৭.৫৫০ কিঃ মিঃ;
- এ্যাপ্রোচ বাঁধের উভয়দিকে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ-৮০০.০০ মিটার;
- ইনলেট নির্মাণ-১০টি;
- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ-১০.০০ কিঃ মিঃ;
- বনায়ন।

১১। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর কাজের বর্তমান অবস্থাঃ

১১.১ ইনলেট নির্মাণ কাজঃ মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মোট ১৭৭.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০টি ইনলেট নির্মাণের সংস্থান ছিল। কিন্তু ১০টি ইনলেট নির্মাণের চুক্তিমূল্য ৩৪.৩৭ লক্ষ টাকা হওয়ায় ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে এ অংগের ব্যয় হ্রাসপূর্বক সাশ্রয়কৃত অর্থ অন্য অংগে সমন্বয় করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনকালে ইনলেটসমূহ সচল অবস্থায় পাওয়া যায়। নির্মিত ইনলেটসমূহ যথাযথাভাবে কার্যকর রয়েছে বলে জানা যায়। শুষ্ক মৌসুমে ইনলেটসমূহের মাধ্যমে কৃষকগণ প্রয়োজনীয় সেচের পানি সরবরাহ নেয়। ইনলেটসমূহ শুষ্ক মৌসুমসহ সবসময় সচল রাখার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও ইনলেটের প্রবেশমূখ হতে মাটি অপসারণ এবং রক্ষাণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

১১.২ রেগুলেটর নির্মাণ (১৪-ভেন্ট): মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী জবাইবিল খালের উপর মোট ১৮৯৭.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ১৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণের সংস্থান ছিল। রেগুলেটরের পূর্ত কাজ ঠিকাদারের মাধ্যমে করার সংস্থান ছিল এবং মেকানিক্যাল অংশটি বাপাউবো'র মেকানিক্যাল বিভাগ কর্তৃক সম্পাদনের সংস্থান ছিল। এ কারণে মেকানিক্যাল অংশের ব্যয়সহ রেগুলেটরটি নির্মাণের জন্য ১ম সংশোধনের ব্যয় ২০৯.৬৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে মোট ২১০৬.৭২ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে রেগুলেটরটি নির্মাণে ২০৫৫.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সরেজমিন পরিদর্শনকালে রেগুলেটরটি সচল রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য চালু করতে বলা হয়। কিন্তু ঐ মুহূর্তে বিদ্যুৎ না থাকায় তা চালু করে দেখা যায়নি। জানা যায় ইলেকট্রিক্যালি অপারেট করা ছাড়াও ম্যানুয়ালিও রেগুলেটরটির গেট খোলা যায়। তবে ম্যানুয়ালি গেট খোলা অনেক কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ বিষয়। রেগুলেটরটির রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির জন্য একটি কন্ট্রোল রুম নির্মাণ করা হয়েছে রাজস্ব বাজেট হতে। এছাড়া অত্র এলাকার একজন লোক লোক স্বেচ্ছায় বিনা পরিশ্রমিকে রেগুলেটরটির তদারকি করে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অবহিত করে। রেগুলেটরটির নিয়মিত গেট খোলার প্রয়োজন না থাকায় এটি মরিচা পড়াসহ অচল হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায় প্রয়োজন অনুযায়ী রেগুলেটরটি খোলা হয়। রেগুলেটরটি সচল রাখার জন্য প্রতি ২ মাস অন্তর একবার অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী গেট খোলা ও বন্ধ রাখার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখবে। এতে রেগুলেটরটি সচল থাকবে। ১৪-ভেন্ট রেগুলেটর দ্বারা পুনঃখননকৃত জবাইবিল খালে পানি ধারণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া গত বর্ষা মৌসুমে প্রকল্প এলাকা জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে জানা যায়।

১১.৩ জবাইবিল খাল পুনঃখনন কাজঃ মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী JB-3 প্যাকেজের আওতায় ২০ কিঃ মিঃ জবাইবিল খাল খননের জন্য ৮২০.৯৭৮ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। প্রকৃতপক্ষে ১ কিঃ মিঃ খাল বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) কর্তৃক খনন করা হয়েছে এবং ১.৪৫ কিঃ মিঃ খাল বর্ডার সংলগ্ন হওয়ায় খনন করা যায়নি বিধায় বাস্তবে ১৭.৫৫ কিঃ মিঃ খালের দরপত্র আহবান করা হয়। এ কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তিমূল্য ৫৯০.২২ লক্ষ টাকা এবং এ কাজটি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে ৫২৬.৯১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনকালে খননকৃত খালে পানি দেখা যায়। এছাড়া খালের পাড়ে ড্রেসিং এর

মাধ্যমে ঘাস লাগানো হয়েছিল যা বর্তমানে বড় হয়েছে। কিছু জায়গায় খালের পাড়ের মাটি খালে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এসব এলাকায় ঘাস লাগানো হলেও বৃষ্টির পানি ও বন্যার পানিতে সরে গিয়ে মাটি খালে পড়ে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়। খালের পাড়ের মাটি পানিতে পড়লেও এর গভীরতার কোন পরিবর্তন হয়নি। মাসনাতলা নামক স্থানে লেভেলিং মেশিন দ্বারা খালের প্রস্থ ২৯.০০ মিঃ এবং গভীরতা ২.৩০ মিঃ পাওয়া যায়, যা ডিজাইন অনুযায়ী এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে বলে জানা যায়। প্রকল্পের আওতায় ১৭.৫৫ কিঃ মিঃ জবাইবিল খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। পুনঃখননের পূর্বে জবাইবিল খালে ধারণকৃত পানি দ্বারা পুরো শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো না। পুনঃখননের ফলে জবাইবিল খালের পানি ধারণ ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৪-ভেন্ট রেগুলেটরের দ্বারা পুনঃখননকৃত জবাইবিল খালে পানি ধারণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে।

১১.৪ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজঃ মূল অনুমোদিত ডিপিপিকে মোট ৩৬১.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১৪ কিঃমিঃ পুনরাকৃতিকরণ কাজের সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ২০১৭ সালের ন্যায় ২ কি.মি. বাঁধ বন্যায় ধসে যায় এবং ৫টি breach হয়। প্রকল্প এলাকা রক্ষাকল্পে বাঁধের অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৫.৪৩১ কি.মি। জরুরি ভিত্তিতে পুনরাকৃতিকরণের প্রয়োজন হয়। তাই ৫.৪৩১ কি: মি: কাজটি সম্পাদনের জন্য দরপত্র আহবান করা, যার চুক্তি মূল্য ৩২৫.৪৪ টাকা। বাঁধের ১৪ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৪.০০ কি.মি. LGED কর্তৃক রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। বাধের অবশিষ্ট (১৪.০০-৫.৪৩১-৪.০০) - ৪.৫৬৯ কি.মি: প্যাকেজ JB-7 এর আওতায় সম্পাদন করা হয়। বাস্তবে মূলতঃ ১০,০০, কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণে মোট ব্যয় ৬৬৬, ২৪ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্পের অন্য অংগের সাশ্রয়কৃত ব্যয় হতে ১ম সংশোধনের সময় সমন্বয় করা হয়। এ অংশের কাজের জন্য ঠিকাদারকে ৬০৫.০১ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনকালে বাঁধের বেশ কিছু জায়গায় ভেঙ্গে গেছে দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Defect and Liablity Period এ বাঁধের উল্লিখিত অংশগুলো মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির পানি ও বন্যার পানিতে এসব জায়গা পুনরায় ভেঙ্গে গেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায় পরিচালন বাজেট হতে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো মেরামত করা হবে। এছাড়া পরিদর্শনকৃত বাঁধের অন্যান্য অংশ বর্তমানে ভালো অবস্থায় রয়েছে। বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে গত বর্ষা মৌসুমে প্রকল্প এলাকা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবংএছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধটি বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়।

১১.৫ এ্যাপ্রোচ বাঁধের স্লোপ প্রোটেকশন কাজঃ মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ৫৬২.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮০০ মিটার রেগুলেটরের এ্যাপ্রোচ বাঁধের উভয় পাশে স্লোপ প্রোটেকশন কাজ বাস্তবায়নের সংস্থান ছিল। উক্ত কাজের চুক্তিমূল্য ৩৩৬.৮২ লক্ষ টাকা এবং এ কাজটি সম্পাদনে ঠিকাদারকে ৩৩৬.৬৬ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়। হাপানিয়া রেগুলেটরের উভয় পাশে স্লোপ প্রোটেকশন কাজে মোট ৭৬,০১৯ টি ২ (দুই) সাইজের ব্লক প্লেসিং করা হয়। এছাড়া রেগুলেটরের উপরে ব্লক প্রেসিং এর সংস্থান না থাকায় এখনও ঐ জায়গায় মাটির রাস্তা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এলজিইডিকে বাঁধের রাস্তা পাকা করার জন্য অনুরোধ জানাতে পারে।

১১.৬ বনায়নঃ প্রকল্পের আওতায় মোট ১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংস্থান ছিল। বাস্তবে মোট ২৯৪০টি গাছ বাঁধের উভয় পাশে ১.০০ মিটার দূরত্বে রোপন করা হয়েছে। এছাড়া রেগুলেটরের উভয় পাশেও গাছ লাগানো হয়েছে। গাছের চারপাশে বাঁশের বেড়া দেয়া হয়েছে। পরিদর্শনকালে কিছু গাছ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। স্থানীয় লোকজনের গবাদি পশু ও বন্যায় কিছু গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়। বাঁধের মাটি ধরে রাখতে গাছগুলো রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।

১১.৭ প্রকল্পের আওতায় ৫৪.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮৫০ সিসির ৫ দরজা বিশিষ্ট একটি জীপ গাড়ি প্রগতি হতে ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে গাড়িটি সচল রয়েছে। গাড়িটি টিওএন্ডই ভুক্ত করার প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি, তবে এটি সম্পন্ন করা হবে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানায়। এছাড়া ৩.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২৫ সিসি'র ২টি মোটর সাইকেল, ০.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ সেট লেজার প্রিন্টারসহ ল্যাপটপ ক্রয় করা হয়েছে।

১১.৮ ভূমি অধিগ্রহণঃ প্রকল্পের আওতায় ২১৬.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাপানিয়া এলাকায় ৩.৫১ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের সংস্থান ছিল। প্রকৃতপক্ষে ২০২.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

১২। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০৭০.০৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৩৮৬৯.৯০ লক্ষ টাকা (৯৫.০৮%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৬৫%।

১৩। প্রকল্পের জনবল নিয়োগঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী পওর সার্কেল, বাপাউবো, রাজশাহী'র প্রশাসনিক ও কারিগরি তত্ত্বাবধানে নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি বাপাউবো'র পরিকল্পনা, নকশা ও মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান জনবল কাঠামো দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন /খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের সময়কাল
১	মীর মোশারফ হোসেন	তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১৭-০৫-২০১৫ হতে ২৯-০৭-২০১৮
২	মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা	তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৯-০৭-২০১৮ হতে ১১-০৩-২০২০
৩	মোঃ মুখলেসুর রহমান	তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১১-০৩-২০২০ হতে ৩০-০৬-২০২০

১৫। Procurement of Works এর উপর তথ্যাদিঃ প্রকল্প এর আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের তথ্য নিম্নবর্ণিতঃ

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমাণ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
১	২০১৭-১৮ অর্থবছে নাওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ	১০টি	৩৮.১৮	৩৪.৩৬	১৫/০৩/২০১৯	১৫/০৩/২০১৯	৩৩.২৭	মেসাস মিলন ট্রেডার্স, দেওয়ান বাজার, মেইন রোড,	

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমাণ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
	প্রকল্পের বিভিন্ন জায়গায় ১০টি ইনলেট নির্মাণ কাজ। (Tender No. ET. 02/2017-18 Package No.-JB-1, ID No-131843).							নওগাঁ।	
২	২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের আওতায় হাপানিয়া তেলিখালি নামক স্থানে ১৪ ভেন্ট (১৮০ কি.X ২.২৫ মি.) ড্রেনেজ রেগুলেটর নির্মাণ কাজ।(Tender No. ET. 05/2017-18 Package No.-JB-2, ID No-170033).	১টি	১৮৮৯.৮৫ (সংশোধিত)	১৮৮৯.৮৫ (সংশোধিত	১২/০৬/২০১৯	৩০/০৩/২০২০	১৮৪১.৮৯	এইচ বি-এমটি জেভি, ভূঁইয়া ম্যানশন (৩য় তলা) ৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।	(+) ৯ মাস সময় বেশি লে গেছে
৩	কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ বিভাগ বাপাউবো তেজগাঁও, ঢাকার আওতায় নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁর আওতাধীন হাঁপানিয়ার তেড়িখালি খাল রেগুলেটরের জন্য ১৪টি লিফট গেট (সাইজঃ১.৮০০মি.X ২.৩২৫ মি:) সহ ১৪ সেট প্যাডেসস্টাইল	১৪টি	২১৩.৯৫	২১৩.৯১	৩০/০৬/২০২০	৩০/০৬/২০২০	২১৩.৯১	মের্সাস রাশেদ এন্টার প্রাইজ, ৭৩/২ হাজী আফসার উদ্দীন রোড পূর্ব রায়ের বাজার, পশ্চিম	

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমাণ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
	টাইপ হোয়েস্টিং ডিভাইস এবং এ্যাপক্সি পেন্টিংসহ ১৪টি ইলেকট্রিক টাইপ ওয়ার্ম গিয়ার বক্স প্রস্তুতকরণ, সরবরাহ ও স্থাপন।							ধানমন্ডি ঢাকা।	
৪	২১০৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের আওতায় কিঃ মিঃ ৩.৩৫৪ হতে কিঃ মিঃ ৩.৫৭৩=২১৯.০০ মিটার, কিঃ মিঃ ৩.৮৪৬ হতে কিঃ মিঃ ৪.৪১৯=৫৭৩.০০ মিটার এবং কিঃ মিঃ৬.৪০৪ হতে কিঃ মিঃ ৬.৫৬৫=১৬১.০০ মিটার, কিঃ মিঃ ১২.৪৯৭ হতে কিঃ মিঃ ১৩.৮২৫=১৩২৮.০০ মিটার এবং কিঃ মিঃ ১৪.৩১৫ হতে কিঃ মিঃ ১৭.৪৬৫=৩১৫০.০০ মিটার সর্বমোট=৫৪৩১.০০ মিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।(Tender No.8/2017-18	৫.৪৩১ কিঃ মিঃ	৩৫১.৯৬ (সংশোধিত)	৩৫১.৯৬ (সংশোধিত)	২৫/০৬/২০১৯	২০/০৯/২০১৯	৩৪৭.৬২	এএমই এল-এমকে-নূর জেভী সদর রোড, বরগুনা	(+) ৩ মাস সময় বেশি লেগেছে

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমাণ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
	Package No.-JB-4, ID No-174788).								
৫	২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের আওতায় কিঃ মিঃ ০.৪৫০ হতে কিঃ মিঃ ১৮.০০০=১৭৫৫০.০০ মিটার জবাইবিলসহ জবাইবিল খাল পুনঃখনন কাজ। (Tender No.1/2018-19 Package No.-JB-3, ID No-212235).	১৭.৫৫০ কিঃ মিঃ	৫৯০.২২ (সংশোধিত)	৫৯০.২২ (সংশোধিত)	০৫/০৬/২০১৯	০৬/০৯/২০১৯	৫২৬.৯১	আর. আর. পি. এল-এম,এস, এ- এস, এ, বি, টি জেভী ৩০/এ, নয়া পল্টন ৯ম ফ্লোর সাত্তারা সেন্টার, ঢাকা-১০০০	(+) ৩ মাস সময় বেশি লেগেছে
৬	২০১৮-১৯ অর্থবছরে নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের আওতায় হাপানিয়া রেগুলেটরের কিঃ মিঃ ১৩.৮০০ হতে কিঃ মিঃ ১৪.২৩০ এর মধ্যবর্তী (৪০০.০০+৪০০.০০) মোট ৮০০.০০ মিটার উভয় পাশ্বের এ্যাপ্রোচ বাঁধের স্লোপ	০.৮০০ কিঃ মিঃ	৩৭৪.২৫	৩৩৬.৮২	১৬/০৫/২০১৯	১১/০৫/২০২০	৩৩৬.৬৬	মের্সাস জুয়েল ইলেক ট্রোনিক, এম, এম, বি (জেভী) মোজাফ্ফর বিপনী বিতান, নওগাঁ	(+) ১২ মাস সময় বেশি লেগেছে

ক্রঃ নং	প্যাকেজের নাম	কাজের দৈর্ঘ্য (কিঃ মিঃ)/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমাণ	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
	প্রোটেকশন কাজ (Tender No.2/2018-19 Package No.-JB-5, ID No-214213).								
৭	২০১৯-২০ অর্থবছরে নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁর জেলার আওতাধীন সাপাহার ও পোরশা উপজেলায় জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাপানিয়া থেকে দোয়ালপাল পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উভয় পাশ্বে বনা য়ন কাজ।	২৯৪০টি	৯.৯৯	৯.৯৯	০৮/০৪/২০২০	০৮/০৪/২০২০	৯.৯৮	মের্সাস হিমা এন্টারপ্রাইজ সাপাহার বাজার, নাপাহার নওগাঁ।	
৮	২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ জেলার আওতাধীন সাপাহার ও পোরশা উপজেলার জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কিঃ মিঃ ০.০০০ হতে কিঃ মিঃ ১২.৪৯৭ এর মধ্যবর্তী ৪৫৬৯.০০ মিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ	৪.৫৬৯ কিঃ মিঃ	২৯৪.০২ (সংশোধিত)	২৯৪.০২ (সংশোধিত)	২৫/০৬/২০২০	২৫/০৬/২০২০	২৫৭.৩৯	মোঃ মামীমুর রহমান কালিবাড়ি রোড, উপজেলা: সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা: সিরাজগঞ্জ।	

১৬। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামতঃ প্রকল্প পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় কালে কৃষকসহ অন্যান্য উপকারভোগীগণ জানান যে, প্রকল্পের আওতায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ

বাস্তবায়নের ফলে গত বর্ষা মৌসুমে প্রকল্প এলাকা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে যার ফলে এ বছর প্রকল্প এলাকার মানুষের বিগত বছরগুলোতে বন্যার কারণে সৃষ্ট দুর্ভোগ নিরসন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধটি বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গত বর্ষা মৌসুমে প্রকল্প এলাকার অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি ১৪- ভেন্ট রেগুলেটরের মাধ্যমে সহজেই নিষ্কাশিত হয়েছে, যার ফলে প্রকল্প এলাকা জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে জবাইবিল খালে ধারণকৃত পানি দ্বারা পুরো শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হতো না। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১৪-ভেন্ট রেগুলেটরের দ্বারা পুনঃখননকৃত জৰাইবিল খালে পানি ধারণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ইনলেটেসমূহের মাধ্যমে কৃষকগণ শুষ্ক মৌসুমে সহজেই প্রকল্প এলাকায় কৃষি কাজের নিমিত্তে সেচের পানির সরবরাহ পাচ্ছে। ফলে প্রকল্প এলাকার কৃষি উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে।

১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
ফমল উৎপাদনের নিধিরতা ১০২.১৪% হতে ১৯৭.৩২% এ উন্নিতকরণ।	ইতোমধ্যেই ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে ফসল উৎপাদনের নিবিড়াতা ১০২.১৪% হারে ১৯৭.৩২% এ উন্নিত হবে।
জবাইবিল খালের পানি ধারণ/ নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	পুনঃখননের ফলে জবাইবিল খালের পানি ধারণ/নিষ্কাশন ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৪-ডেট রেগুলেটর নির্মাণের মাধ্যমে জবাইবিল এবং জবাইবিল সংলগ্ন ১১২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা।	১৪-ডেট রেগুলেটর দ্বারা জবাইবিল খালে পানি ধারণের মাধ্যমে ১১২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।
কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করা।	সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদির স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তা ও সামাজিক তরান্বিত হচ্ছে।
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় যোগযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে হচ্ছে
সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ায় প্রকল্প এলাকার সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

১৮। সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

১৮.১ প্রকল্পটির বাস্তবায়নের গতি প্রকৃতির পর্যালোচনায় জানা যায়, প্রকল্পের শুরুর দিকে কাজের অগ্রগতি তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের অগ্রগতি ০.০২%, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রকল্পের অগ্রগতি ৪ ৭৪%, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকল্পের অগ্রগতি ১০.৫৯%।

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ নম্বর JB-4, JB-3. JB-5 এর কার্যক্রম মূল অনুমোদিত চুক্তি মেয়াদে সমাপ্ত হয়নি। প্যাকেজ নং JB-4 এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৩ মাস, JB-3 এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৩ মাস এবং JB 5 এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১২ মাস সময় বেশি লেগেছে।

১৮.৩ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত অনুমোদিত রাজস্ব খাতের (প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৪২.০০ লক্ষ টাকা-প্রকৃত ব্যয় ৩৮.৬৭ লক্ষ টাকা) - সাশ্রয়কৃত অর্থ ৩.৩৩ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতের (প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৪০২৫.০৮ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয় ৩৮৩১ ২৩ লক্ষ টাকা) - সাশ্রয়কৃত অর্থ ১৯৩.৮৫ লক্ষ টাকা এবং (সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০৭০.০৮ লক্ষ টাকা-সর্বমোট প্রকৃত ব্যয় ৩৮৬৯.১০ লক্ষ টাকা) = সাশ্রয়কৃত সর্বমোট অর্থ ২০০ ১৮ লক্ষ টাকা।

১৮.৪ প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২৫০ হেক্টর কৃষি জমি, ৩০ হেক্টর ফলের বাগান, ২০০টি বাড়িঘর ও ২৫০০ মে:ট: ফসল বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

১৮.৫ প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্ত হলেও ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট এখনও সম্পাদিত হয়নি। আর্থিক স্বচ্ছাতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে উল্লিখিত অর্থবছরের অডিট দ্রুত সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৮.৬ প্রকল্প পরিচালকের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ অংশে (পিসিআর অনুচ্ছেদ-৬, পৃষ্ঠা-১৭) এমডিজি গোল এর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এমডিজি গোল ২০১৫ সালে অর্জিত হয়েছে। সেহেতু বর্তমান কালে প্রণীত প্রতিবেদনসমূহে এসডিজি গোলের সাথে লিংকআপের বিষয়গুলো সংযোজন করা প্রয়োজন।

১৯। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অডিট ২২/০৫/২০১৮ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অডিট ২৫/০৭/২০১৯ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু কোন অডিট আপত্তি ছিলনা। মর্মে জানা যায়। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট এখনও সম্পাদিত হয়নি।

২০। সুপারিশ/মতামতঃ

২০.১ ১৪ ভেন্ট রেগুলেটরটির নিয়মিত গেট খোলার প্রয়োজন না থাকায় এটি মরিচা পড়াসহ অচল হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে বিধায় প্রতি ২ মাস অন্তর একবার অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী গেট খোলা ও বন্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১১.২);

২০.২ ইনলেটসমূহ শুষ্ক মৌসুমসহ সবসময় সচল রাখার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও ইনলেটের প্রবেশমুখ হতে মাটি অপসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১১.১);

২০. ৩ বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলো মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অতিসত্ত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে (অনুচ্ছেদ-১১.৪);

২০.৪ প্রকল্পের আওতায় রোপণকৃত (২৯৪০টি) গাছের মধ্যে যে সকল গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে সকল স্থানে নতুন করে বৃক্ষরোপণ করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। এছাড়া এ পর্যন্ত অক্ষত গাছগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১১ ৬);

২০.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ১টি জীপ গাড়ি (১৮৫০ সিসি) ২টি মোটরসাইকেল, ১সেট লেজার প্রিন্টারসহ ল্যাপটপ টিওএন্ডইভুক্ত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১১.৭);

২০.৬ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২০.৭ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এলজিইডিকে বাঁধের রাস্তা পাকা করার জন্য অনুরোধ জানাতে পারে;

২০.৮ সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

Feasibility Study for Providing Irrigation Facilities through Construction of Hydraulic Elevator Dam (HED) across Maeinee River at Dighinala, Khagrachari, Shrimai Khal at Patiya, Chattogram & Kasalang River at Sajek Vally, Rangamati. শীর্ষক

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৯)

১। প্রকল্পের নাম : Feasibility Study for Providing Irrigation Facilities through Construction of Hydraulic Elevator Dam (HED) across Maeinee River at Dighinala, Khagrachari, Shrimai Khal at Patiya, Chattogram & Kasalang River at Sajek Vally, Rangamati.

২। প্রকল্প পরিচালকের নাম : এ,কে,এম তাহমিদুল ইসলাম

৩। প্রকল্পের ধরন : সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

৪। বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় টাকা	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মোট (সম্পূর্ণ জিওবি)		মূল	সংশোধিত (সর্বশেষ)			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪৬৯.৫৫	৪৪৪.১১	মে ২০১৯-আগস্ট ২০১৯	মে ২০১৯-ডিসেম্বর ২০১৯	মে ২০১৯-ডিসেম্বর ২০১৯	(-) ২৫.৪৪ (৫.৪১%)	০ মাস (১০০%)

৫। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	প্রকল্প এলাকা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সংস্থা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা উপজেলা।
				চট্টগ্রাম	পটিয়া উপজেলা।
				রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি উপজেলা।

৬। অনুমোদিত তারিখ, মেয়াদ বৃদ্ধি:

	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ
মূল	মে ২০১৯-আগস্ট ২০১৯	২২/০৫/২০১৯
১ম বার মেয়াদ বৃদ্ধি	মে ২০১৯- ডিসেম্বর ২০১৯	১৯/০৮/২০১৯

৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে পাহাড়ী ঢলসহ বর্ষা মৌসুমের বিপুল পরিমান জলরাশি সংরক্ষণ করে সেচ সুবিধা ও সুপেয় পানি সরবরাহ করা।

খ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	একক	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রাক্কলন		জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন	
			আর্থিক (লাখ)	বাস্তব	আর্থিক (লাখ)	বাস্তব (%)
	রাজস্ব					
১.	সম্মানী ভাতা	থোক	১.৫০		০.৭৫৯	৫১
২.	যানবাহন ভাড়া (মাইক্রোবাসের ভাড়া)	থোক	৩.৫০		০.০০	-
৩.	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ভাতা	থোক	১.০০		০.৫০৮	৫০
৪.	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	০.৫০		০.০০	-
৫.	মুদ্রণ এবং বাঁধাই	থোক	০.৫০		০.১৯৮	৪০
৬.	পরামর্শক সেবা	৬৬ জনমাস	৪৫৯.৫৫		৪৪০.৫০	৯৯.৫
৭.	কম্পিউটার মেরামত	থোক	০.৫০		০.২৪৮	৫০
৮.	যন্ত্রপাতি ও (আনুষঙ্গিক)	থোক	০.৫০		০.৩৯৫৮	৮০
	উপমোট রাজস্ব =		**৪৬৭.৫৫**		**৪৪২.৬০৮**	
মুলধন						
১	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক উপকরণ	থোক	২.০০		১.৪৯৮	৭৫
	সর্বমোট=		৪৬৯.৫৫		৪৪৪.১১	৯৯.৫%

৯। **বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি বিশ্লেষণ (কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হলে তার কারণ ও প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা):** বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি বিশ্লেষণ নিম্নরুপ:

ক্র:নং:	অর্থবছর	অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		লক্ষ্যমাত্রা (%)	প্রকৃত ব্যয় টাকা (লাখ)	অর্জিত অগ্রগতি
		বরাদ্দ				
		টাকা (লাখ	প্রকল্প সাহায্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	২০১৯-২০২০	৪৬৯.৫৫	-	১০০	৪৪৪.১১	৯৯.৫%
সর্বমোট =		৪৬৯.৫৫	-	১০০	৪৪৪.১১	৯৯.৫%

১০। মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের অনুমোদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ফরমেট পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর);
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত বিভিন্ন প্রতিবেদন
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিদর্শন
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

i) Sclcction of proper location of HEDs for maximizing dry season water availability at respective project area;

ii) Development of hydrological and hydraulic rnodel for the Maeinee river system, Shrimae khal and Kasalang river;
iii) Simulation of hydrological and hydraulic models for pre and post project Scenarios;
iv) Assessment of water availability round the year in the Maeinee river, Shrimae khal and Kaselang river with and without hydraulic elevator dam;
v) Assessment of probable irrigation coverage with the available water;
vi) Establishment of baseline scenario of sediment transport, navigation and flooding condition;
vii) Assessment of reservoir capacity, duration sf conserve water, and extent of reservoir due to the proposed HED;
viii) Preparation of site plan of the proposed HEDs sites.
ix) Prepare layout design of proposed water management infrastructures (other than HED and allied structures) e.g. water control structures, river bank protection, river dredging/re-excavation etc.
x) Conduct necessary economic analysis including benefit-cost ratio, EIRR., NPV etc. (based on secondary data from BWDB)

১২। (ক) প্রকল্প দলিলে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ১ টি পরামর্শক সেবা

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

Goods and works of the projcct costing above Tk. 200.00 lakh. And Consultancy above Tk. 100.00 lakh, Goods procured under this project is less than Tk. 200.00 lakh. Cost of details of procurement of Consultancy Services is given as follows:

প্যাকেজ	(ক) দরপত্র পদ্ধতি (খ) আহবানের তারিখ (গ) প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	কাজ সমাপ্তির তারিখ		ঠিকাদারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত		
সেবা						
Consultancy servicer of Feasibility Study for Providing Irrigation Facilities through Construction of Hydraulic Elevator dam (HED) across Maeinee River at Dighinala, Khagrachari; Shrimai Khal at Patiya, Chattogrrarn & Kasalang River at Sajek Valley, Rangamati.	SSS ০৬/০৮/২০১৯ ৪৫৯.৫৫	০৫/০৯/২০১৯ ৪৫৯.০০	৩১/১২/১৯	৩১/১২/১৯	Instititute of Water Modeling (IWM)	

১৩। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:**

ক্র:নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরন (অতিরিক্ত/মূল)
১	এ,কে,এম তাহমিদুল ইসলাম	মূল দপ্তর-পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। পদবী-তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিচালক, পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা	১৭/০৭/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০১৯	অতিরিক্ত

১৪। ভূমি অধিগ্রহণ, Reselttlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): প্রকল্পে কোন ধরণের অধিগ্রহণ কার্যক্রম নাই।

১৫ । অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পে কোন ধরণের অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় নাই।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

১৬। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

১৬.১ **প্রকল্পের পটভূমি:** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে বাপাউবো ইতোমধ্যে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে ছোট বড় বেশ কিছু সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তন্মধ্যে মুহুরি সেচ প্রকল্প, মহামায়া ছড়া সেচ প্রকল্প, লক্ষীছাড়া সেচ প্রকল্প, হিঙ্গুনি সেচ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতার জন্য দেশের পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলকে সেচকাজসহ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ অঞ্চলে ড্যাম এবং রিজার্ভার নির্মাণের মাধ্যমে পাহাড়ী ঢলসহ বর্ষা মৌসুমের বিপুল পরিমাণ পানি সংরক্ষণ করা সুযোগ রয়েছে। সংরক্ষিত এ পানি পরবর্তীতে শুষ্ক মৌসুমে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চীনা প্রতিষ্ঠান BIC (Beijing IWHR Corporation) হাইড্রলিক এলিভেটর ড্যাম (HED) নামক একটি নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে। চীনে এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি প্রকল্প ও বাস্তবায়িত হয়েছে। পানি সংরক্ষণ ও নদীপথের ল্যান্ডস্কেইপিং, সেচের পানি সংরক্ষণ, নদীর ধারণ ক্ষমতা বর্ধন ইত্যাদি নানাবিধ প্রকল্পে HED নির্মাণ করা যেতে পারে। এই নতুন প্রযুক্তি অনেকটা রাবার ড্যামের মত তবে আধুনিক নির্মাণশৈলী ব্যবহৃত হওয়ায় এর সুবিধা রাবার ড্যামের চেয়ে অনেকগুন বেশি।

উপযুক্ত এবং উন্নত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নয়নে পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বেইজিং /IWHR কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্বে চায়না ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার রিসোর্সেস এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত MoU অনুসারে, চীনে যেসব স্থানে হাইড্রলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে সেসব স্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি কারিগরি কমিটি গঠন করে। ৩-৯ মে ২০১৩ ইং তারিখে চীনে অবস্থিত কয়েকটি হাইড্রলিক এলিভেটর ড্যাম ভ্রমণ শেষে কারিগরি কমিটির সদস্যবৃন্দ পাইলট ভিত্তিতে অন্তত দুইটি হাইড্রলিক এলিভেটর ড্যাম সুপারিশ করে একটি কারিগরি প্রতিবেদন জমা দেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হাইড্রলিক এলিভেটর ড্যাম নিমার্ণের সম্ভাব্য অবস্থানগুলো ভ্রমণের উদ্দেশ্যে BIC- এর একটি বিশেষজ্ঞ দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২২-২৯ জুন ২০১৫ ইং তারিখে চীনা দলটি বাংলাদেশ ভ্রমণ করে এবং বাংলাদেশ HED নির্মাণের জন্য প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত অবস্থান সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে পটিয়া উপজেলাস্থ শ্রীমাই খাল, চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও ফটিকছড়ি উপজেলাস্থ মন্দাকিনী নদী এবং খাগড়াছড়ির দিঘিনালা উপজেলাস্থ মাইনী নদী সহ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে , চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলাস্থ শ্রীমাই খাল এবং খাগড়াছড়ির দিঘিনালা উপজেলাস্থ মাইনী নদীতে হাইড্রলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণের সুপারিশ জানিয়ে দলটি একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন জমা দেয়। HED নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত স্থানগুলো পরিদর্শন করে কারিগরি সমীক্ষার মাধ্যমে DPP

প্রস্তুতকরণে বাপাউবোর প্রধান পরিকল্পনা ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ ইং তারিখে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করেন। যেহেতু HED একটি নতুন প্রযুক্তি, তাই প্রকল্পটি হাতে নেয়ার পূর্বে একটি সমীক্ষা কাজ পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৫ জুন ২০১৮ ইং তারিখে একটি চিঠি প্রেরণ করে। তদনুসারে, ২০১৯ সালে বাপাউবো কর্তৃক "Feasibility Study for Providing Irrigation Facilities through Construction of Hydraulic Elevator Dam (HED) across Maeinee River at Dighinala, Khagrachari, Shrimai Khal at Patiya, Chattogram & Kasalang River at Sajek Vally, Rangamati" শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৬.২। **প্রকল্পের অনুমোদন:** মূল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি মোট ৪৬৯.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মে, ২০১৯ হতে আগস্ট, ২০১৯ অর্থাৎ ৪ মাস মেয়াদে ২২/০৫/২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোট ১ দফায় মেয়াদ মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৯/০৮/২০১৯ তারিখে মূল অনুমোদিত ব্যয়ে সর্বশেষ মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৪ মাস বৃদ্ধি অর্থাৎ মে, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়।

১৭। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি:** মে, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৪৪.১১ লক্ষ টাকা (৯৪.৫৮%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ):** উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতিয়মান হয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
• Selection of suitable sites of HEDs in the respective project erea considering public demand, land topography, land-use and optimizing water storage; • Assess the feasibility of irrigation/tourism development (irrigation for Maeinee & Shrimae and Kasalang for tourism) in thc area through construction of the proposed HEDs; • Quantification and availability of water in the river/khal for irrigation and other uses by using mathematical rnodel tools at the proposed location of HEDs; • Assessment of hydraulic dcsign parameters (watcr level, discharge, length of the dam, scouring depth, reservoir extcnt etc.) of the proposed interventions; • ESlA study of the three sub-projects; • Cost estimate and economic analysis of the individual sub projects;	• After thorough investigation, the consultant determined exact location for construction of HED at shrimae khal and Maeinee river. But instead of Kasalang river, Schichok chara has been proposed as the feasible site for construction of HED at Sajek Valley, Rangamati; • Determination of design parameter; • Mathematical modelling; • Design of anciliary structures of HED; • Stakeholder consultation; • ESIA • Cost Estimate

১৯। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৯.১ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি মোট ৪৬৯.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মে, ২০১৯ হতে আগস্ট, ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও প্রকৃত পক্ষে ৪৪৪.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মে, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে সমাপ্ত হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে ৪ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

১৯.২ প্রকল্পের অনুকূলে ৪৫৯.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৬ জনমাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের সংস্থান ছিল। প্রকল্প দলিল অনুযায়ী একক উৎস ভিত্তিক ক্রয়ের (SSS) মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের ক্ষেত্রে Instititute of Water Modeling (IWM) কে নিয়োগ করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি বিশেষায়িত বিধায় একক উৎসভিত্তিক নির্বাচনের পদ্ধতির Instititute of Water Modeling (IWM) প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী					প্রকৃত		
ক্র: নং	পরামর্শকের ধরণ	সংখ্যা	কার্যমাস	সম্মানী	সংখ্যা	কার্যমাস	সম্মানী
01.	Team Leader	1	4	20,20,512	Lump Sum চুক্তিভিত্তিতে বিভিন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত শতাংশে (%) বলে প্রদান করা হয়েছে।		
02.	Hydrologist	2	6	24,87,606			
03.	Water Resources cum Irrigation Planning Engineer	2	6	24,00,000			
04.	Hydrological and Hydraulic Modeler	3	9	29,58,678			
05.	Environmentalist	1	4	12,00,000			
06.	Sociologist	1	3	9,00,000			
07.	Economist	1	3	9,00,000			
08.	Design Engineer	1	2	8,00,000			
09.	Urban Planner	1	2	7,00,000			
10.	Agronomist	1	3	9,00,000			
11.	Fishery Specialist	1	3	9,00,000			
12.	GIS Specialist	2	6	19,72,452			
13.	Survey Specialist	3	6	19,72,452			
14.	Data Analyst/Field Engineer	3	9	19,23,696			
	Total	23	66	2,20,35,396			

রিপোর্ট	মূল চুক্তি %
ইনসপেশন	৩০
ড্রাফট ফাইনাল	৫০
ফাইনাল	২০

১৯.৩। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য একক উৎস ভিত্তিক (SSS) ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। বাপাউবো কর্তৃক এ ধরণের সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা যুক্তিসংগত হবে। তবে এ সংশ্লিষ্ট কাজে পারদর্শিতা এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ট্রাস্টি হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

১৯.১০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মূল ফাইন্ডিংসঃ

The main objective of the study is to conduct a feasibility study (limited) for the construction of Hydraulic Elevator Dams in three places in Hill tract area for conservation of water especially during the dry period. The conserved water is to be used for irrigation development, environmental improvement, recreational purposes and other uses by local stakeholder. The three sub projects are located in three different districts, namely Shrimai Khal HED-1 sub project in Chattogram district, Maeinee River HED-2 sub project in Dighinala Upazila of Khagrachhari district and Sajek Valley HED-3 sub project in Baghaichhari Upazila, Rangamati district. A planning team extensively visited the area, interacted with different stake holders and through evaluation of model results carried out the following tasks.

- The study team investigated alternative sites for each sub project area and identified the suitable locations for the proposed Hydraulic Elevator Dams following certain criterion like river stability, accessibility, storage facilities, irrigation coverage, people’s practice of storing water, electricity etc.

- The height of HEDs was selected optimizing the storage volume and at the same time considered the minimum inundation of the river banks at upstream of each HED locations;
- The length of HEDs were selected in such a way that it does not obstruct the flood flow of the khal/river/Chhara; thus, Length of HED-1 is 84 m, HED-2 is 90 m and HED-3 is 24 m.
- For protection of land and valuable establishments from river bank erosion, bank protection measures were proposed for HED-1 and HED-2;
- The HED-3 in Sajek valley has been proposed on Sichok Chhara for storing water for domestic use in the Sajek town including the development of tourism. To facilitate water use one Overhead tank with pumping system has been proposed for this site (HED-3) so that existing 'Chander gari' can easily fill the tanks and carry the same to Sajek town.
- All the proposed interventions have been vetted (agreed upon) through a workshop participated by BWDB officials and local stakeholder.
- During the planning process the team exchanged views with farmers, fisherman, traders and overall project beneficiaries for optimum use of water resources. In light of the feedback received from the local stakeholders, the project interventions have been updated.
- It is expected that construction of HED-1 and HED-2 will store available water for agriculture (preferably for cultivation of vegetable); the study has proposed a cropping pattern. The existing crop production practices and the cropping patterns in the benefited area are supposed to be changed after construction of HED-1 and HED-2. Crop yield for post project situation has been evaluated in the study.
- The proposed project will increase fish production in the created reservoir through stocking carps and native species; the case fish culture in the reservoir area is suggested. In addition, the ponds in the area will be converted to all season water body and as a result there will be incremental production of culture fisheries.
- The environmental impact assessment of the proposed project has been conducted by the study team. It is anticipated that the proposed project is not going to cause any serious adverse impact to ambient environment provided that the mitigation measures and EMP suggested in the ESIA study is duly followed.
- No sediment data is available for the 3 HED project sites from any secondary sources. During the study period sediment data (concentration and size) have been collected from the sites and included in the report. However, the data have been collected during the dry period (September-December) only, but the major sedimentation process occurs during wet period. So, it is not possible to realistically estimate sedimentation volume in the project sites. However, the sediment management issue has been addressed qualitively in the report.
- Based on the outline design, the investment cost of the three sub project is Tk. 26823.98 lakh only. It includes construction cost of HEDs(Hed-1 and HED-3)and allied works, land acquisition and other related costs. Economic analysis shows that the BC ratio (financial) of the project is 1.23 and the financial IRR is 14.84%. On the other hand, the economic BC ratio and IRR is 1.86 and 20.67% respectively.

১৯.১১ **ওয়ার্কসপঃ**

২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ চট্রগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এবং ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার উপজেলার শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তন কক্ষে সমীক্ষার উপর স্থানীয় জনগন, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং বেসরকারি সেবা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের সাথে দুইটি মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।

২০. **সুপারিশ/মতামতঃ**

২০.১ বিবেচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে Hydraulic Elevator Dam (HED) সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে হবে;

২০.২ খাগড়াছড়ি জেলার মাইনী নদী, চট্রগ্রাম জেলার শ্রীমাই খাল এবং রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ভ্যালিতে হাইড্রলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণে নিমিত্ত কোন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে পরামর্শ প্রতিষ্ঠান Institute of Water Modeling (IWM) কর্তৃক প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে;

২০.৩ মূল প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে গৃহীতব্য প্রকল্প কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (যেমন: স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) এর সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে;

২০.৪ যেহেতু সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষ হয়েছে তাই অতি দ্রুত মূল প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে নতুবা পুনরায় কারিগরি সমীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজন হতে পারে এবং

২০.৫ প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

Feasibility study for Protection and Deveropment of Kuakata Sea Beach

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০২০)

১. প্রকল্পের নাম : **Feasibility study for Protection and Deveropment of Kuakata Sea Beach.**

২. প্রকল্পের ধরন : সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

৩. বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় টাকা	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মোট (সম্পূর্ণ জিওবি)		মূল	সংশোধিত (সর্বশেষ)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৫৫.৬২	৩৩৮.৫৬	জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০১৯	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০	-	৬ মাস (১০০%)

৪. বাস্তবায়নকারী সংস্থা :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**	প্রকল্প এলাকা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সংস্থা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		বরিশাল	পটুয়াখালী	কলাপাড়া

৫. অনুমোদনের তারিখ, মেয়াদ বৃদ্ধি:

	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ
মূল	জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০১৯	১০/০৭/২০১৯
১ম বার মেয়াদ বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০	১৬/০৬/২০১৯

৬. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতকে ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা এবং স্থানীয় পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এনে বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চিহ্নিত করা।

৭. **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:** পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতকে ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গানের হাত থেকে রক্ষা এবং বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য প্রকল্পের আওতায় নিম্নের বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হয়েছে:

(১) ঢেউ এবং পলি প্রবাহের গতি প্রকৃতি অনুধাবন এবং সমুদ্র সৈকতের ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গানের কারণ চিহ্নিতকরণ;

(২) ভাঙ্গনরোধের জন্য বিদ্যমান ডিজাইন পর্যালোচনা;

(৩) সমুদ্র তীরবর্তী ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশ বিদেশের প্রচলিত পদ্ধতি পর্যালোচনা;

(৪) সমুদ্র তীরের হাইড্রোডিনামিক্স এবং মরফোলজিক্যাল বিষয়াদি বিবেচনা করে নানাবিধ যুতসই পদ্ধতি উদ্ভাবন;

(৫) প্রতিরক্ষা কার্য্যের ডিজাইন প্রস্তুতকরণ;

(৬) প্রতিরক্ষা কার্য্যের জন্য নানাবিধ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কার্যকারিতা এবং প্রভাব মূল্যায়ন;

(৭) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং এ প্রেক্ষিতে ঢেউ এবং পলি প্রবাহের গতি প্রকৃতির পরিবর্তন;

(৮) পরিবেশগত ও সামাজিক বেজলাইন সম্পন্নকরণ;

(৯) Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) এর প্রস্তুতি গ্রহণ।

খ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

৮. **অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতিঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রাক্কলন		প্রকৃত ব্যয়	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)
রাজস্ব						
১	সম্মানী	থোক	১.৬৫		১.১৪৫	৬৯.৩৯%
২	আপ্যায়ন		১.০০		০০	০০%
৩	যানবাহন ভাড়া	মাসিক ভাড়া	৫.৪০		৩.৩৬	৬২.২২%
৪	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	থোক	০.৭৫		০.০৯৮	১৩.০৬%
৫	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	০.২৫		০০	০০%
৬	মুদ্রণ ও বাধাই	থোক	০.২৫		০০	০০%
৭	পরামর্শক সেবা	জন মাস	৪৪৫.৯২		৩৩৩.৯৬	৯৮%
৮	কম্পিউটার	থোক	০.২০		০০	০০%
৯	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	০.২০		০০	০০%
		উপমোট রাজস্ব=	৪৫৫.৬২		৩৩৮.৫৬	৭৪.৩০%
		উপমোট মূলধন=	০		০	
		সর্বমোট=	৪৫৫.৬২		৩৩৮.৫৬	৭৪.৩০%

৯। **বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি বিশ্লেষণ:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী			প্রকৃত ব্যয় টাকা	অর্জিত অগ্রগতি
		বরাদ্দ		লক্ষ্যমাত্রা (%)		
		টাকা	প্রকল্প সাহায্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	২০১৯-২০	৪৫৫.৬২	-	১০০	৩৩৮.৫৬	৭৪.৩০%
	সর্বমোট =	৪৫৫.৬২	-	১০০	৩৩৮.৫৬	৭৪.৩০%

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

ক্রঃ নং	**প্রকল্প পরিচালকের নাম**	**পদবী ও দপ্তর**	**দায়িত্ব কাল**	**দায়িত্বের ধরন (অতিরিক্ত/মূল)**
১।	এ, কে, এম তাহমিদুল ইসলাম মোবাইল: ০১৭১২১৭১২৪১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), বাপাউবো, ঢাকা।	০৫/০৯/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২০	অতিরিক্ত

১১। **মূল্যায়ন পদ্ধতি :** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবংতথ্য সংগ্রহের জন্য পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১২. (ক) প্রকল্প দলিলে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ২টি (১টি কার্য ও ১টি সেবা)

(খ) **পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য :**

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ	(ক) দরপত্র পদ্ধতি (খ) আহবানের তারিখ (গ) প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		ঠিকাদারি/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত		
কার্য						
Hiring vehicle	(ক) RFQ (খ) ২১/১১/২০১৯ (গ) ৫.৪০ লক্ষ টাকা	০২/১২/২০১৯ ৪.৪৯	৩০/০৪/২০২০	৩০/০৬/২০২০	শাওন রেন্ট এ কার	
সেবা						
Consultancy Services for Feasibility Study for Protection and Development of Kuakata Sea Beach	(ক) SSS (খ) ১৫/১০/২০১৯ (গ) ৪৪৫.৯২ লক্ষ টাকা	২০/১১/২০১৯ ৪৪৪.৮৫	৩০/০৬/২০২০	৩০/০৬/২০২০	IWM	

১৩. ভূমি অধিগ্রহণ, Reselttlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।

১৪. **অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:** এখনও অডিট সম্পন্ন হয়নি। অডিট না হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক জানান যে অডিট দপ্তরে জনবলের স্বল্পতা থাকায় তারা Implementing Project নিয়ে ব্যস্ততা থাকায় সমীক্ষা প্রকল্প নিয়ে তাদের আগ্রহ কম।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৫. পরিদর্শেনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

১৫.১। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন:** ২৪/০৬/২০২১ তারিখে প্রকল্পটি আইএমইডি পানি সম্পদ সেক্টরের পরিচালক, মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাপাউবো) এবং পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডেপুটি চিফ এবং বাপাউবোর অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৫.২। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** কুয়াকাটা বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র যেখানে পর্যটকরা একই সমুদ্র সৈকতে থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারে। গত কয়েক বছরের নিরবিচ্ছিন্ন সমুদ্রতীরবর্তী ভাঙ্গানের ফলে এই সমৃদ্ধশালী পর্যটনকেন্দ্রটি এখন হুমকির সম্মুখীন। ভাঙ্গন এতটাই ভয়াবহ যে সৈকতের সমস্ত আর্কষণীয় জিনিস একের পর এক বিলুপ্ত হচ্ছে অথবা পর্যটকদের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে, সৈকতটি রক্ষা করা এবং এটির উন্নতির জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা গুরুত্বপূর্ণ। 'সিডর' পরবর্তী শুরু হওয়া এই ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করছে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং বর্ষার নিম্নমুখী বাতাসের ফলে সৃষ্ট বঙ্গোপসাগরের খরস্রোত। ভাঙ্গানের ফলে সমুদ্র সৈকত সম্পর্কিত উদ্যোক্তা সম্প্রদায় হতাশ হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে, BWDB কর্তৃক পরিবেশগত পর্যটন এর প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সমুদ্র সৈকত সুরক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করার জন্য এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫.৩। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** মূল সম্ভাব্য সমীক্ষা প্রকল্পটি ৪৫৫.৬২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ অর্থাৎ ৬ মাস মেয়াদে ১০/০৭/২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬/০৬/২০২০ তারিখে মূল অনুমোদিত ব্যয়ে প্রকল্পটির মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করে জুন ২০২০ পর্যন্ত করা হয় অর্থাৎ প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়।

১৬। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ৩৩৮.৫৬ লক্ষ টাকা (৭৪.৩০%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ):**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
• Understanding of wave and sediment transport dynamics of the area of interest and identification of the reasons of coastline erosions. • Review of existing design of erosion protection. • Review of the best practices of costal erosion protection at home and abroad. • Development of different potential options for protection works considering hydrodynamic and morphological condition at selected stretches of the coastline. • Stakeholder consultations at Kuakata. • Assessment of effectiveness and impact of the different protective measures at different stretches of the Kuakata coastlines. • Design of the protective works. • Spatial & Temporal Sediment Circulation and Wave Pattern with Climate Change and Sea Level Rise (SLR). • Protection against dynamic loading / impact load. • Establishment of Environmental and Social Baselines and Preparation of Environmental and Social lmpact Assessment (ESIA).	• Identification of potential option for sea beach protection; • Data analysis and model development; • Detailed design; • Stake holder Consultation; • Cost Estimate • ESIA; • 3D Animation of Beach Development Plan.

১৮। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৮.১ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি মোট ৪৫৫.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও প্রকৃত পক্ষে ৩৩৮.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে সমাপ্ত হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়।

১৮.২ প্রকল্পের অনুকূলে ৪৪৫.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫১ জনমাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের সংস্থান ছিল। প্রকল্প দলিল অনুযায়ী একক উৎস ভিত্তিক ক্রয়ের (SSS) মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাস্তবায়নকালীন সময়ে ৪৯ জনমাসে মোট ২০ পরামর্শক কাজ করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান Instituite of Water Modelling (IWM) এর সাথে ২০/১১/২০১৯ তারিখে ৪৪৪.৮৫ লক্ষ টাকায় Lump Sum চুক্তি করা হয়। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি বিশেষায়িত বিধায় এ ধরণের সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে পারদর্শিতা বিবেচনা করে একক উৎসভিত্তিক নির্বাচনের পদ্ধতির (SSS) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে মর্মে BWDB এর কর্মকর্তাগণ জানান।

১৮। পরামর্শক নিয়োগঃ

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী					প্রকৃত		
ক্রঃ নং	পরামর্শকের ধরণ	সংখ্যা	কার্যমাস	সম্মানী	সংখ্যা	কার্যমাস	সম্মানী
1	Team Leader/ Sr Planning Engineer	১	৪	২০.২১	১	৪	২০.২১
2	Coastal Hydrolic Engineer	১	৫	২০.৭০	১	৫	২০.৭০
3	Hydrodynamic Modeller (Bay of Bangle)	১	৪	১৩.১২	১	৪	১৩.১২
4	Storm Surge Specialist	১	২	৮.২৮	১	২	৮.২৮
5	Wave and Cyclone Modeller/Wave Specialist	১	১.৫	৪.৯২	১	১.৫	৪.৯২
6	Geotechnical Expert	১	১	৪.১৪	১	১	৪.১৪
7	SR Design Engineer	১	১	৪.১৪		১	৪.১৪
8	Desing Engineer	১	৪	১৩.১২	১	৪	১৩.১২
9	Coastal Morphologist	১	২	৮.২৮	১	২	৮.২৮
10	GIS Specialist	১	১	৩.২৮	১	১	৩.২৮
11	Architect/Town Planner	১	৩	১২.৪২	১	৩	১২.৪২
12	Survey Specialist	১	১	৩.২৮	১	১	৩.২৮
13	Economist	১	২	৮.২৮	১	২	৮.২৮
14	Data Analyst	১	১০	১৩.০১	১	১০	১৩.০১
15	Environmentalist	১	২	৮.২৮	১	২	৮.২৮
16	Ecologist	১	২	৬.৫৬	১	২	৬.৫৬
17	Fisheries Expert	১	১.৫	৪.৯২	১	১.৫	৪.৯২
18	Sociologist		১	৩.২৮	১	১	৩.২৮
19	Expatriate Consultant: Design Engineer (Coastal Protection)	১	১	২৯.১০	-	-	-
	Total=	২০	৪৯	১৮৯.৩১	১৯	৪৮	১৬০.২১

১৮.৪ **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান** IWM **এর বিল:**

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য Lump Sum চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত শতাংশে (%) বিল প্রদান করা হয়েছে।

রিপোর্ট	মূল চুক্তির %।
ইনসেপশন	৩০
ইনটেরিম	২০
ড্রাফট ফাইনাল	৩০
ফাইনাল	২০

১৮.৫ Lump Sum চুক্তি অনুযায়ী Expatriate Consultant: Design Engineer ব্যতীত সকল কনসালটেন্ট সমীক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। চুক্তিতে ধরা থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে বৈদেশিক পরামর্শক আসতে না

পারায় তাকে বাদ দিয়ে সমীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। বিল পরিশোধ করার ক্ষেত্রে তার সম্মানী বিবেচনায় আনা হয়নি।

১৮.৬ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কতৃক প্রদত্ত সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ভাঙ্গনরোধ এবং উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য ৫৮৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য একটি খসড়া ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। যা আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।

১৮.৭ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদনে মূল প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে যথাযথ সার্ভে এবং পূর্ণাঙ্গ ডিজাইন করে বাস্তবায়ন করতে হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুধুমাত্র Gross survey এর ভিত্তিতে করা হয়েছে।

১৮.৮ **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মূল রিকমেন্ডেশন:**

ক) কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে সমুদ্র সৈকত লেবার বন ফরেস্ট থেকে গঙ্গামতি খাল পর্যন্ত ধরে গ্রোয়েন নির্মাণ করতে হবে।

খ) পরিবেশ এবং সৈকত কেন্দ্রিক বিনোদন সুবিধাদি বৃদ্ধির স্বার্থে Sea Beach Walking Bay, Natural Walk Trail, Toilet, Shower এবং Lockup সুবিধাদি, Visitor Information Centre, Life Guard/ Security Station স্থাপন, বিচের প্রতি দুই কিলোমিটারের মধ্যে Restaurent সুবিধা থাকা নিশ্চিত করতে হবে।

গ) কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ভাঙ্গনরোধ এবং উন্নয়নের জন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে Detail Design, Survey, EIA, Quality Control এবং Monitoring নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) সৈকতের ভাঙ্গনরোধ এবং উন্নয়নের জন্য কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই EMP অনুসরণ করতে হবে। সিভিল ওয়ার্কস এবং EMP এর ক্ষেত্রে টেন্ডার ডকুমেন্টস এ এবং ঠিকাদারের সাথে চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

ঙ) সিভিল ওয়ার্কস এর ক্ষেত্রে BWDB এবং ঠিকাদার উভয়কেই অবশ্যই পরিবেশগত বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে। ওয়ার্কারদের কাজের নিরাপদ পরিবেশ এবং কাজের মাধ্যমে যাতে বায়ূ এবং পানি দূষিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৮.৯ **ওয়ার্কসপঃ** এ সমীক্ষায় প্রাপ্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর কোন ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলত কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয়নি।

১৯। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১. মূল প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Institute of Water Modeling (IWM) কর্তৃক প্রদত্ত ফাইন্ডিংস ও সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে;

২. সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পর অতিদ্রুত মূল প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে নতুবা পুনরায় কারিগরি সমীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজন হতে পারে;

৩. মূল প্রকল্প গ্রহণে আর্থিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে;

৪. গৃতীতব্য প্রকল্প কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণপূর্বক সে অনুযায়ী প্রকল্প দলিল প্রণয়ণ করতে হবে;

৫. মূল প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত বিষয়সমূহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৬. সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গহণ করে তা আইএমইডিকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

Feasibility Study for Protection and Development of Cox's Bazar Sea Beach শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১. প্রকল্পের নাম: Feasibility Study for Protection and Development of Cox's Bazar Sea Beach.

২. প্রকল্প পরিচালকের নাম: এ, কে এম তাহমিদুল ইসলাম

৩. প্রকল্পের ধরন: সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

৪. বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:

(লক্ষ্য টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল অনুমোদিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়নকালের %)
মোট (সম্পূর্ণ জিওবি)		মুল	সংশোধিত (সর্বশেষ)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৯৮.৫০	৩৭১.২৪	জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০১৯	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০	(-) ১২৭.২৬ (২৫.৫৩%)	০ মাস (১০০%)

৫. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**		**বিভাগ**	**জেলা**	**উপজেলা**
সংস্থা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	**প্রকল্প এলাকা**	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর

৬. **অনুমোদিত তারিখ, মেয়াদ বৃদ্ধিঃ**

	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ
মুল	জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০১৯	০৮/০৭/২০১৯
১ম বার মেয়াদ বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৯-মার্চ ২০২০	০৪/০৯/২০১৯
২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধি	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২০	১৬/০৬/২০২০

৭. **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বরাবর উপকূলীয় ক্ষয় প্রক্রিয়াটি তদন্ত করা এবং তাৎক্ষণিক দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয় প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য

৮. অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	একক	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রাক্কলন		জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন	
			আর্থিক (লাখ)	বাস্তব	আর্থিক (লাখ)	বাস্তব (%)
রাজস্ব						
১	সম্মানী ভাতা	থোক	১.৬৫	-	১.০১৫	৬১.৫২
২	আপ্যায়ন	থোক	১.০০	-	০	-
৩	যানবাহন ভাড়া	থোক	৩.৫০	-	০.৫৫	৭৩.৩৩
৪	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	থোক	০.২৫	-	০.১৬৭	৬৬.৮০
৫	মুদ্রণ এবং বাধাঁই	থোক	০.২৫	-	০	-
৬	পরামর্শক সেবা	৫০ জনমাস	৪৮৯.৭০	-	৩৬৬.৮৮	৯৪
৭	কম্পিউটার মেরামত	থোক	০.২০	-	০	-
৮	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	০.২০	-	০	-
	উপমোট রাজস্ব=		৪৯৭.৫০	-	৩৭১.২৪	৭৪.৪৭%
মূলধন						
১	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক উপকরণ	থোক	১.০০	-	০	-
	সর্বমোট=		৪৯৮.৫০		৩৭১.২৪	৭৪.৪৭%

৯. **বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি বিশ্লেষণ (কাঙ্খিত অগ্রগতি না হলে তার কারণ ও প্রকল্প পরিচালকের ব্যাখ্যা):**
বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি বিশ্লেষণ নিম্নরুপঃ-

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী			প্রকৃত ব্যয় টাকা (লাখ)	অর্জিত অগ্রগতি
		বরাদ্দ		লক্ষমাত্রা (%)		
		টাকা (লাখ)	প্রকল্প সাহায্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	২০১৯-২০২০	৪৯৮.৫০	-	১০০	৩৭১.২৪	৭৪.৪৭
	সর্বমোট=	৪৯৮.৫০	-	১০০	৩৭১.২৪	৭৪.৪৭

১০. মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে।

- প্রকল্পের অনুমোদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ফরমেট পর্যালোচনা
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত বিভিন্ন প্রতিবেদন
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিদর্শন
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ইত্যাদি।

১১. প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- Analysis of tide, wave storm surge and littoral drift
  i) *Littoral drift analysis*
  ii) *Identification of erosion vulnerable area*

- Development of different potential options for protection works considering
- hydrodynamic and morphological condition at selected stretches of the coastline and selection of the most effective option
- Assessment of effectiveness and impact of the different protective measures at
- different stretches of the Cox's Bazar coastline
- Proposed Plan of Beach Development Components
- Design of the protective works
- Financial and Economic Analysis

১২. (ক) প্রকল্প দলিলে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ১টি পরামর্শক সেবা।

প্যাকেজ	**(ক) দরপত্র পদ্ধতি (খ) আহবানের তারিখ (গ) প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)**	**চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)**	**কাজ সমাপ্তি তারিখ**		**ঠিকাদারি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান**	**বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ**
			চুক্তি অনুযায়ী	**প্রকৃত**		
সেবা						
Consultancy services of Feasibility Study for Protection and Development of Cox's Bazar Sea Beach	SSS ১২/০৯/২০১৯ ৪৮৯.৭০	২৭/১০/২০১৯ ৪৮৮.১৮	৩০/০৩/২০	৩০/০৬/২০	Institute of Water Modeling (IWM)	করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে কাজ সম্পাদনের বিঘ্ন ঘটায় বাস্তবায়নের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল।

১৩. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্র: নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (অতিরিক্ত/মূল)
১	এ, কে এম তাহমিদুল ইসলাম	**মুল দপ্তর:** পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর বাপাউবো, ঢাকা। **পদবী-**তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিচালক, পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।	২২/০৮/২০১৯ থেকে ৩০/০৬/২০২০	অতিরিক্ত

১৪. **ভূমি অধিগ্রহণ, Reselttlement, Utility** সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।

১৫. **অডিট সম্পাদক ও আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:** প্রকল্পের কোন ধরণের অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

১৬. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণঃ

১৬.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত কক্সবাজার জেলা বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকতের জন্য ব্যাপকভাবে খ্যাতিমান। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতটি প্রায় ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং বেলে মাটি দ্বারা গঠিত। প্রতি বছর দেশী বিদেশী পর্যটক শহরটির মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকে। দীর্ঘায়িত কক্সবাজার সৈকতকে আধুনিক পর্যটন শিল্প উদ্যান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ১৯৯০ সালে একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এলাকার জিলনজা মৌজার আওতায়প্রায় ৬১.০৩ হেক্টর (১৫০.৭৫ একর) জমি হোটেল, মোটেল অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে সমুদ্রের তীরের ক্রমাগত ক্ষয়ের কারণে কক্সবাজারেরপর্যটন অঞ্চলটি অরক্ষিত হয়েপড়েছে। বিগত কয়েক বছরে সমুদ্রের তীরে ভাঙ্গন এবং তরঙ্গক্রিয়া হোটেল/মোটেল অঞ্চলকে ঘিরে ফেলতে শুরু করে এবং ইতিমধ্যে প্রায় আটটি পরিকল্পিত সমুদ্র সৈকত রাস্তা বরাবর ইজারা দেওয়া প্লটের ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ক্রমাগত ভাঙ্গন সমৃদ্ধ অঞ্চলকে হুমকির মুখে ফেলেছে। বঙ্গোপসাগরের ধ্বংসাত্মক সমুদ্রের ভাঙ্গন থেকে কক্সবাজার শহরের হোটেল, মোটেল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলি রক্ষার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দ্বারা একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দ্বারা গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল ২০০৯ সালে। এছাড়াও, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রকল্প এলাকাটি পরিদর্শন করে প্রকল্পটি কার্যকর করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩ এপ্রিল ২০১১ এ একটি জনসভায় কক্সবাজার শহরকে সমুদ্রের ক্ষয় থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরিশেষে প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ECNEC- এ পাঠানো হয়েছিল।

০৫.০২.২০১৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়নি এবং নির্দেশ প্রদান করে যে, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং সম্পর্কিত অন্যান্য বিভাগের সাথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি নতুন প্রকল্প জমা প্রদান করবে।

কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এই প্রকল্পটি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং পর্যটন বান্ধব প্রকল্প কার্যকর করার আগে একটি বিশদ সম্ভাব্যতা অধ্যযন করার সিদ্ধান্ত নেওয়াহয়েছিল। পরে, ১২.০১.২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়াহয়েছিল যে "কক্সবাজার উন্নয়ন" কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য নেতৃত্বাধীন সংস্থা হবে যেহেতু তারা কক্সবাজারের মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কাজ করছে এবং বিডব্লিউডিবি কেবল সুরক্ষা অংশটি কার্যকর করবে। পরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব প্রকল্প গ্রহণের আগে বিশদ সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন করার নির্দেশ প্রধান করেন।

১৬:২। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** মূল সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি মোট ৪৯৮.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ অর্থাৎ ৬ মাস মেয়াদে ০৮/০৭/২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রলয়ের মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোট ২ দফায়মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৬/০৬/২০২০ তারিখে মূল অনুমোদিত ব্যয়ে সর্বশেষ মেয়াদ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৬ মাস বৃদ্ধি অর্থাৎ জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়।

১৭।**প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রম পুঞ্জিত ব্যয় ৩৭১.২৪ লক্ষ টাকা এর বাস্তব অগ্রগতি ৯৪%।

১৮।**প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ) :** উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে মর্মে পরিদর্শন কালে প্রতিয়মান হয়েছে।

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
• Understanding of wave and sediment transport dynamics of the area of interest and	• Identification of potential option for sea beach protection;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
identification of the reasons of coastline erosions; • Review existing design of erosion • Protection; • Review of the best practices of costal on erosion protection at home and abroad; • Development of different potential options for protection works considering hydrodynamic and morphological condition at selected stretches of the coastline; • Stakeholder consultations at Cos's Bazar • Assessment of effectiveness and impact of the different protective measures at different stretches of the Cox's Bazar coastline; • Design of the protective works; • Spatial Temporal Sediment Circulation and Wave Pattern with Climate Change and Sea Level Rise: (SLR); • Protection against dynamic loading impact load; • Establishment of Environmental and Social Baselines; • Preparation of Environmental and Social Impact Assessment (ESIA);	• Data analysis and model development • Detailed design; • Stake holder Consultation; • Cost Estimate; • ESIA; • 3D Animation of Beach Development Plan.

১৯। সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

১৯.১ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি মোট ৪৯৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হলেও প্রকৃত পক্ষে ৩৭১.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে সমাপ্ত হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে ৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

১৯.২ প্রকল্পের অনুকূলে ৪৮৮.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ জন মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের সংস্থান ছিল। প্রকল্প দলিল অনুযায়ী একক উৎস ভিত্তিক ক্রয়ের (SSS) মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগর ক্ষেত্রে Institute of Water Modeling (IWM) কে নিয়োগ করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা

সমীক্ষা প্রণয়েনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি বিশেষায়িত বিধায় একক উৎসভিত্তিক নির্বাচনের পদ্ধতির Instituite of Water Modeling (IWM) প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে জানা যায় ।

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী					**প্রকৃত**		
ক্র.নং	**পরামর্শকের ধরণ**	**সংখ্যা**	**কার্যমাস**	**সম্মানী**	**সংখ্যা**	**কার্যমাস**	**সম্মানী**
1.	Team Leader	1	4	2,020,512	Lump Sum চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত শতাংশে (%) বিল প্রদান করা হয়েছে ।		
2.	Coastal Hydraulic Engineer	1	5	2,070,000			
3.	Hydrodynamic Modeller (Bay of Bengal)	1	4	1,312,0000			
4.	Storm Surge Specialist	1	2	828,000			
5.	Wave & Cyclone Modeller/wave specialist	1	1.5	492,000			
6.	Geotechnical Expert	1	1	414,000			
7.	SR. Design Engineer	1	1	414,000			
8.	Design Engineer	1	4	1,312,000			
9.	Coastal Morphologist	1	2	828,000			
10.	GIS Specialist	1	1	328,000			
11.	Architect/Town planner	1	3	984,000			
12.	Survey Specialist	1	1	328,000			
13.	Economist	1	2	828,000			
14.	Data Analyst	2	12	1561248			
15.	Environmentalist	1	2	828,000			
16.	Ecologist	1	1.5	492,000			
17.	Fisheries Expert	1	1	328,000			
18.	Sociologist	1	2	656,000			
19	Total	19	50	16,023,760			

রিপোর্ট	মুল চুক্তির %
ইনসেপশন	30
ইনটেরিম	২০
ড্রাফট ফাইনাল	৩০
ফাইনাল	২০

১৯.৩ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য একক উৎস ভিত্তিক (SSS) ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে । বাপাউবো কর্তৃক এ ধরণের সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা যুক্তিসংগত হবে । তবে এ সংশ্লিষ্ট কাজে পারদর্শিতা এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ট্রাস্টি হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে ।

১৯.১০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মূল ফাইন্ডিংস ঃ

i) It is suggested to implement erosion management plan at two stretches: i) Baily hatchery to
Kolatoli Point and ii) Laboni Point to Diabetics Point with the revetment with sand Cover (sleeping defense) as protective measures. The length of revetment measure from Baily hatchery to Kolatoli Point is 1.2 Km whereas rest part of the erosion management plan needs.

1.8 Km length of protection by revetment work with sand cover The design crest level is 6.5m. PWD for 100 years return period:

i) The sand for nourishment should be collected from the cross profiles bed at least 2-3 Km far from the beach where the longshore transport is almost negligible.

ii) Monitoring of sedimentation, sea bed scouring, erosion of shoreline.placement and
Displacement of Armor materials and beach nourishment during and after implementation is

required to assess the effectiveness of protective measures and devising proper maintenance.

iii) Eight development components are recommended for integrated development of the Cox's Bazar sea beach, which shall be implemented in phases.

iv) In the implementation phase, detailed design, detailed EIA supervision & quality control and monitoring the effectiveness of the erosion mitigation measures are essential and
recommended to accomplish.

v) The Environmental Monitoring Plan shall be strictly followed in order to ensure contractors
compliance with the mitigation measures.

১৯.১১ ওয়ার্কসপঃ

১২ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ হোটেল ইউনি রিসোর্ট, কলাতলী প্রধান সড়ক, কক্সবাজার এর সম্মেলন কক্ষে সমীক্ষার উপর স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের সাথে একটি মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।

২০। সুপারিশ/মতামতঃ

২০.১ কক্সবাজার পর্যটন কেন্দ্রে যে কোন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Institute of Water Modeling (IWM) কর্তৃক প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে;

২০.২ যেহেতু সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষ হয়েছে তাই অতি দ্রুত মূল প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে নতুবা পুনরায় কারিগরি সমীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজন হতে পারে;

২০.৩ মুল প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে গৃহীতব্য প্রকল্প কার্যক্রম টেকসইকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় (যেমনঃ সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রণালয়ের সাথে) সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং কক্সবাজার উন্নয়ন অথরিটিকে অবহিত করতে হবে; এবং

২০.৪ প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।